দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ॥০ আনা।

হাস্য-তরঙ্গ

দ্বিতীয় ভাগ।

ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট কালেক্টর

ও কৌন্সিলের সদস্য

শ্রীরামনারায়ণ ষড়ঙ্গী

প্রণীত ও প্রকাশিত।

গ্রাম—বর্ণজিৎপুর।

পোঃ—রোহিণী।

জেলা—মেদিনীপুর।

১৫ই ফাল্গুন, সন ১৩২২ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

উড়িষ্যার ক্ষত্রিয়কুল গৌরব

নৃপতি কুলাবতংস বহুগুণালঙ্কৃত

ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের কৃতবিদ্য
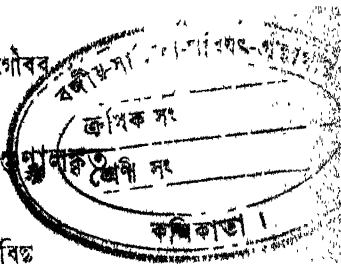
মহারাজা শ্রীমৎ শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ

দেও বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে

আমার এই হাস্য-তরঙ্গ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

হাস্য-তরঙ্গের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এতল্লিখিত গল্পসমূহ, পাঠকবর্গের কতদূর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিতে পারিনা। যদি কিয়ৎ পরিমাণেও প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

প্রথম ভাগে কতিপয় ক্রটী পরিলক্ষিত হইতেছে, অতএব তাহা যে পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে, এমত আশা পূর্ণ মাত্রায় আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছেনা। এই দ্বিতীয় ভাগেও যে ক্রটী পরিলক্ষিত হইবেনা, এমত ভরসাও আমি করিনা। যদি সহৃদয় পাঠকবর্গ, ভাষাগত ক্রটী কিম্বা রচনার অসৌন্দর্য্য, ধর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য না করিয়া কেবল গল্প সমূহের উদ্দেশ্যের ও ভাবের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রীতি লাভ করিলেও করিতে পারেন, এই মাত্র ভরসা করিতে পারি।

প্রথম ভাগে যে সমস্ত ক্রটী পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার প্রথম কারণ এই যে, আমি স্বয়ং প্রুফ্ সংশোধন করিতে পারি নাই। প্রেসের কর্ম্মচারী, যে সময় প্রুফ্ সংশোধন জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সে সময় আমি একটী গুরুতর বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম; তজ্জন্য সংশোধন করিবার সময় পাই নাই। দ্বিতীয় কারণ, প্রেসের কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্য। তাঁহাদের শৈথিল্য প্রযুক্ত ছাপায় অনেক ভুল হইয়াছে। তৃতীয় কারণ, প্রথম ভাগ, আমার সর্ব্ব প্রথম লেখা। এই ত্রিবিধ কারণে কতিপয় ক্রটী পরিলক্ষিত হইতেছে। তজ্জন্য আমি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি।

আশা করি উপরোক্ত কারনে, পাঠকবর্গের নিকট ক্রটী সমূহ মার্জ্জনীয় স্বরূপে পরিগণিত হইবে।

পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই, বার্দ্ধক্য ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত অন্যান্য শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার সামর্থ্য রহিত হইয়াছে, অথচ কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিয়া কালযাপন করাও কষ্টকর। তজ্জন্য পুস্তক লিখিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিবার উদ্দেশ্যে, পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। লাভের আশা করিনা, মুদ্রাঙ্কণে আমার যে অর্থব্যয় হইয়াছে, পুস্তক হইতে তাহা পাইলেই আমি বিশেষ লাভবান্ হইলাম মনে কবিব। যদি তাহাও না হয়, তাহা হইলেও দুঃখিত হইবনা।

আমি ৩২ বৎসরের উর্দ্ধকাল উড়িষ্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম। তথায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা এক প্রকাব ছিলনা বলিলেও হয়। তজ্জন্য পূর্ব্বে আমার যতটুকু বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞান ছিল, তাহা মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষা জ্ঞান না থাকিলে কিম্বা ভাষা জ্ঞান মলিন হইলে, রচনা যে সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হয়না, ইহা লেখা বাহুল্য। অতএব ত্রুটী যে হইবে, এই বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তখন আমি মনে করিতাম যে, প্রতিপালক স্বর্গীয় ময়ূরভঞ্জাধিপতি এবং আমার কতিপয় বন্ধু যে, আমার গল্প শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, হয়ত ভালবাসাই তাহার কারণ হইয়া থাকিবে। এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আমি পুস্তক লিখিতে ও প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। লিখিতে লিখিতে ভাষা জ্ঞান উজ্জ্বল হইতে পারে "মরা, মরা" উচ্চারণ করিতে করিতে "রাম" এই শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে লইয়া প্রথমে হাস্য-তরঙ্গের প্রথম ভাগ লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

হাস্য-তরঙ্গ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে হাসাইব, ইহাই

আমার উদ্দেশ্য। যদি পাঠকবর্গ হাস্য-তরঙ্গ পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিতে না পারেন এবং আনন্দে হাসিতে না পারেন, তবে আমার মত অযোগ্য লেখকের লেখার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া এবং অসারতা অনুভব করিয়াওত হাসিতে পারিবেন, যে কোন প্রকারে হউক, হাস্যতরঙ্গ পাঠকবর্গকে, অন্ততঃ যুবক পাঠকবর্গকে হাসাইতে পারিবে, ইহা আমার ধারণা।

হাস্যতরঙ্গ, কেবল হাসির গল্প পুস্তক মাত্র। ইহা স্কুলপাঠ্য পুস্তক কিম্বা উপন্যাস নহে। ইহাতে ত্রুটী থাকিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এমতাবস্থায় সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাষাগত ত্রুটী এবং রচনার অসৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল গল্প সমূহের উদ্দেশ্যের ও ভাবের দিকে লক্ষ্য করিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ। ত্রুটী যাহা পরিলক্ষিত হইতেছে ও হইবে, তৎসমস্ত সংশোধনের চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি চিরকালই আমার অনুবাগ। বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় আমার মনে বড় আনন্দ হয়। সেই অনুরাগই আমাকে পুস্তক লিখিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুস্তক লিখিয়া পাঠকবৃন্দের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিব এরূপ ক্ষমতা নাই, অথচ লিখিবার সাধ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে।

হাস্যতরঙ্গ লিখিবার পর একটী বৃহৎ উপন্যাস এবং একখানি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকও লিখিয়াছি। তৎসমস্ত যাহাতে সত্বর মুদ্রিত হইয়া পাঠকবর্গের সম্মুখীন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছি। ইতি—

গ্রন্থকার।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৯	ঊর্দ্ধে	ঊর্দ্ধ্বে
৩	১	একটী	একটা
৬	২১	দেখি নাই	দেখিয়াছিলুম না
৬	২২	„	„
১৬	গল্পের শীর্ষকে	মাসং	মাংসং
১৯	১৩।১৫।১৬।২০	শালা	শ্যালা
২০	১২	শালা	শ্যালা
২২	১৭	বিরক্ত	বিরক্তি
২৪	১৬	পাড়্কে	পাকড়্কে
২৮	২৪	বালককে	কতিপয় বালককে
৩২	৫	হিন্দূ	হিন্দু
৪১	১৪	নহেত	নহে
৪৩	৮	।”	?”
৪৩	১৪	হইতে	লইতে
৪৪	৮	স্থাপিত	স্থগিত
৪৫	১২	প্রতিবেশীগণ	প্রতিবেশিগণ
৪৬	৬	জননীকেও	জনককেও
৪৯	২০	আর	আমার
৫১	৭	নিরব	নীরব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	৪	সন্তুষ্ট	সন্তুষ্টি
৫৭	১৯	তবে রাখিবার	তবে গোপন রাখিবার
৬১	১১	আশ্রে	আশ্রয়ে
৬৫	৯	পরিবেশন	পরিবেষণ
৭৬	১৯	পরিবেশণের	পরিবেষণের
৮০	৯	কুলীন	কুলশীল
৮০	১৮	পুত্রবধ্	পুত্রবধূ
৮৪	১	পাইল	পাইলেন
৮৮	১৩	বিভৎস	বীভৎস
৯৫	৫	লাগিলেন	লাগিল
৯৫	১৭	স্থাপিত	স্থগিত
১১৪	৮	প্রজ্জলিত	প্রজ্জ্বালিত

হাস্য-তরঙ্গ।

প্রথম গল্প।
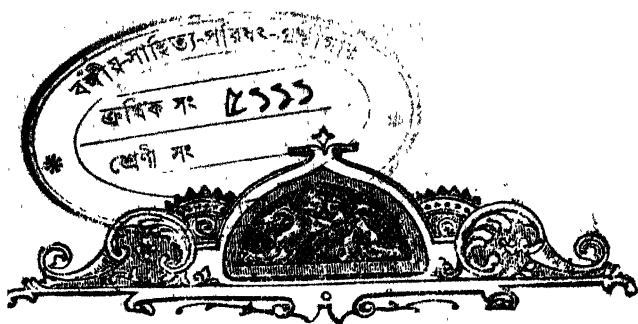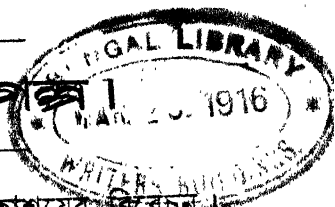
ফলাহার নিরত পণ্ডিত মহাশয়ের বিবেচনা।

জনৈক বড় জমীদারের মাতৃশ্রাদ্ধে উপলক্ষে অনেকগুলি সংস্কৃতাধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি প্রকৃত অধ্যাপক, অবশিষ্টগুলি কেবল অধ্যাপক উপাধিধারী মাত্র; সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের আদৌ জ্ঞান ছিলনা বলিলেও হয়। তাঁহারা—উক্ত জমীদারের সভা পণ্ডিতের অনুগ্রহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন মাত্র।

উক্ত জমীদারের গৃহের অতি নিকটে একটী নদী আছে। শেষোক্ত অধ্যাপক উপাধিধারীগণের মধ্যে একজনের পেটের অসুখ হইয়াছিল। তাঁহার বারম্বার দাস্ত হইত। সময় সময় আমজড়িত মল নির্গত হইত।

উক্ত অধ্যাপক সমূহ, ফলাহারে বসিলেন। লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি দেওয়া হইল। ভোজন আরম্ভ হইল। লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভোজন সমাপ্ত হইলে, দই দেওয়া আরম্ভ হইল। এমত সময় উক্ত উদর পীড়াগ্রস্থ পণ্ডিত মহাশয়ের গুহ্যদেশ দিয়া উষ্ম অধোবায়ু সহিত বেমালুম কিঞ্চিৎ আমজড়িত মল নির্গত হইয়া পড়িল। পণ্ডিত মহাশয় সন্দিহান হইয়া মল নিঃসৃত হইয়াছে কি না?—ইহা জানিবার নিমিত্ত স্বীয় বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা গুহ্যদেশ স্পর্শ করিলেন, এবং জানিতে পারিলেন যে,—পেটের অসুখের ফল হইয়াছে। তিনি উক্ত অঙ্গুলিটা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দধির অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এতদ্দর্শনে ভোজনে উপবিষ্ট তাঁহারই সদৃশ বিদ্যাবাগীশ অন্য একজন অধ্যাপক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

পণ্ডিতাং পণ্ডিতাং অঙ্গুলী কেন উচ্চতাং?

উদর পীড়াগ্রস্থ পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন—

বিবেচাতাং।

প্রশ্নকারী কহিলেন—

তবে যাওনা কেন নদী?

উদরপীড়াগ্রস্থ পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন—

বাকী আছে দধি।

উক্ত অধ্যাপক দ্বয়ের প্রশ্নোত্তর শুনিয়া নিকটে উপবিষ্ট অন্যান্য অধ্যাপকগণ প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন এবং অঙ্গুলী উত্তোলনকারীকে "মুখপোড়া বাদর, নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ প্রভৃতি বিশেষণ বিশিষ্ট করিয়া নদীতে যাইয়া পরিষ্কৃত হইয়া আসিবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন অঙ্গুলী উত্তোলন-

কারী পণ্ডিত মহাশয় অগত্যা দধির আশা ত্যাগ করিয়া মনের ক্ষোভে নদী গমন করিলেন এবং পরিষ্কৃত হইয়া জমীদার ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দক্ষিণা লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় গল্প।

লাল কেতাব।
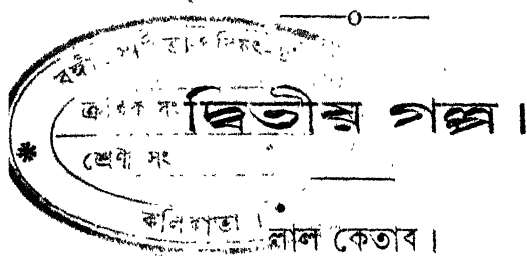
এক দেশের নবাবের একটী ষাঁড় ছিল। নবাব সেই ষাঁড়টাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। সেই ষাঁড় বাঁধা থাকিত না কিম্বা রাখালের অধীনে থাকিত না; নবাব, সেই ষাঁড়কে ছাড়িয়া দিতেন। সে, ইচ্ছানুসারে চরিয়া বেড়াইত। সেই ষাঁড় অনেকের শস্য নষ্ট করিত, কিন্তু তাহাকে খোঁওয়াড়ে দিতে কিম্বা প্রহার করিতে কাহারও সাহস হইত না। সে,—যখন যাহার শস্য ক্ষেত্রে পড়িয়া শস্য নষ্ট করিত,—তখন ক্ষেত্র স্বামী, তাহাকে যষ্টীর ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু ক্ষেত্রস্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ষাঁড়টা পুনরায় সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শস্য নষ্ট করিত। রাত্রিকালে ক্ষেত্র সমূহের শস্য ভক্ষণ করণ বিষয়ে তাহার বিশেষ সুবিধা হইত। তজ্জন্য রাত্রিকালেই তৎ কর্ত্তৃক অনেকের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইত। এইরূপে ষাঁড়টা,—ক্ষেত্র সমূহের নানাবিধ শস্য খাইয়া বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান হইয়া উঠিয়াছিল।

যে নগরে নবাব বাহাদুরের বাস,—সেই নগরের জনৈক তেলির একটা ষাঁড় ছিল। সেই ষাঁড়টা উক্ত তেলির ঘানি টানিত। তেলি,—সেই ষাঁড়টাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খড়, খইল ও ঘাস প্রভৃতি খাওয়াইত এবং বিশেষ যত্ন করিত। প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উক্ত খাদ্য খাইয়া ও যত্ন পাইয়া, ষাঁড়টা বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান হইয়াছিল। তেলি কখনও সেই ষাঁড়টাকে আল্‌গা ছাড়িত না, কোন সময় ষাঁড়টাকে গৃহের বাহির করিলে এক স্থানে একটা খুঁটী পুতিয়া একটা লম্বা দড়ির এক প্রান্ত সেই খুঁটিতে বাঁধিয়া দিত এবং অপর প্রান্ত ষাঁড়ের গলায় বাঁধিয়া দিত। সুতরাং ষাঁড়টা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে পারিত না।

একদা পূর্ব্বাহ্ণে তেলি, কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিল, ষাঁড়টা গৃহের মধ্যে বাঁধা ছিল। যে দড়ীতে ষাঁড়কে বাঁধা হইয়াছিল, সেই দড়ী জীর্ণ থাকায়, তেলির অনুপস্থিতি সময় ষাঁড়টা, সেই দড়ী ছিঁড়িয়া দিয়া গৃহের বাহির হইয়া দৌড়িতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে নগরের বাহিরে একটা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রস্থ কোমল, শ্যামল, শস্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। তেলির দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত অব্যবহিত পরে উক্ত নবাবের ষাঁড় তথায় উপস্থিত হইল। অবিলম্বে উভয় ষাঁড়ে লড়াই বাধিয়া গেল তেলির ষাঁড়ের শৃঙ্গাঘাতে নবাবের ষাঁড়ের উদর বিদীর্ণ হইল, তাহার উদরের অন্ত্র সকল বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতেই নবাবের ষাঁড়, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তৎপরে তেলির যুদ্ধজয়ী রক্তাক্ত শৃঙ্গ ষাঁড়,—সেই ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সেই ক্ষেত্রের শস্য ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

তেলি,—গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহমধ্যে ষাঁড়কে দেখিতে না

পাইয়া অন্বেষণে বহির্গত হইল, এবং নগরের বাহিরে উক্ত শস্য ক্ষেত্রে স্বীয় রক্তাক্ত শৃঙ্গ ষাঁড়কে দেখিতে পাইল। আরও নিকট-বর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রে নবাবের ভূপতিত মৃত ষাঁড়কেও দেখিতে পাইল। উক্ত ঘটনা দর্শনে, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে তেলির বাকী রহিল না। সে, ভীত হইল। নবাব,—গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন—ইহাই ভীতির কারণ। সে, একবার মনে করিল যে,—"ষাঁড়ে ষাঁড়ে, লড়াই হওয়ায়, তাহাতে নবাবের ষাঁড় মরিয়াছে,—এমতাবস্থায় নবাব বিচার না করিয়া আমাকে দণ্ডিত করিবেন! বোধ হয় দণ্ডিত করিবেন না।" পরে আবার মনে করিল যে,—"নবাব,—ষাঁড়টাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, সেই শ্রদ্ধাতিশয্য প্রযুক্ত কলঙ্ককেও ভয় করিতেন না, তাঁহার ষাঁড়টা আমার ষাঁড়ের শৃঙ্গাঘাতে মরিয়াছে শুনিলে, অত্যন্ত দুঃখিত ও কুপিত হইবেন, আমার প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান না করিয়া ছাড়িবেন না।"

তেলি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া অবশেষে একটা ফন্দি আঁটিল। সে,—নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া কৃত্রিম ক্রন্দন আরম্ভ করিল। নবাব,—কি হইয়াছে? কেন কাঁদিতেছ? তোমার যাহা বক্তব্য আছে বল ইত্যাদি" বলিলে, তেলি প্রথমে হস্তদ্বারা, চক্ষু মুছিতে লাগিল। চক্ষু মুছা শেষ হইলে, প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বলিল,—"আমি অতি গরিব লোক, আমার একটী মাত্র ষাঁড় ছিল, জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে তাহাই অনন্য সম্বল ছিল; আমি তাহাকে বাহিরে ছাড়িতাম না, কার্য্য শেষ হইলে গৃহমধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া খড় খইল আদি খাওয়াইতাম। অদ্য আমার দৌর্ভাগ্য বশতঃ আমার অনুপস্থিতি সময় সেই ষাঁড়টা দড়ী ছিঁড়িয়া

পলায়ন করিয়াছিল। নগরের বাহিরে একটা শস্য ক্ষেত্রে হুজুরের ষাঁড়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের লড়াই হইল। আমি গরিব লোক আমার ষাঁড়কে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দিতে পারি না ; সুতরাং তাহার অধিক বল ছিল না। হুজুরের ষাঁড়, অবাধে ইচ্ছামতে লোকে শস্য ক্ষেত্রে বিচরণ করে ; সুতরাং সে, বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান হইয়াছে। আমার ষাঁড়,—তাহাব সহিত পারিবে কেন ? হুজুরের ষাঁড় শৃঙ্গাঘাতে আমার ষাঁড়টাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।”

তেলির কথা শুনিয়া স্বার্থপর নবাব,—তেলিকে,—এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন যে,—“কি কর্‌বি বাছা ! পশুর জাত লড়াই কর্‌তে কর্‌তে আমার ষাঁড় তোর ষাঁড়কে মেরে ফেলেছে ; এখন তার আর উপায় কি আছে ? আমি তো তোর ষাঁড়কে মেরে ফেল্‌বার জন্য আমার ষাঁড়কে বলে দিই নাই ?”

নবাবের কথা শুনিয়া তেলি মনে মনে আনন্দিত হইল। কিন্তু তাহার আনন্দের ভাব বাহিরে প্রকাশিত হইল না। সে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিল যে,—তাহার ষাঁড়ের দোষে, নবাব তাহাকে দোষী করিবেন না। সে, কৃত্রিম দুঃখের ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক নবাবকে অভিবাদন করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। সে, কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী বৃক্ষের মূলে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিল। তৎপরে পুনরায় নবাবের নিকট যাইয়া করজোড়ে কহিল,—“হুজুর ! আমার ষাঁড় পলায়ন করিবার পর আর আমি তাহাকে দেখি নাই, কিম্বা হুজুরের ষাঁড়কেও দেখি নাই ; কেবল লোকের মুখে পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলাম যে,—হুজুরের ষাঁড়টা, আমার ষাঁড়কে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি, লোকের সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া দুঃখের সহিত

হুজুরে জানাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান গৃহে যাইয়া দেখিলাম যে, আমার ষাঁড়টা গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার শৃঙ্গদ্বয় রক্তাক্ত হইয়াছে। লোক মুখে শুনিলাম যে, আমার ষাঁড়টা হুজুরের ষাঁড়কে মারিয়া ফেলিয়াছে। তৎপরে যে স্থানে হুজুরের মৃত ষাঁড় পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া শুনিলাম,—সেই স্থানে যাইয়া হুজুরের মৃত ষাঁড়কে দেখিয়া আসিয়াছি।"

তেলি উক্ত কথা বলিবার সময় নবাবের একটা রাখাল,—নবাবের নিকট উপস্থিত হইল। তেলির কথা শেষ হওয়ার পর, সেও প্রকৃত ঘটনা, নবাবের গোচর করিল। নবাব, তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। নবাবের মুখ হইতে এখন আর "পশুর জাৎ লড়াই কর্‌তে কর্‌তে মরে গেছে"—এরূপ ভাবের কথা উচ্চারিত হইল না। তিনি পেশ্‌কারকে হুকুম প্রদান করিলেন যে,—"লাল কেতাব লাও।"

নবাবের একটা লাল কেতাব ছিল। রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তিনি যখন যেমন বিধি ব্যবস্থা করিতেন, তাহা সেই লাল কেতাবে লাল কালীতে লিখিত হইত।

নবাবের হুকুম প্রাপ্তি মাত্র, পেশ্‌কার—আলমারী হইতে লাল কেতাব বাহির করিয়া নবাবের হস্তে ধরাইয়া দিল। নবাব, অকারণে কেতাবের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটা পাতা দেখিয়া, তৎপরে তেলিকে শুনাইয়া বলিলেন—

লাল কেতাবমে লেখা হুয়া এঁও। খলি খিলায়া বড়ায়া ষণ্ড।
তেলি হোকে ষাঁড় পালা কেঁও॥ ষণ্ডকো ষণ্ড, তণ্ডকো তণ্ড॥*

* "তণ্ড"—এই শব্দটী যাবনিক বলিয়া শুনিয়াছি। ইহার অর্থ জরীমানা। "তণ্ড" শব্দটী উড়িষ্যায় বিশেষ প্রচলিত ছিল, এখনও আছে।

ইহার অর্থ এই যে,—"লাল কেতাবে এইরূপ লিখিত আছে যে,—তেলি হইয়া কি জন্য ষাঁড় প্রতিপালন করিল? খইল খাওয়াইয়া ষাঁড়কে হৃষ্ট পুষ্ট করিয়াছে; অতএব মৃত ষাঁড়ের পরিবর্ত্তে একটী ষাঁড় দিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত তণ্ড অর্থাৎ জরীমানা দিতে হইবে।" লেখা বাহুল্য যে, লাল কেতাবে এমন কথা লেখা নাই,—ইহা নবাবের রচিত মাত্র। নবাব কি পূর্ব্বে জানিতেন যে, তেলির ষাঁড়—তাঁহার ষাঁড়কে মারিয়া ফেলিবে? তজ্জন্যই কি তিনি উক্ত বিধান পূর্ব্ব হইতে লাল কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন!

নবাব তেলিকে স্বরচিত উক্ত বিধান শুনাইয়া দিয়া, তাঁহার নিহত ষাঁড়ের পরিবর্ত্তে, তত্তুল্য হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান ষাঁড় একটী ও দুইশত টাকা জরীমানা চারি দিনের মধ্যে দিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

অধিকারী ভেদে বিচারের তারতম্য দেখিয়া তেলি আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহার পূর্ব্বের আনন্দ তিরোহিত হইল। তাহার বুদ্ধি লোপ হইল। সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সে নবাবের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু নবাব,—তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তেলি ক্ষুণ্নমনা হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল এবং যথা সময়ে উক্ত প্রকার ষাঁড় একটী ও জরিমানা দুইশত টাকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিল।

———o———

তৃতীয় গল্প।
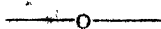
মাতাল রাজার সমস্যা।

এক দেশের রাজা বড় মাতাল ছিলেন। তিনি প্রত্যহ মদিরা পান করিতেন। একদা তিনি অত্যধিক মদিরা পান করিয়া অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সভা পণ্ডিতকে ও কর্ম্মচারিগণকে কহিলেন,—"গগণেতে কাদা উঠে ঘর পুড়ে যায় বাণে—পয়ার ছন্দে ইহার পাদ পূরণ কর ও প্রশ্নের অর্থ বুঝাইয়া দেও।"

সভাপণ্ডিত ও কর্ম্মচারিবৃন্দ উক্ত প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, প্রত্যুতঃ বিস্মিত হইলেন। রাজা কহিলেন,—"তোমাদিগকে একদিন সময় দিলাম, পরশ্ব দিবস সন্ধ্যার পর আমার প্রশ্নের পাদ পূরণ করিতে হইবে ও অর্থ বলিতে হইবে; অন্যথা করিলে তোমাদিগকে প্রহার করিব ও লাঞ্ছিত করিব।" রাজার কথা শুনিয়া সভাপণ্ডিত ও কর্ম্মচারিবৃন্দ ভীত ও চিন্তিত হইলেন, তাঁহারা কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে সভাপণ্ডিতের ও কর্ম্মচারিগণের চিন্তার অবধি রহিল না, সন্ধ্যার পর কি উত্তর দিবেন,—তাঁহারা এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। অল্পক্ষণ পরে জনৈক ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী কহিল,—"আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, আমি রাজার প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়াছি, আমিই উত্তর প্রদান করিব, তোমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না।"

উক্ত ধূর্ত্ত কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া সভাপণ্ডিত ও শ্রোতৃ কর্ম্মচারিগণ তাহাকে উত্তর শুনাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে উত্তর শুনাইল না, সে মৃদু হাস্য করিয়া কহিল যে,—"আমি যে উত্তর ঠিক করিয়াছি, এখন তাহা প্রকাশ করিব না, আমার মূল্যবান উত্তর প্রকাশিত হইলে, তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে, আদরও থাকিবে না, তাহা বাসি হইয়া যাইবে ; আমি যথা সময় টাট্‌কা উত্তর দিব, তখন তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, রাজাও সন্তুষ্ট হইবেনই। তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তোমাদিগকে মার খাইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না। মাতালকে মাতালের মত উত্তর দিতে হইবে, মাতালকে সন্তুষ্ট করা বেশী কথা নয়।"

ধূর্ত্তের কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের ভীতির ও চিন্তার উপশম হইল, তাঁহারা সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজার উক্ত প্রশ্নের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল, সভা পণ্ডিতের ও কর্ম্মচারিগণের উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অনেক লোক সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজ প্রাসাদে সমবেত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে রাজা, সুরাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুরাদেবীর অনুগ্রহে জ্ঞান হারাইয়া টলিতে টলিতে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সদর দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন ও পদচারণা করিতে লাগিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণ রাজাকে অভিবাদন করিল। তৎপরে সভাপণ্ডিত ও কর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা মাতাল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আসল কথা ভুলেন নাই। তিনি সভাপণ্ডিত ও কর্ম্মচারিগণকে দেখিয়া পদচারণা স্থগিত করতঃ তাহাদিগকে কহিলেন,—"আমার প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়াছ ?" রাজা, এই কথা বলা মাত্র উক্ত

ধূর্ত্ত কর্ম্মচরী,—রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"হুজুর! আমি অনেক কষ্টে উত্তর ঠিক করিয়াছি। আমি অনেক রাজা দেখিয়াছি, অনেক রাজার সহিত আলাপ আছে, কিন্তু হুজুরের সদৃশ পণ্ডিত রাজা একটীও দেখি নাই। হুজুরের প্রশ্ন শুনিলে, সেই সকল রাজার আক্কেল গুড়ুম হইয়া যাইত। যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে, বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। আমার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, এবং অনেক দিন হুজুরের চাকুরী করিয়া অনেক কথা শিক্ষা করিয়াছি বলিয়া উত্তর ঠিক করিয়াছি,—নচেৎ কাহার সাধ্য যে, হুজুরের গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেয়, আমি অদ্য বিশেষ পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় অনেক চিন্তা করিয়া উত্তর ঠিক করিয়াছি। বাপ্! কম কঠিন প্রশ্ন! অদ্য অনেক লোক উত্তর শুনিবার জন্য দূর হইতে আসিয়াছে, ইহারা কেবল উত্তর শুনিলে ভাল বুঝিতে পারিবে না, প্রশ্ন ও উত্তর—এই উভয় কথা শুনিলে ভাল বুঝিতে পারিবে এবং সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব সেই অমূল্য রত্নস্বরূপ প্রশ্নটী একবার আবৃত্তি করুন, তাহা হইলে আমি উত্তর প্রদান পূর্ব্বক হুজুরকে ও সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সন্তুষ্ট করিব।"

ধূর্ত্তের কথা শুনিয়া, রাজা আনন্দে গলিয়া গেলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন আবৃত্তি করিলেন, যথা—

রাজা। গগণেতে কাদা উঠে ঘর পুড়ে যায় বাণে।

ধূর্ত্ত। মদের বিচিত্র গতি কিনা উঠে মনে॥

ধূর্ত্তের উত্তর, রাজার বিশেষ আনন্দ উৎপাদন করিল। রাজা ধূর্ত্তের পৃষ্ঠে আস্তে আস্তে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "সাবাস্ বাবা! তুমি ঠিক বলিয়াছ, মদের বিচিত্র গতিই বটে, মদের অনেক গুণ; যাহারা মদের নিন্দা করে তাহারা নির্ব্বোধ।"

তৎপরে রাজা, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয়, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ধূর্ত্তকে পারিতোষিক স্বরূপে প্রদান করিলেন। সভাপণ্ডিত ও কর্ম্মচারিবর্গ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, ধূর্ত্তও আপন গৃহে গমন করিল।

চতুর্থ গল্প।
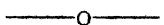
বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ভৃত্য রঘু।

একদেশে জনৈক উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল "বিদ্যাভূষণ।" তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, তিনি অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অত্যন্ত গরিব ছিলেন।

বিদ্যাভূষণের রঘু নামীয় একটী ভৃত্য ছিল, সে নাপিত। সে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গরু বাছুরের যত্ন করিত। সময় সময় অন্যান্য কার্য্যও করিত। বিদ্যাভূষণ তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন; সেও বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ভক্তি করিত।

একদা, দূরদেশীয় জনৈক বড় জমিদারের মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিদ্যাভূষণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে সময় তিনি নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হয়েন, সে সময় তাঁহার উত্থান শক্তি ছিলনা, তিনি অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। তিনি জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন,

তিনি উক্ত জমিদারের গৃহে উক্ত শ্রাদ্ধের সময় গমন করিলে, যে প্রচুর অর্থ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, যাইবার অসামর্থ্যহেতু সেই অর্থ ও দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইবেন মনে করিয়া তিনি চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিমর্ষের ভাব দেখিয়া, ভৃত্য রঘু, বিদ্যাভূষণকে বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্যাভূষণ, বিমর্ষের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। রঘু, তাহা শুনিয়া বিদ্যাভূষণকে কহিল, "চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, আমাকে পাঠাইয়া দিন, আমি আপনার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব এবং আপনার প্রাপ্য আদায় করিয়া আনিব।

বিদ্যাভূষণ, রঘুর কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন। রঘু কহিল, "আমাকে পাঠাইয়া দিন্, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কদাচ ঠকিয়া আসিবনা, আপনার অসুস্থতার কথা একখানি পত্রে লিখিয়া আমার হাতে দিন, আমি বাজী মাৎ করিয়া আসিব।"

বিদ্যাভূষণ, অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অগত্যা রঘুর প্রস্তাবে সম্মতিদানপূর্ব্বক তাহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জমীদারের গৃহে পাঠাইলেন।

রঘু, শিষ্যের বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া যথাসময়ে নিমন্ত্রণ কর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বিদ্যাভূষণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল। জমীদার তাহার সম্মান করিলেন এবং তাহার অবস্থানের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রঘু আনন্দে তথায় অবস্থান করিল।

জমীদারের মাতৃশ্রাদ্ধ যথাবিধানে মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইল। তৎপরদিবস পণ্ডিতগণের ভোজন হইল। তৃতীয়

দিবস, পণ্ডিতগণের অর্থাৎ অধ্যাপক ও শিষ্যগণের সভা হইবে ও বিদ্যালোচনা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সভার স্থল সজ্জিত হইল। রঘু মুর্খ বটে, কিন্তু তাহার সাহস অসীম। সে, উক্ত পণ্ডিত গণের ও শিষ্যগণের সভাস্থলে যাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সভাস্থলে যাইয়া উপবেশন করিয়া, একখণ্ড কাগজে ⌒⌣⌒ এইরূপ একটী বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া সেই কাগজখণ্ড সভাস্থলে রাখিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অধ্যাপকগণ, সশিষ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন। জমীদারও উপবেশন করিলেন। তৎপরে রঘু, উক্ত বক্র রেখা সংযুক্ত কাগজখণ্ড সভাস্থ সকলকে প্রদর্শন পূর্ব্বক, কহিল, "এই কাগজে অঙ্কিত বক্র রেখাটী আমার প্রশ্ন, আপনারা উত্তর প্রদান করুন।"

অধ্যাপকগণ ও শিষ্যগণ, উক্ত বক্র রেখার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া জমীদার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা কি এই বক্র রেখার উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন?" অধ্যাপকগণ ও শিষ্যগণ ম্লান বদনে উত্তর করিলেন যে, "আমরা প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, তজ্জন্য উত্তর দানে অক্ষম হইয়াছি।"

তৎপরে জমীদার তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তবে কি আপনারা প্রশ্নকর্ত্তার নিকট পরাস্ত হইলেন?।"

অধ্যাপক ও শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমরা পরাস্ত হইয়াছি।"

তৎপরে জমীদার মহাশয় উক্ত অধ্যাপকগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ বিদ্যা সম্বন্ধে কথাবর্ত্তা কহিয়া, পরে সভা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান

করিলে, সভাভঙ্গ হইল, অধ্যাপকগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শিষ্যগণ সহ স্বস্ব বাসায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। জমীদার রঘুর হাত ধরিয়া তাহাকে একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তিনি উক্ত প্রশ্নটীর অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ছিলেন, তজ্জন্য রঘুর হাত ধরিয়া উক্ত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, এবং তথায় উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলেন; জমীদারের অনুমতি মতে রঘুও উপবেশন করিল, তথায় অন্য কেহ ছিলনা।

তৎপরে জমীদার, রঘুকে কাগজে অঙ্কিত বক্র রেখার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘু কহিল, "প্রশ্নের অর্থ তেমন কিছু কঠিন নহে, সামান্য কথা মাত্র। বক্র রেখার অর্থ এই যে, আমরা যখন হেল্যা গরু দ্বারা ক্ষেত্রে লাঙ্গল করি, সে সময় হেল্যা গরু মুতিলে, মূত্র ঋজুভাবে পড়েনা, এইরূপ বক্র রেখাকারে ভূপতিত হইয়া থাকে; দুঃখের বিষয় এই যে, পণ্ডিতগণ, এই সামান্য কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।"

রঘুর কথা শুনিয়া জমীদার মহাশয় উচ্চহাস্য করিলেন, এবং রঘুর সাহসের প্রশংসা করিলেন। তৎপরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বয়ং আসিলে, যাহা যাহা পাইতেন, তৎসমস্ত রঘুর হস্তে অর্পণ করিলেন। আরও রঘুকে একশত রৌপ্য মুদ্রা এবং একটী সুন্দর, সুসজ্জিত দ্রুতগামী বৃহৎ অশ্ব এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন।

তৎপরে রঘু উক্ত সুসজ্জিত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যথা সময়ে বিদ্যাভূষণের গৃহে উপস্থিত হইল। সে সময়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় শুষ্ক ঘুঁটেগুলিন্ কুড়াইয়া চুপড়ীতে রাখিতেছিলেন। রঘুর অশ্বের পদ শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি মুখ

ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, মূল্যবান বসন পরিধারী রঘু, একটী সুসজ্জিত বৃহদাকার অশ্বোপরি উপবিষ্ট। তিনি চমৎকৃত হইলেন, এবং রঘুর দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। রঘু বিদ্যাভূষণকে তদবস্থ দেখিয়া নিম্নলিখিত পয়ার আবৃত্তি করিল—

বিদ্যা সিদ্ধা, অষ্ট রম্ভা, কপাল মাত্র গোড়া,
বিদ্যাভূষণ ঘুঁটে কুড়ান, রঘু চড়ে ঘোড়া॥

উক্ত পয়ার আবৃত্তি করিবার পর রঘু অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিদ্যাভূষণকে অভিবাদন করতঃ তাঁহার চরণ ধূলি লইল এবং জমীদার মহাশয় বিদ্যাভূষণের জন্য যাহা যাহা দিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বিদ্যাভূষণের চরণ সমীপে রাখিয়া দিয়া সমস্ত ঘটনা বিদ্যাভূষণকে জ্ঞাপন করিল। বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল বিদ্যাভূষণও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি রঘুর সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। লেখা বাহুল্য যে, উক্ত পয়ার রঘুর রচিত।

———o———

পঞ্চম গল্প।

———o———
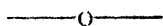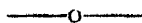
রাঢ়ংকে হাড়ং, ব্রাহ্মণকে মাসং।

মেদিনীপুর জেলার জনৈক ব্রাহ্মণ দুর্গোৎসবের সময় বিদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে একটী ভৃত্য ছিল। সেই ভৃত্যটী ব্রাহ্মণের মোট বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য ভূমিজ জাতীয়, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ভূমিজ [illegible] টীয়

অনেক লোক বাস করে। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার প্রায়ই সাঁওতালদের মত। সাঁওতালদের এবং তাহাদের মধ্যে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, সাঁওতালেরা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহারা গোমাংস খায়না। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগণ, সাঁওতাল ও ভূমিজ প্রভৃতি আদিম জাতীয় লোকদিগকে "রাঢ়" কহে।

ব্রাহ্মণ, যে দিবস গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, সেই দিবস তিনি তাঁহার গৃহের আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য জনৈক জমীদারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। সে দিবস মহাষ্টমী। জমীদারের গৃহে দুর্গাপূজা হইয়াছিল। দেবীর সম্মুখে ছাগ বলি দেওয়া হইয়াছিল। জমীদার, বলির পাঁঠার মাংস প্রায় একসের পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মাংস পাইয়া ব্রাহ্মণ অতীব আনন্দ লাভ করিলেন।

তৎপরে ব্রাহ্মণ মাংস রন্ধন করিলেন এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রস্তুত করিলেন। পাক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ উক্ত ভৃত্যকে, শাল পাতার কতকগুলি ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য, বাঁশের কাঠি দ্বারা শাল পাতা সেলাই করিয়া কতিপয় ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া দিল। পরে ব্রাহ্মণ আহারে বসিবার জন্য আসন পাতিলেন এবং আসনের সম্মুখে পাতা ফেলিয়া তাহাতে অন্ন ঢালিলেন, কয়েকটী ঠোঙ্গায় তরকারী লইলেন, একটী বড় ঠোঙ্গায় সমস্ত পক্ক মাংস ঢালিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ অন্তরে উক্ত ভৃত্যের জন্য পাতা রাখিয়া তাহাতে অন্ন দিলেন এবং সেই পাতার ধারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তরকারী দিলেন। তৎপরে উক্ত পক্ক মাংস হইতে কয়েকখানি হাড় বাছিয়া লইয়া একটী

ছোট ঠোঙ্গায় পুরিয়া তাহা ভৃত্যের পাতার পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। তাহাতে একখানিও মাংস দিলেননা। যে সকল হাড়, ঠোঙ্গায় পুরিয়া দিয়াছেন, সেই সকল হাড়ে মাংস আদৌ জড়িত ছিলনা বলিলে হয়।

পরিবেশন কার্য্য শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে আহারে বসিতে কহিয়া নিজে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক মনের আনন্দে আহার করিতে লাগিলেন। ভৃত্যও আহার করিতে লাগিল। ভৃত্য, মাংস খাইবে বলিয়া মনেমনে বড় আনন্দিত হইয়াছিল; সে মাংসের ঠোঙ্গায় হাত দিয়া মাংস খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু মাংস পাইলনা। সে দেখিল যে, ঠোঙ্গাটী কেবল হাড়ে পরিপূর্ণ, সেই সকল হাড়ে অতি সামান্য পরিমাণ মাংস জড়িত রহিয়াছে।

ভৃত্য, মাংস না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ঠাকুর! আমাকে কেবল হাড়গুলা দিয়াছ, একখানিও মাংস দেও নাই।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিল, "তোরে মাংস না দিবার কারণ এই যে, তোর শরীরে বিলক্ষণ বল আছে, তুই হাড় চিবাইয়া খাইবার যোগ্য; হাড় চুষিয়া খাইলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়, তজ্জন্য তোরে সামান্য মাংসযুক্ত হাড় দিয়াছি, তোর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, তাহাতেই তোর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, রাঢ়ংকে হাড়ং, ব্রাহ্মণকে মাসং, অর্থাৎ রাঢ়কে হাড় দিতে হয়, ব্রাহ্মণকে মাংস দিতে হয়।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ভৃত্য মনে করিল যে, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লোভী ও স্বার্থপর এবং নির্দ্দয়। ভৃত্যের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, রাগও হইল। সে, ব্রাহ্মণকে জব্দ করিবার জন্য মনেমনে

উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিল। অবিলম্বে উপায় স্থিরও করিল। কিন্তু হঠাৎ কিছু বলিলনা, আহার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে, ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ও ঠাকুর! আমি একটা দোষ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। আপনাকে না বলিলে, আপনার জাত যাইবে, অতএব বলিতে বাধ্য হইতেছি।"

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি অপরাধরে ব্যাটা?"

ভৃত্য কহিল, "যে সকল ঠোঙ্গায় তুমি মাংস ও ব্যঞ্জন রাখিয়া খাইতেছ, সেই সকল ঠোঙ্গা, যে সকল কাঠিদ্বারা সেলাই করিয়াছিলাম, সেই সকল কাঠিকে আমার দাতে কাটিয়া সেলাই করিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল, তিনি অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংস প্রায় চারি আনা ভোজন করিয়াছিলেন, বার আনা পর্য্যন্ত বাকী ছিল। তিনি ক্রোধভরে ভৃত্যকে কহিলেন, "কি বল্লি শালা! কাঠিগুলি দাঁতে কাটিয়াছিলি? সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিছু অর্থ ব্যয়িত হইবে, শালা বোকা চুয়াড়কে সঙ্গে আনিয়া ঝকমারী করিয়াছি; খা, শালা এখন সব খা।"

এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখের সহিত অপূর্ণোদর অবস্থায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংস ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে হাত মুখ ধুইয়া স্নানার্থ পুষ্করিণীতে গমন করিলেন। ভৃত্য তখন মনেমনে বলিতে লাগিল, "শালা নিষ্ঠুর বামুনকে বেশ ঠকাইছি। আপনি সব মাংস খাবে, আমাকে মাংস না দিয়া কেবল হাড় দিবে।" মনেমনে এই কথা বলিয়া ভৃত্য আনন্দের সহিত ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংস উঠাইয়া আনন্দের সহিত তৎসমস্ত ভোজন করিল।

ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া আসিয়া জনৈক ভট্টাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন, ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "অজ্ঞানকৃত পাপ, অতএব প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অধিক ব্যয় করিতে হইবেনা।" এই কথা কহিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ, তৎপর দিবস ভট্টাচার্য্যের কথিত বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন এবং ভৃত্যকে দূর করিয়া দিলেন। ভৃত্য, যাইবার সময় বলিল, "আমাকে বিদায় দিলিতো বয়ে গেল, তোরে বেশ ঠকিয়েছি, দাঁতে কাঠি কাটার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেবল তোরে জব্দ কর্‌বার জন্য ও মাংস খাবার জন্য মিছে কথা বলেছিলাম।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আরও দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি মনেমনে বলিতে লাগিলেন যে, "শালা চুয়াড় বড় ঠকিয়ে গেল। আমিও ভাল কাজ করি নাই, খান্‌ কয়েক মাংস দিলে এত কাণ্ড হইতনা। আমার অতি লোভে আমাকে অপূর্ণোদর অবস্থায় থাকিতে হইল, মাংস খাওয়ার সাধও পূর্ণ হইল না। তাহার উপর কিছু অর্থব্যয়ও করিতে হইল। অতি লোভ ভাল নহে।"

---o---

ষষ্ঠ গল্প।

---o---

সইয়াঁ কহি দেওগাঁ।

কোন গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক শীতকালে একদা একটী ক্ষুদ্র জঙ্গল মধ্যে বাহ্যে করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে

বাহ্যে করিতে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটে কতকগুলি সেয়াকুলের গাছ ছিল। সেই সকল গাছে অনেক কুল পাকিয়া রহিয়াছিল। পাকা কুল দেখিয়া ভদ্রলোকের লোভ হইল। তিনি বাহ্যে করিতে করিতে কুল তুলিয়া খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ুর জলে পরিষ্কৃত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার উক্ত কুল ভক্ষণ ঘটনা কেহই দেখে নাই।

তৎপর দিবস রাত্রিকালে জনৈক বড় লোকের গৃহে বাই নাচ হয়। অনেকে বাই নাচ দেখিবার জন্য ও বাইজীর গান শুনিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত কুল ভক্ষণকারীও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তিনি একজোড়া শাল গায়ে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে একটী স্বর্ণাঙ্গুরীয় ছিল।

নিমন্ত্রিত ভদ্র ব্যক্তিগণ, কিয়ৎক্ষণ বাইজীর নাচ দেখিয়া ও গান শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বস্ব সামর্থ্যানুযায়ী পেলা দিতে লাগিলেন; কুল ভক্ষণকারীও পেলা দিলেন।

পেলা দিবার সময় বাইজী যে গানটী গাহিতেছিল, তাহার ধুয়া এইযে, "সঁইয়া কহি দেওগাঁ।"

বাইজী যখন কুল ভক্ষণকারীর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যবদনে বারম্বার "সঁইয়া কহি দেওগা" ধুয়া ধরিয়া গানটী গাহিতে লাগিল, তখন কুল ভক্ষণকারী মনে করিলেন যে, "আমি বাহ্যে করিতে বসিয়া যে কুল খাইয়াছিলাম, এ শ্যালী বাই বোধহয় তাহা দেখিয়াছে; বোধ হয় এও সেই সময় বাহ্যে করিবার নিমিত্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহা না হইলে আমার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসি মাখা মুখে বারম্বার 'সঁইয়া কহি দেওগাঁ' বলিবে কেন? বোধ হয় বেশী

পুরস্কার দিলে, আর সে কথা উচ্চারণ করিবেনা, নচেৎ আবার বলিবে, ইহাই এ শ্যালীর অভিপ্রেত। ইঙ্গিতে আমাকে ধমক দিতেছে। যাহাহউক, ইহাকে অসন্তুষ্ট করা উচিত নহে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাকে সন্তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য।”

কুল ভক্ষণকারী মনেমনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, বাইজীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আবার কয়েকটী টাকা পেলা দিলেন। অন্যান্য ভদ্রলোক সকল একবার পেলা দিয়া আর না দেওয়ায়, কেবল কুলভক্ষণকারী দুইবার পেলা দেওয়ায়, বাইজী মনে করিল যে, “তাহার উক্ত গানটী, কুল ভক্ষণকারীর বিশেষ আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে এবং কুল ভক্ষণকারীর নজর বড়, উক্ত গানটী আরও কয়েকবার গাহিলে কুল ভক্ষণকারী আবার পুরস্কার দিবেন।”

এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া বাইজী, উক্ত গানটী অনেকক্ষণ ধরিয়া গাহিতে লাগিল। তাহাতে কুল ভক্ষণকারী বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করিতে তাঁহার সাহস হইলনা। বিরক্তির ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক বাইজীকে অসন্তুষ্ট করিলে, পাছে সে কুল খাওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কা হওয়ায় তাঁহার বিরক্ত সত্ত্বেও তিনি সেই ভাব চাপিয়া রাখিয়া পুনরায় বাইজীকে কয়েকটী টাকা দিলেন। কিন্তু বাইজী ক্ষান্ত হইলনা, সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উক্ত গানটী গাহিতে লাগিল। কুল ভক্ষণকারীর হস্তে তখন আর টাকা ছিলনা, তিনি ভয়ে স্বর্ণাঙ্গুরীয়টী বাইজীকে প্রদান করিলেন। বাইজী অতিশয় আনন্দিতা হইল, কিন্তু ক্ষান্ত হইলনা। আবার সেই গান গাহিতে লাগিল। তখন কুল ভক্ষণকারী স্বীয় গাত্রস্থিত শাল জোড়াটী বাইজীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন। বাইজী, আবার উচ্চ কণ্ঠে সেই গান গাহিতে

লাগিল। তখন কুল ভক্ষণকারী অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "শ্যালীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য টাকা ও স্বর্ণাঙ্গুরীয় দিলাম, গায়ের শাল জোড়াটী পর্য্যন্ত দিয়া শীতে কষ্ট পাইতেছি, তথাচ বজ্জাতি ছাড়িলনা, কেবল আমার কুল খাওয়ার কথা প্রকাশ করিবে বলিয়া ইঙ্গিতে বারম্বার ধমক দিতেছে; শ্যালীর কি অন্য গান নাই 'সঁইয়া কহি দেওগাঁ' এই গানটীই আছে? না, শ্যালীকে কিছু দিবনা, শ্যালীর ধমক আর সহ্য হয়না, কুল খাওয়ার কথা প্রকাশ করিবে করুক।"

মনে মনে এই কথা বলিয়া কুল ভক্ষণকারী দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্রোধভরে বাইজীকে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, "শ্যালী বজ্জাৎ! বারম্বার 'কহি দেওগাঁ কহি দেওগাঁ' বলে ধমক দিচ্চিস্! কি এমন গুরুতর কথা গোপন করে রেখেছিস্ যে, প্রকাশ কর্‌বি বলে বারম্বার ধমক্ দিচ্চিস্! আর আমি তোর ধমক্‌কে ভয় করিনা, আর একটী পয়সাও দিবনা, বাহ্যে কর্‌তে বসে গোটাকতক কুল খেয়েছিলাম, এই কথাতো বল্‌বি! আরতো কিছু নয়, এবার যত পারিস্ বল্।

বাইজী, কুল ভক্ষণকারীর কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া এবং তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উক্ত অভিনয় দেখিয়া সমবেত ভদ্রব্যক্তিগণ হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া কুল ভক্ষণকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? কেন রাগ করিতেছ? আমরা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছিনা, ঘটনাটা কি? মুখে বলত ভাই?"

কুল ভক্ষণকারী কহিলেন, "একদিন আমি জঙ্গলের মধ্যে বাহ্যে করিতে বসিয়া গোটাকতক পাকা সেয়াকুল খেয়েছিলাম,

এ শ্যালী বোধহয় সেই ঘটনা দেখেছিল, তাই সভা মধ্যে "কহি দেওগাঁ কহি দেওগাঁ" বলে আমাকে ইঙ্গিতে বারম্বার ধমক দিতে লাগল। আমি বুঝলাম যে, কিছু টাকা আদায় করবার উদ্দেশ্যে, 'সঁইয়া কহি দেওগাঁ' বলে, ইঙ্গিতে আমাকে ধমক্ দিতেছে। তজ্জন্য শ্যালীকে নিরস্ত করবার নিমিত্ত বারম্বার টাকা দিলাম, সোণার আংঠী দিলাম, শেষে শাল জোড়াটী পর্য্যন্ত দিয়ে শীতে কষ্ট ভোগ কচ্ছি, তথাচ শ্যালী ক্ষান্ত না হয়ে আরও কিছু আদায় করবার জন্য বারম্বার 'সঁইয়া কহি দেওগাঁ সঁইয়া কহি দেওগাঁ' বলে চীৎকার করে ইঙ্গিতে আমাকে ধমক দিচ্ছে! না, শ্যালীকে আর কিছু দিব না, শ্যালী যত পারে বলুক, আমি চুরী ডাকাইতি করি নাই যে, এ শ্যালীর ধমকে ভয় করব।"

কুল ভক্ষণকারীর কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ উচ্চ হাস্য করিলেন, বাইজীও উচ্চ হাস্য করিল। শ্রোতৃবর্গ, বাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইহাঁর কুল খাওয়া দেখিয়াছিলে?"

বাইজী হিন্দী ভাষায় কহিল, "ম্যায়নে, হজুর লোগোঁকে শমনেমে হলপ্ পাড়্কে বোল্নে সেক্তা, ম্যায়নে এ বাবুকো কোলি খানেকো দেখা নেহী, মুজ্কো এ বাৎ কোচ্ বি মালুম নেহী, বাবু সাহেব নাহক্ মেরা উপর ক্ষেপ্পা হোতেহেঁ; 'সঁইয়া কহি দেঁওগা' বাবু সাহেবকা বহুৎ পসন্দ্ হোওয়া সমজ্কে ম্যায়নে দো চার মর্ত্তবে বোলাথা; ইস্মে মেরা কুচ্ কসুর নেহী। বাবু সাহেব, সমজ্ লিয়েঁ, ম্যায়নে উন্কো কোলি খানেকো দেখা থা। মজলিস্মে একঠো মজা হো গেয়া!"

বাইজীর কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ আবার উচ্চ হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, "কথাটা কাক তালীর ন্যায় হইয়াছে।" তৎপরে

গান বন্ধ করা হইল, সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন। কিছুদিন উক্ত কথা লইয়া নানা স্থানে হাসি তামাসা চলিতে লাগিল। বালকগণ, কুল ভক্ষণকারীকে দেখিলেই "সঁইয়া কহি দেওগাঁ" বলিয়া হাততালি দিয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিল। তৎপরে ভদ্রব্যক্তিগণ বালকদিগকে নিষেধ করায়, তাহারা বিদ্রুপ করণে ক্ষান্ত হইল।

সপ্তম গল্প।

ব্রাহ্মণ মনিব ও চুয়াড় মজুর।

অনেক ব্রাহ্মণের রাম নামে একটা চুয়াড় মজুর ছিল। ব্রাহ্মণের ও মজুরের বাস একই গ্রামে। মজুরটা ভূমিজ জাতীয়, সে অত্যন্ত অলস ও দুষ্ট। সে উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম লইয়াছিল কিন্তু প্রত্যহ নিয়মমতে কার্য্য করিতে যাইত না, অনেক কামাই করিত। ব্রাহ্মণ সামান্য কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মজুরটা অনেক কামাই করায় তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। ধান্য ক্ষেত্রের নিড়ান সময় মজুরটা উপর্য্যুপরি আটদিন কামাই করায় ব্রাহ্মণের কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহাকে ডাকিতে যাইতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইতেন না; সে গৃহের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অগ্রিম বেতন লইয়া কার্য্যের ক্ষতি করায় তাহার রাগও হইল।

নবম দিবস ব্রাহ্মণ, রামকে জব্দ করিবার জন্য একটা ফন্দি আঁটিলেন। তিনি প্রত্যুষে রামের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকবার "রাম, রাম," বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু রাম কোন উত্তর দিলনা। সে, তাহার গৃহমধ্যে থাকিয়া আপনার স্ত্রীকে ভূমিজ ভাষায় কহিল, "বানো মেতায়মে" অর্থাৎ "গৃহে নাই বল।" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিতে পাইলেন ও বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভূমিজ ভাষা অল্প অল্প জানিতেন।

ব্রাহ্মণ, রামের ঐ কথা শুনিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে রাম! বুড়ো ছাগল মরে গেছে কে করবে কাম?" অর্থাৎ মরা ছাগলকে কে উঠাইয়া লইয়া যাইবে? লেখা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণের ছাগল মরে নাই, ব্রাহ্মণের ঐ উক্তি মিথ্যা, কেবল ছাগলের মরার কথা বলিলে, রাম ছাগ মাংসের লোভে গৃহ হইতে বাহির হইয়া মরা ছাগল আনিবার মানসে ব্রাহ্মণের গৃহে যাইবে বলিয়া ব্রাহ্মণ উক্ত মিথ্যা কথা বলিলেন।

ব্রাহ্মণের কয়েকটা ছাগল ছিল, রাম তাহা দেখিয়াছিল। ব্রাহ্মণের উক্ত কথা শুনিয়া, সে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া মরা ছাগলকে উঠাইয়া আনিয়া তাহার মাংস খাইবে বলিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং আপনার স্ত্রীকে ভূমিজ ভাষায় কহিল, "মেনা মেতায়মে" অর্থাৎ "ঘরে আছি বল।"

রামের স্ত্রী, রাম কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে উপদিষ্টা হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণকে কহিল, "তিনি ঘরে আছেন, শীঘ্র আসিবেন, একটু অপেক্ষা করুন।" ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাম, কিঞ্চিৎ হাঁড়িয়া মদ খাইয়া অল্পক্ষণ পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

ব্রাহ্মণ, রামকে দেখিতে পাইয়া তাহার জটে ধরিয়া পৃষ্ঠদেশে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, এবং ধাক্কা দিতে দিতে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। তৎপরে রামকে কহিলেন "অতঃপর যদি দুষ্টতা করিস্ তাহা হইলে বেদম প্রহার করিব, তুই কতদিন লুকাইয়া থাকৃবি?"

ব্রাহ্মণের হাতে মার খাইয়া ও ব্রাহ্মণের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া রাম ভীত হইল এবং দুষ্টতা ত্যাগ করিল। তৎপরে সে নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে লাগিল, আর কামাই করিলনা।

অষ্টম গল্প।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার গ্রামের জনৈক কৃষকের নিকট হইতে একটা লোহার কোদাল ধার লইয়াছিলেন। দুই দিন পরে তাহা ফেরত দিবার কথা ছিল।

উক্ত কোদালটা খুব মজবুত ছিল, তজ্জন্য কোদাল্টার উপর ব্রাহ্মণের লোভ জন্মিল। ব্রাহ্মণ, উক্ত কোদাল আত্মসাৎ করিবার মানসে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তৃতীয় দিবস, ব্রাহ্মণ উক্ত কোদাল প্রত্যর্পণ না করায় কৃষক চতুর্থ দিবস ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া কোদাল চাহিল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কোদাল্টা উইয়েতে নষ্ট করিয়াছে,

ভৃত্যের অসাবধানতায় কোদালের সমস্ত লোহাটাই উই খাইয়া ফেলিয়াছে।

কৃষক কহিল, “এ কেমন কথা! লোহায় উই খায়?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি সত্য বলিতেছি, তুমি বিশ্বাস না করিলে কি করিব?”

কৃষক, ব্রাহ্মণের ধড়িবাজী বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে কহিল, “আচ্ছা ইহার ফল একদিন পাইবে।” এই কথা কহিয়া কৃষক গৃহে প্রস্থান করিল এবং কিরূপে ব্রাহ্মণকে জব্দ করিবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

একদা অপরাহ্নে উক্ত ব্রাহ্মণের সপ্তম বর্ষীয় একটী পুত্র সন্তান, উক্ত কৃষকের গৃহের সম্মুখস্থ পথিমধ্যে অন্যান্য বালকসহ খেলা করিতেছিল। কৃষক তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে ফুস্‌লাইয়া ডাকিয়া লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাকে একটা কুঠরীর মধ্যে পুরিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। বালক কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, কৃষক কুঠরীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে একটা তরওয়াল দেখাইয়া কহিল, “চুপ্‌ করিয়া থাক, না হইলে তরওয়াল দ্বারা তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।” ব্রাহ্মণ সন্তান ভয় পাইয়া ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক চুপ্‌ করিয়া রহিল। তৎপরে কৃষক উক্ত কুঠরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া কপাটে চাবি লাগাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ সন্তান অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তথাচ সন্তান গৃহে ফিরিলনা দেখিয়া ব্রাহ্মণ অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু গ্রামের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, ব্রাহ্মণ চিন্তিত হইলেন। তৎপরে তিনি গ্রামের বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কহিল যে, তাঁহার সন্তান

তাহাদের সহিত উক্ত কৃষকের গৃহের সম্মুখে পথে খেলা করিতেছিল, কৃষক তাহাকে আপনার গৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহার পর তাহাকে আর তাহারা দেখে নাই।

ব্রাহ্মণ, কৃষকের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে স্বীয় নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক কহিল, "তোমার পুত্র আমার গৃহের সম্মুখে খেলা করিতেছিল, হঠাৎ একটা কঙ্ক পক্ষী উড়িয়া আসিয়া তাহাকে ঠোঁটে ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া উড়িয়া গিয়াছে। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ কৃষকের কথায় বিশ্বাস করিলেন না, তিনি কৃষককে কহিলেন, "কঙ্ক পক্ষী সাত বৎসরের ছেলেকে ঠোঁটে করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহা অসম্ভব।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কৃষক নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিল।

সত্য কথায়, সত্য বল্‌বে, মিছায় বল্‌বে বাঁক।
আমার লোহা যদি উই খেয়েছে, তবে তোমার ছেলেকে
নিয়েছে কাঁক॥

কৃষকের কথিত শ্লোক শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনেমনে বলিতে লাগিলেন যে, "কোদাল না পাইয়া কৃষক ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার সন্তানকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কোদাল আদায় করা কৃষকের উদ্দেশ্য। কৃষক মূর্খ ও অজ্ঞান, যদি কোদাল প্রত্যর্পণ না করি, তাহা হইলে সন্তানকে প্রত্যর্পণ করিবেনা; সন্তানকে মারিয়া ফেলিতেও পারে। অতএব কোদাল প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য।"

তৎপর ব্রাহ্মণ কৃষককে কহিলেন, "ঝক্‌মারি করিয়াছি, তোমার কোদাল ফেরত দিব, আমার সন্তানকে বাহির করিয়া দেও।"

কৃষক কহিল, "পক্ষী তোমার ছেলেকে লইয়া যাইয়া কোথায় ফেলিয়াছে, আমি তাহা জানিনা। যদি কোদাল আনিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার ছেলেকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ গৃহে যাইয়া কোদাল আনিয়া দিল। তখন কৃষক হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঠাকুর! কাহারও সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিওনা, লোহা উইয়ে খাওয়ার মত অসম্ভব কথা বলিওনা।" এই কথা কহিয়া কৃষক, ব্রাহ্মণ সন্তানকে বাহির করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ, সন্তান পাইয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

---o---

নবম গল্প।

---o---
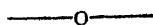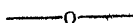
রাজা ও তাঁতি।

এক দেশের রাজার শতাধিক ঘোড়া ছিল। ঘোড়াগুলি খুব উচ্চ এবং হৃষ্ট পুষ্ট ও দ্রুতগামী; দেখিতেও সুন্দর।

এক সময় উক্ত রাজার অশ্বশালায় সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিল। প্রথমে দুই তিন দিন অন্তর এক একটা ঘোড়া মরিতে লাগিল। রাজা দুঃখিত হইলেন। তৎপরে প্রত্যহ দুই একটা করিয়া ঘোড়া মরিতে লাগিল। কতিপয় দিবস ঘোড়া মরার সংবাদ শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ঘোড়া

মরিলে আমাকে কেহ তাহার সংবাদ দিওনা, ঘোড়া মরার সংবাদ শুনিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয় এবং বিরক্তিজাত হয়। অশ্ব-শালায় সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, ঘোড়া সকল অশ্বশালায় থাকিলে মরিয়া যাইবে, অতএব ঘোড়া সকলকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজাজ্ঞায় অশ্বশালা হইতে ঘোড়া সকলকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ঘোড়া সকল ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরও ঘোড়া মরিতে লাগিল, কিন্তু সেকথা কেহই বাজাকে জানাইল না, কারণ রাজা নিষেধ করিয়াছিলেন। একদা নগবের জনৈক লোক ভ্রমক্রমে রাজাকে একটা ঘোড়ার মৃত্যু সংবাদ দেওয়ায়, রাজা তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন এবং একশত টাকা জরিমানা করিলেন।

মন্ত্রী কহিলেন, "নগর মধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, যে ব্যক্তি ঘোড়ার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিবে, তাহাকে একশত টাকা জরিমানা কবা যাইবে।"

রাজা, মন্ত্রীর প্রস্তাব অনুসাবে নগব মধ্যে উক্ত প্রকার ঘোষণা করিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। আজ্ঞা অচিবে প্রতিপালিত হইল।

কতিপয় দিবস পরে রাজার একটা বড় ঘোড়া জনৈক তাঁতির তাঁতশালে প্রবেশ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাঁতি চিন্তিত হইল। বড় ঘোড়াকে সে একা উঠাইয়া লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতে পারিবেনা, ঘোড়াকে উঠাইবার জন্য বেশী লোক আবশ্যক হইবে, অথচ ঘোড়া উঠাইবার নিমিত্ত লোক সাহায্য করিবাব জন্য রাজাকে বলিলে, রাজা একশত টাকা জবিমানা কবিবেন। ঘোড়াব মৃত্যু সংবাদ রাজাকে

না দিলেও ভবিষ্যতে দোষ হইতে পারে। তাঁতি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া উভয় সঙ্কটে পড়িল। অবশেষে তাঁতি মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিল যে, "ঘোড়া মরিয়াছে এই কথা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিবে তাহার একশত টাকা জরিমানা হইবে, ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু ঘোড়ার মৃত্যু সংবাদ স্পষ্টতর মুখে উচ্চারণ না করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলে জরিমানা না হইতে পারে। অতএব ইঙ্গিতেই ঘোড়ার মৃত্যু সংবাদ রাজার নিকট জানাইতে হইবে।"

তাঁতি মনে মনে উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং রাজার শ্রুতি গোচরে নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিল।

রাজা যেমন, মন্ত্রী তেমন।
তাঁতশালে পড়ে ঘোড়া মুখ করেছে এমন॥

তাঁতি এই কথা বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল এবং ঘোড়া যেরূপ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিল।

রাজা, তাঁতির কথার ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না, ঘোড়া মরিয়াছে কি তাঁতশালে কেবল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য রাজা, তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়া ম'লো?"

তাঁতি। আপনাকে একশত টাকা জরিমানা হ'ল।

তাঁতি, রাজার প্রশ্ন শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়া রাজার দিকে তর্জ্জনী সঞ্চালন পূর্ব্বক উক্ত কথা বলিল, অর্থাৎ "আপনাকে একশত টাকা জরিমানা হ'ল" এই কথা বলিল।

রাজা, তাঁতির কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিবার নিমিত্ত তাঁতিকে আদেশ প্রদান করিলেন।

তাঁতি কহিল, "ঘোড়া মরিয়াছে" এই কথা যে ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করিবে, তাহার একশত টাকা জরিমানা হইবে ঘোষিত হইয়াছে। আপনি নিজের মুখে 'ঘোড়া মলো' বলিলেন। আপনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। অতএব আপনার একশত টাকা জরিমানা হইল। ঘোড়া আমার তাঁতশালে পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, লোকজন দিলে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া আসিব।"

রাজা, বোকা তাঁতির কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চহাস্য করিলেন, অমাত্যবর্গও উচ্চহাস্য করিলেন। তৎপরে রাজাদেশে লোকজন যাইয়া তাঁতশাল হইতে ঘোড়া উঠাইয়া লইয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া দিল।
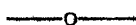
দশম গল্প।

আসমান খাঁর বরাৎ।

"আসমান খাঁর বরাৎ" এই কথাটী উড়িষ্যার অনেক স্থানে ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কথাটী বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। কোন বরাৎ মনোমত না হইলে অনেকে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন যে "এটী যে আসমান খাঁর বরাতের মত হইল।"

আস্‌মান খাঁ নামে কেহ ছিলনা, উড়িষ্যায় ওস্‌মান খাঁ নামে একজন নগদী ছিল। তাহাকেই লোকে "আস্‌মান খাঁ" বলিয়া থাকে। আস্‌মান খাঁর বরাৎটা যে কি প্রকার, তাহা অনেকে জানেন না। অতএব সাধারণের অবগতি জন্য আস্‌মান খাঁর বরাতের বিষয় লিখিতেছি।

আস্‌মান খাঁ, কোন জমীদারের এষ্টেটে নগদীগিরি চাকুরী করিবার জন্য উপস্থিত হইল। জমীদার তাহাকে নগদীগিরি কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে জমীদার তাহাকে কোন একটী গ্রামের জনৈক প্রজাকে আনিবার জন্য হুকুম প্রদান করিলেন। সেই গ্রামটী জমীদারের কাছারি হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী, সেই গ্রামে সে দিবস হাট বসিয়াছিল।

জমীদার যখন উক্ত হুকুম প্রদান করিলেন, তখন দিবা নয়টা। ছয় মাইল পথ যাইয়া ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইবে বলিয়া আস্‌মান জল খাবার কিম্বা তাহার মূল্য দিবার জন্য প্রার্থনা করিল। জমীদার মহাশয় কখনও কাহাকেও জল খাবার কিম্বা মূল্য দিতেন না, নগদীগণ মফঃস্বলে গেলে প্রজার নিকট হইতে জল পান চাহিয়া লইয়া খাইত; আস্‌মান খাঁ তাহা জানিতনা, কারণ সে নূতন লোক, পূর্ব্বে কখনও সে নগদীগিরি করে নাই, তাই সে জল খাবার চাহিল।

জমীদার বিরক্ত হইলেন, তিনি নায়েবকে হুকুম দিলেন যে, "হাটের দোকানদারদিগকে লিখিয়া দেও যে তাহারা যেন আস্‌মান খাঁকে কিছু জল খাবার দেয়।"

নায়েন উক্ত প্রকার হুকুম কখনও লিখেন নাই, উক্ত হুকুমটী তাঁহার পক্ষে নূতন হওয়ায় তিনি কাগজ কলম ধরিয়া কিরূপ ভাবে

হুকুম লেখা যাইবে, জমীদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জমীদার কহিলেন যে, "হাটের দোকানদারগণকে লেখা যায় যে, তাহারা আস্‌মান খাঁকে দুইসের মুড়ী দিবে। এইরূপ লিখিয়া দেও।"

আস্‌মান কহিল, "হজুর সুধু মুড়ীগুলা খাইতে পারা যাইবেনা, কিছু মিষ্টি দিতে হুকুম দেওয়া হউক।"

জমীদার নায়েবকে কহিলেন যে, "সেই মুড়ীর সঙ্গে এক একটা মুড়কী থাকিবে লিখিয়া দেও।"

নায়েব উক্ত প্রকার হুকুম লিখিয়া আস্‌মান খাঁর হাতে দিলেন। আস্‌মান খাঁ প্রস্থান করিল। উক্ত বরাৎ মতে দোকান-দারগণ বিনামূল্যে মুড়ী দিবে কিনা, আস্‌মান খাঁ তাহা একবার ভাবিলনা, বরাতী হুকুম পাইয়াই আনন্দে প্রস্থান করিল।

জমীদার বিশ্বাস করিতেন যে, উক্ত হুকুমনামা দেখিয়া বিনা মূল্যে কেহই মুড়ী দিবেনা, কেবল আস্‌মানকে সন্তুষ্ট করিয়া শীঘ্র পাঠাইবার নিমিত্ত উক্ত প্রকার হুকুম লিখিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন, তদনুসারে হুকুমও লেখা হইল, কিন্তু আসমান খাঁ মনে করিল যে, হাটের দোকানদারগণকে হুকুম দেখাইলে তাহারা এত মুড়ী মুড়কী দিবে যে, সে খাইয়া শেষ করিতে পারিবেনা, অনেক মুড়ী মুড়কী বাসায় লইয়া আসিবে।

উক্ত গ্রামে যখন আস্‌মান উপস্থিত হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছিল। আস্‌মান ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রথমে হাটে প্রবেশ করিল এবং দোকানদারগণকে হুকুম দেখাইয়া মুড়ী মুড়কী চাহিল। দোকানদারগণ এমন হুকুম পূর্ব্বে কখন দেখে নাই ও শুনে নাই। তাহারা হুকুম দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং আস্‌মানকে পাগল বলিয়া মনে করিল। কেহই মুড়ী কিম্বা মুড়কী দিলনা। আস্‌মান

জুলুম করিতে উদ্যত হইলে, দোকানদারগণ তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

আস্‌মান ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল, তৎপরে মুড়ী মুড়কীর পরিবর্ত্তে মার্ খাইয়া মনের দুঃখে উপরোক্ত প্রজার গৃহে গমন করিল, কিন্তু প্রজার সাক্ষাৎ পাইলনা। সে দ্রুতপদে জমীদারের কাছারীতে ফিরিয়া গেল এবং জমীদারকে উক্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিল। জমীদাব নীরব হইয়া রহিলেন। জমীদারকে নীরব দেখিয়া আস্‌মান ক্রুদ্ধ হইল এবং কহিল যে, "যে জমীদারের হুকুম লোকে মানেনা, তেমন জমীদারের চাকুরী করিবনা।" এইকথা কহিয়া ক্রোধে ও মনের দুঃখে সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তদবধি "আস্‌মান খাঁর বরাৎ" এই কথাটী প্রচলিত হইল।
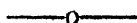
একাদশ গল্প।

রাম, খোদা।

একদা কতিপয় লোকের সাক্ষাতে জনৈক মুসলমানের সহিত জনৈক হিন্দুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। হিন্দু বলিল, তাহাদের দেবতা রাম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মুসলমান তাহা স্বীকার করিলনা, সে কহিল যে, তাহার খোদা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হিন্দু তাহা স্বীকার করিলনা। অবশেষে, তাহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পাহাড়েব উপরে তাহারা উঠিবে

এবং সেই স্থান হইতে তাহারা স্বস্ব দেবতার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে পড়িবে, তাহাতে যাহার প্রাণ রক্ষা হইবে, তাহারই দেবতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি উভয়ের প্রাণ রক্ষা হয় তাহা হইলে উভয়ের দেবতা সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। এস্থলে লেখা আবশ্যক যে, হিন্দুটী নিরীহ ও সরলমনা কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। মুসলমানটী চতুর কিন্তু কৃশ এবং উক্ত হিন্দুটীর মত বলবান্ও নহে।

উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয় পাহাড়ের উপর উঠিল। কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি মুসলমান, দর্শক স্বরূপে ঐ পাহাড়ের নিম্নে দণ্ডায়মান হইল।

পাহাড়ের উপরিস্থিত উক্ত দুই জনের মধ্যে মুসলমানটী হিন্দুকে কহিল, "তুমি আগে লম্ফ প্রদান কর, তৎপরে আমি লম্ফ প্রদান করিব। মুসলমানের বিশ্বাস ছিল যে, রাম অপেক্ষা খোদা শ্রেষ্ঠ, রামের ক্ষমতা কিছুই নাই, অতএব রাম হিন্দুকে রক্ষা করিতে পারিবেনা, হিন্দু পাহাড় হইতে লম্ফ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই মরিবে। তজ্জন্য সে আগে হিন্দুকে লম্ফ প্রদান করিতে কহিল। হিন্দু তাহাতে আপত্তি না করিয়া সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিল। পাহাড়টা ক্রমনিম্ন এবং তাহার গাত্র বন্ধুর। হিন্দু লম্ফ প্রদান করিয়া কিয়দ্দূরে পতিত হইল। সে যেখানে পতিত হইল, তাহা একটী বৃহৎ গর্ত্ত এবং তাহা বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রে পরিপূর্ণ। সুতরাং হিন্দুর গাত্রে অধিক আঘাত লাগিলনা, তাহার প্রাণ নষ্ট হইলনা, কিন্তু অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং শুষ্ক পত্রের উপর কিয়ৎক্ষণ শুইয়া রহিল। পাহাড়ের উপরিস্থিত প্রতিযোগী মুসলমান উক্ত, ঘটনা দর্শনে মনে করিল যে, হিন্দু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ

পরে উক্ত হিন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর উঠিয়া প্রতিযোগী মুসলমানের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উক্ত মুসলমানের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার বাঙ্‌নিস্পত্তি হইলনা।

তৎপরে পণ জেতা হিন্দু, প্রতিযোগী মুসলমানকে লম্ফ প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। মুসলমান কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। হিন্দু তাহাকে লম্ফ প্রদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

মুসলমান প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন হিন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিলাম, বর্ত্তমান তুমি লম্ফ প্রদানে ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? তুমি যদি লম্ফ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে ঠেলিয়া দিব। মুসলমান ভয় পাইয়া অগত্যা লম্ফ প্রদানে সম্মত হইল। সে মনেমনে আন্দোলন করিতে লাগিল যে, "হিন্দুদিগের রাম যে শক্তিশালী দেবতা, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল; রামের প্রতি ইহার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকায়, এই ব্যক্তি পাহাড় হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া মরিলনা, রামের অনুগ্রহে বাঁচিয়া গেল; শক্তিশালী দেবতার অনুগ্রহ থাকিলে ঘোর বিপদ হইতে মানুষ রক্ষা পায়, এ ব্যক্তি মরিবে কেন? দেবতার অনুগ্রহে যখন এ ব্যক্তি রক্ষা পাইল, তখন আমি যদি দেবতার অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারি, তবে আমিইবা রক্ষা না পাইয়া মরিব কেন? এখন কথা হইতেছে যে, আমি কোন্ দেবতার অনুগ্রহ ভাজন হইবার চেষ্টা করিব? রামের, না খোদার? রামের যে বিশেষ ক্ষমতা; তাহাতো এক প্রকার স্বচক্ষেই দেখিলাম; যদি তাঁহাকে না ভজি এবং তাঁহার অনুগ্রহ

ভাজন হইবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে রাম ক্রুদ্ধ হইবেন; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই মরিব। আবার আমাদের চির-কালের দেবতা খোদাকে যদি না ভজি এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তিনি চটিবেন; তিনি চটিলে যে অনিষ্ট হইবেনা, তাহাইবা কে বলিতে পারে? তাঁহার যদি ক্ষমতা না থাকিত, তিনি যদি শক্তিশালী না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের কোটী কোটী মুসলমান তাঁহার ভজনা করিতেন না, এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইতেন না। অতএব খোদাকে একেবারে ছড়িয়া দিয়া কেবল রামকে ভজিলে চলিবেনা। উভয়কে ভজিতে হইবে, উভয়ের অনুগ্রহ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। উভয় দেবতার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিলে রাম রক্ষা করিবেন অথচ খোদা অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। অতএব রাম ও খোদা, এই উভয়েরই নামোচ্চারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"

মুসলমান, মনেমনে উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া কোমরে কাপড় কসিয়া বাঁধিল, তৎপরে "রাম খোদা" বলিয়া পাহাড়ের উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু হতভাগা, কোন দেবতারই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলনা। পাহাড় হইতে লম্ফ প্রদান করিলে সাধারণতঃ মানুষের যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, হতভাগার অবস্থা তাহাই হইল। দর্শকমণ্ডলী দেখিল যে, তাহার অস্থি সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহার জীবন, তাহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

তৎপরে দর্শক মুসলমানগণ, তাহার মৃতদেহ লইয়া যথা বিধানে সমাধিস্থ করিল।

কোন ব্যক্তি একপক্ষে না থাকিয়া দুইপক্ষের সন্তুষ্টি সাধন জন্য চেষ্টা করিলে লোকে তাহাকে " রাম খোদা " বলিয়া থাকে, কিন্তু রাম খোদার গল্প সাধারণের অবগতি জন্য লিখিলাম ।

—o—

দ্বাদশ গল্প ।

—o—

মৃত্তিকার গুণ ।
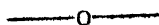
অনৈক ভদ্রব্যক্তি বিদেশের একটা বড় রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিদেশে অবস্থানকালীন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার জননী দুশ্চরিত্রা হইয়াছেন, একটা ইতর লোকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রীর পিতা বৃদ্ধ ও সামর্থ্যহীন। মন্ত্রীর জননী, বৃদ্ধের দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নী। তিনি, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য, এই উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা। তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা জবাব দিতে বসিয়াছে কিন্তু দাঁত একটীও পড়ে নাই, কিম্বা মাথার চুল বেশী পাকে নাই। কেশ এক একটা পাক ধরিয়াছে বটে কিন্তু প্রৌঢ়ার যত্নে সাধারণে তাহা জানিতে পারে নাই। প্রৌঢ়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবতী। প্রৌঢ়ার যত্নে দেহের লাবণ্য নষ্ট হইতে পারে নাই, তাহাকে দেখিলে হঠাৎ কেহ বিগত যৌবনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতনা।

মন্ত্রীর জননীর উক্ত কুকার্য্যের কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দেশময় হইল। মন্ত্রীরও শুনিতে বাকি রহিলনা। মন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, তিনি অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আসিলেন। গৃহে আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, জননীকে তিরস্কার করিবেন এবং সদুপদেশ দিয়া কুকার্য্য হইতে বিরত করিবেন।

যে গ্রামে মন্ত্রীর বাস, মন্ত্রী সেই গ্রামের সীমায় উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁহার মনের সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হইল। তিনি মনেমনে বলিতে লাগিলেন যে, "জননীকে তিরস্কার করা উচিত নহে। তিনি এমন কি কুকার্য্য করিয়াছেন যে, তাঁহাকে তিরস্কার করিতে হইবে। পিতা যদি বৃদ্ধ ও শক্তিহীন না হইতেন, তাহা হইলে জননী অন্য পুরুষে আসক্তা হইতেন না। পিতা যখন বৃদ্ধ ও সমর্থ্য হীন, তখন প্রৌঢ়া জননীর অন্য পুরুষে রত হওয়া আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় নহেত; উহা বরং স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলা যাইতে পারে। অতএব তিরস্কার করিয়া জননীর মনে দুঃখ দেওয়া কিম্বা তাঁহার সুখে বাধা দেওয়া উচিত নহে। বরং তিনি যাহাতে সুখী হইতে পারেন, তাহা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমি একজন বড় লোক, আমার জননী পরপুরুষে আসক্তা হইলে কেহই আমার কিছু করিতে পারিবেন না। সমাজ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইবেনা।"

মন্ত্রী মনেমনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক জননীর চরণে প্রণত হইয়া পদধূলী গ্রহণ করতঃ জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা! আমি আপনার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছি; কতিপয় ব্যক্তি আপনার কলঙ্ক রটনা

করিতেছে; সে শ্যালারা আমাদের কি করিতে পারে? আমি ইচ্ছা করিলে সেই শ্যালাদের বিশেষরূপে জব্দ করিতে পারি। আপনি আপনার কলঙ্কের কথা শুনিয়া দুঃখ করিবেন না, আমার সদৃশ পুত্র বর্ত্তমানে আপনার দুঃখ কি? শ্যালারা পিছনে যাহা ইচ্ছা বলিতে থাকুক, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইবেনা। আপনি সে সকল কথায় কাণ দিয়া মনের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিবেন না।”

মন্ত্রী গৃহে আসিবেন বলিয়া কতিপয় দিবস পূর্ব্বে পিতার নিকট ডাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। গুণবান পুত্র গৃহে আসিয়া জননীর কলঙ্কের কথা শুনিলে হয়ত জননীকে তিরস্কার করিবেন, এই আশঙ্কা জননীর মনে জাগিতেছিল, কিন্তু পুত্র তিরস্কার না করিয়া উক্ত প্রকার কথা বলায় জননীর আশঙ্কা বিদুরিত হইল। তিনি পরমানন্দে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে সময় যে যে দাসী উপস্থিত ছিল, তাহারা মন্ত্রীর উক্ত কথা শুনিয়া আনন্দিতা হইল। তাহাদের আনন্দের কারণ এই যে, তাহারা মন্ত্রীর জননীর অপকার্য্যের সাহায্যকারিণী ও পুরস্কৃতা।

তৎপরে মন্ত্রী স্বীয় জনকের নিকট গমন করিলেন, তখন জনক রুগ্ন হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে উঠিয়া বসিলেন। পুত্র জনককে প্রণাম করিয়া পদধূলী লইলেন, জনকও সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে বৃদ্ধ, পুত্রের নিকট স্বীয় পত্নীর কলঙ্ক রটিত হওয়ার কথা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রী স্বীয় জনককে কহিলেন, “শ্যালারা আমার জননীর কলঙ্ক রাষ্ট্র করিতেছে, তাহা করুক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবেনা। আপনি সেই কলঙ্কের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন না। আমার

সদৃশ পুত্র থাকিতে আপনার দুঃখ কিসের? জননীর দুশ্চরিত্রতার কথা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য হইয়া থাকিলেও তাহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু তাহা অনিবার্য্য। স্বামী বৃদ্ধ হইলে, যুবতী ও প্রৌঢ়া পত্নীগণের স্বভাব প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। যাহা অনিবার্য্য, তাহার জন্য আপনার সদৃশ বিবেকবান প্রাচীন ব্যক্তির দুঃখ করা উচিত নহে। কত রাজা মহারাজার গৃহে এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে, আমরা কোন্ ছার যে, আমাদের গৃহে একটা কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটিল বলিয়া আমরা দুঃখিত হইব।"

পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, তিনি সহর্ষে পুত্রকে বলিলেন, "বাপুহে! আমি তোমার জননীর কলঙ্কের কথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু দুঃখকে মনে স্থান দিই নাই। যদি সে সকল কথা শুনিয়া দুঃখ করিতাম, তাহা হইলে এতদিন বাঁচিতে পারিতাম না, অনেক পূর্ব্বে আমাকে ইহলোক হইতে বিদায় হইতে হইত।"

পিতা পুত্রের যখন উক্ত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন ভৃত্যবর্গ অন্তরালে লূক্কায়িতভাবে থাকিয়া ঐ সকল কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। পিতা পুত্রের কথা শুনিয়া তাহারা নীরবে হাসিতেছিল।

জনকের কথা শুনিয়া পুত্র আনন্দিত হইলেন এবং মনেমনে স্বীয় জনকের সুবিবেচনার ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী কতিপয় দিবস গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দে যাপন করিলেন। জননী সেই কয়েক দিবস একটু সাবধানে কাটাইলেন। তৎপরে মন্ত্রীর ছুটীর মিয়াদ পূর্ণ হইয়া আসিলে তিনি কার্য্য স্থলে গমন করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি

যখন স্বীয় বাস গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামান্তরের সীমায় উপনীত হইলেন, তখন বিগত মানসিক দুঃখরাশি কর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হইলেন, তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল। তিনি মনেমনে বলিতে লাগিলেন যে, "আমি একজন বড় রাজার মন্ত্রী, আমার জননী কলঙ্কিতা হইয়াছেন, ইহা অল্প দুঃখের কথা নহে। জননীকে তিরস্কার করিয়া যাহাতে তিনি কুকার্য্য হইতে বিরত হয়েন, তদ্বিষয়ে সদুপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

মন্ত্রী মনেমনে উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া গমন স্থাপিত করিলেন এবং শিবিকা বাহকগণকে তাঁহার গৃহে শিবিকা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। শিবিকা বাহকগণ প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিল। অন্যান্য ভৃত্যবর্গও শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভৃত্যবর্গ, মন্ত্রীর বিষণ্ণভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, মন্ত্রীর মনে কোন বিশেষ দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কি দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিলনা।

প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে মন্ত্রী স্বীয় বাস গ্রামের সীমায় উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে দুঃখ বিমুক্ত হইল। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া জননীকে কিছু বলিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, "আমি ভ্রম প্রযুক্ত অকারণে দুঃখকে মনে স্থান দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।" সে দিবস তিনি আনন্দে গৃহে অবস্থান করিলেন।

পর দিবস মন্ত্রী কার্য্যস্থলে যাইবার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। তিনি স্বগ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামান্তরের সীমায় উপনীত হইলে, তাঁহার মানসিক দুঃখরাশি আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি জননীকে তিরস্কার করিয়া সদুপদেশ দিবার মানসে আবার গৃহাভিমুখে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক সকল তাঁহার বিষণ্ণতা দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, জননীর কলঙ্কই তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ, তিনি জননীর কলঙ্কের কথা ভুলিতে পারিতেছেন না। মন্ত্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বগ্রামের সীমা স্পর্শ করা মাত্র তাহার সমস্ত মানসিক দুঃখ বিদূরিত হইল, তাঁহার মুখে হর্ষের ভাব প্রকটিত হইল। সমভিব্যাহারী লোকেরা মন্ত্রীর যুগপৎ হর্ষ বিষাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইল কিন্তু হর্ষের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলনা। মন্ত্রী চার পাঁচ দিবস ঐরূপ গতায়াত করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীর উক্ত প্রকার গৃহ হইতে যুগপৎ নিষ্ক্রমন ও প্রত্যাবর্ত্তনের ও যুগপৎ হর্ষ বিষাদের আমূল বৃত্তান্ত এবং জনক জননীর সহিত তাঁহার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমস্ত তাঁহার প্রতিবেশীগণ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের সকলেই শুনিতে পাইল, কিন্তু কেহই উক্ত উভয়বিধ ভাবের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিলনা, অনেক লোক অনেক প্রকার বলিতে লাগিল। অবশেষে সন্নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসী লাউসেন নামীয় জনৈক উচ্চ শ্রেণীর বিখ্যাত ভূম্যধিকারী, তাহার কারণ নির্ণয় করিলেন। তিনি অনেক লোকের সাক্ষাতে তাঁহার কনিষ্ট সহোদর কর্পূরসেনকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

লাউসেন বলেরে ভাই কর্পূরসেন শুন্!
বুড়ী মাগীর দোষ নাই ইহা মৃত্তিকার গুণ!!

কর্পূরসেন, লাউসেনের উক্ত শ্লোকের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি লাউসেনকে উক্ত শ্লোকের ভাব স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

লাউসেন কহিলেন, বোধ হয় মন্ত্রী বিদেশে অবস্থানকালীন

জননীর কুকার্য্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জননীকে কুকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য গৃহে আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্ব গ্রামের মৃত্তিকা স্পর্শ করা মাত্র তাহার দুঃখ বিদূরিত হইল। জননীকে ভর্ৎসনা করা কিম্বা সদুপদেশ দিয়া কুকার্য্য হইতে বিরত করা তিনি উচিত বলিয়া মনে করিলেন না; বরং সাহস প্রদান পূর্ব্বক জননীর কুকার্য্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। জননীকেও উক্ত কুকার্য্য উপেক্ষনীয় বলিয়া গণ্য করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্ব গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামান্তরের সীমায় উপনীত হওয়া মাত্র তাঁহার বিগত দুঃখ প্রত্যাগত হইল। তিনি পুনরায় মানসিক দুঃখাক্রান্ত হইলেন। বিদেশে যাইতে ইচ্ছা হইল না। জননী যাহাতে আর কুকার্য্য না করেন, তাহারই বন্দোবস্ত করিবার জন্য গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আবার স্ব গ্রামের সীমা স্পর্শ করা মাত্র মানসিক দুঃখ বিমুক্ত হইলেন। মন্ত্রীর বাস গ্রামের মৃত্তিকার এমনই গুণ যে, মন্ত্রী যতক্ষণ স্ব গ্রামের সীমার মধ্যে অবস্থান করেন, ততক্ষণ তাঁহার দুঃখ থাকেনা, সকল দুঃখ ভুলিয়া যান, স্ব গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামান্তরের সীমায় উপস্থিত হইলেই বিগত দুঃখ রাশি কর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হয়েন। আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব গ্রামের সীমা স্পর্শ করিলেই দুঃখ বিস্মৃত হইয়া হর্ষাক্রান্ত হয়েন। মন্ত্রীর গ্রামের মৃত্তিকা, দুঃখকে মনের মধ্যে স্থান দেয়না। তজ্জন্য মন্ত্রীর জননী কুকার্য্য করিয়া এবং স্বীয় কলঙ্ক চতুর্দ্দিকে রটিত হইয়াছে শুনিয়াও দুঃখিতা হন নাই, আনন্দে নির্ভয়ে কুকার্য্য করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রীর জননীকে দোষ দিলে চলিবেনা, মৃত্তিকার গুণে তিনি কুকার্য্য করিতে ভীতা কিম্বা সঙ্কুচিতা হইতে-

ছেন না, কিম্বা স্বীয় কলঙ্ক রাষ্ট্র হইতেছে শুনিয়া দুঃখিতা হইতেছেন না। স্বামীও দুঃখিত হননাই, মন্ত্রী যতক্ষণ গ্রামের সীমার মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ তাঁহারও দুঃখ থাকেনা, তাই বলিয়াছি যে,

লাউসেন বলেরে ভাই কর্পূরসেন শুন্!
বুড়ী মাগীর দোষ নাই ইহা মৃত্তিকার গুণ !!

কর্পূরসেন এবং নিকটস্থ শ্রোতৃবর্গ শুনিয়া উচ্চহাস্য করিলেন, এবং ঘটনাবলীর কথা মনে করিয়া লাউসেনের কথাই যথার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

ত্রয়োদশ গল্প।

রাজা ও চড়ুই পাখী।

এক সময় একটী স্বাধীন রাজার সহিত অন্য একটী স্বাধীন রাজার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইতে, প্রথমোক্ত রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রথমোক্ত রাজার সদর দেহড়ীর সম্মুখে একটী বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের শাখায় একটী চড়ুই পাখী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছিল।

একদা উক্ত রাজার রাণী তাঁহার হীরক খচিত মূল্যবান অলঙ্কার সমূহ জল সংযোগে পরিষ্কার করিয়া তৎসমস্ত রৌদ্রে শুষ্ক করিবার জন্য চত্বরে আসন পাতিয়া তাহার উপর রাখিয়া দিয়া

ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উক্ত চড়ুই পাখীটা উড়িয়া আসিয়া সেই সমস্ত অলঙ্কারের মধ্যে একটী মূল্যবান অলঙ্কার চঞ্চুতে উঠাইয়া লইয়া যাইয়া উক্ত বট বৃক্ষস্থ স্বীয় নীড়ে রাখিয়া দিল।

রাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ভয় প্রযুক্ত সে কথা রাজার নিকট প্রকাশ করিলেন না।

পাখী স্বীয় নীড়ে উক্ত অলঙ্কার রাখিয়া দিবার পর অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিল যে,

আমার ঘরে যত ধন আছে রাজার ঘরে তত নাই।
আমার ঘরে যত ধন আছে রাজার ঘরে তত নাই।

পাখী প্রত্যহ সময় সময় ঐরূপ বলায় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় চিন্তামগ্ন রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি জনৈক ভৃত্যকে কহিলেন, "পাখীটা প্রত্যহ বারম্বার বলে যে, আমার ঘরে যত ধন আছে রাজার ঘরে তত নাই, ইহাতে বোধ হয় যে, পাখীটার বাসায় কিছু টাকা পয়সা কিম্বা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য রহিয়াছে, ক্ষুদ্র পাখীর পক্ষে তাহা অতুল ঐশ্বর্য্য বিবেচিত হওয়ায় পাখীটা মনে করিয়াছে যে, তাহার সেই ধন আমার সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক, তজ্জন্য আমার ঘরে যত ধন আছে রাজার ঘরে তত নাই বলিতেছে। অতএব তুমি পাখীটার অনুপস্থিত সময় গাছে উঠিয়া তাহার বাসায় কি আছে দেখিবে। যদি কিছু থাকে তবে তাহা লইয়া আসিবে। তাহা হইলে পরে পাখী কি বলে শুনা যাইবে।"

রাজা ভৃত্যের প্রতি উক্ত আদেশ প্রদান করিবার পর দিবস পাখীটা কুলায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহারান্বেষণে স্থানান্তরে উড়িয়া গেলে, সেই সময় ভৃত্য উক্ত গাছে উঠিয়া পক্ষীর কুলার মধ্যে দেখিতে পাইল যে, একটী হীরক সংযুক্ত সোণার হার রহিয়াছে।

ভৃত্য তাহা লইয়া নিম্নে অবতরণ করিল। সে নিম্নে অবতরণ করিবার সময় পাখীটা স্বীয় নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং দেখিল যে কুলার মধ্যে উক্ত হার নাই। সে উক্ত ভৃত্যকে চিনিত, সে মনে করিল যে, উক্ত ভৃত্য হার লইয়া গিয়াছে।

ভৃত্য ঐ হার রাজার হস্তে অর্পণ করিল এবং তাহা পাখীর কুলার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। ভৃত্য রাজার হস্তে হার দিবার সময় পাখী তাহা দেখিতে পাইল।

রাজা উক্ত হার চিনিলেন। তিনি তাহা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাণীকে প্রদর্শন করিলেন এবং তাহা পাখীর বাসায় কিরূপে নীত হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। রাজা, রাণীর হস্তে উক্ত হার অর্পণ করিয়া ভবিষ্যতে সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ দিয়া সদর দেহড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে পাখীটা পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিল,—

রাজা আমার ধনে বড় !
রাজা আমার ধনে বড় !!

পাখীর কথা শুনিয়া, রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা আমার ধনে বড়" পাখীর এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

মন্ত্রী কহিলেন "ক্ষুদ্রমনা পাখীর বাসা হইতে হারটী লইয়া আসায় সে দুঃখ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া 'রাজা আমার ধনে বড়' এই কথা বলিতেছে। আর বোধ হয় তাহার ধারণা এই যে, সে যে হারটী লইয়াছিল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, আপনার রাজ্যের মূল্য অপেক্ষাও সেই হারের মূল্য অধিক।"

রাজা মন্ত্রীর কথা যথার্থ বলিয়া মনে করিলেন ও হাসিলেন।

তৎপরে পাখী প্রত্যহ রাজার শ্রুতিগোচরে পুনঃ পুনঃ ঐ

কথা বলিতে লাগিল। চিন্তামগ্ন রাজার তাহা ভাল লাগিলনা, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন, "হারটী প্রত্যর্পণ করিলে পাখীটা নিরব হইতে পারে, অতএব হারটী প্রত্যর্পণ করা বিধেয়, আমি এ সময় বিরক্তি সহ্য কবিতে পাবিনা।"

মন্ত্রী পাখীর কথায় বিচলিত হইয়া মূল্যবান হার প্রত্যর্পণ করা অনুচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ না করিয়া রাণীর নিকট হইতে উক্ত হার আনিয়া প্রাগুক্ত ভৃত্যের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহা পাখীর বাসায় রাখিয়া আসিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ভৃত্য হার লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলে, পাখী ভয় পাইয়া বাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষান্তরে আশ্রয় করিল। ভৃত্য উক্ত হারটি পাখীব বাসায় রাখিয়া দিয়া অবতরণ করিল।

ভৃত্য অবতবণ করিলে পাখী স্বীয় কুলায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তন্মধ্যে হার দেখিতে পাইল এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে মনে করিল যে, তাহার চীৎকারে রাজা ভীত হইয়া হারটী প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তৎপরে সে পুনঃ পুনং এই কথা বলিতে লাগিল যে,—

রাজা ভয় পেয়ে দিল ! রাজা ভয় পেয়ে দিল !!

পক্ষীর উক্ত কথা শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি পক্ষীকে ভয় করিয়া হাবটী প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, পক্ষীর ইহাই ধারণা। তিনি হাস্য করিলেন, কিছুই বলিলেন না।

উক্ত দিবস রাজা সংবাদ পাইলেন যে, শত্রুপক্ষ তাহার দুর্গ আক্রমণ কবিতে আসিতেছে, তিনি সেনাপতিকে সসৈন্যে যাইয়া শত্রুপক্ষের অগ্রগতি রোধ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

পাখী প্রত্যহ ঐরূপ বলিতে লাগিল, রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, তিনি উক্ত ভৃত্যকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, "পাখীর অনুপস্থিত সময় তাহার বাসা ভাঙ্গিয়া দিবে ও হারটী লইয়া আসিবে, তাহা হইলে পাখী আর এ গাছে থাকিবেনা, এবং আমাকে বিরক্ত করিতে পারিবেনা। পাখীটা বড়ই জ্বালাতন করিতেছে, আমি আর এই সঙ্কট সময় বিরক্তি সহ্য করিতে পারিনা। পাখীটাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিরব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না, প্রত্যহই বিরক্ত করিতেছে।

ভৃত্য রাজাজ্ঞা পাইয়া পর দিবস আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিল।

পাখী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিল যে, তাহার বাসা নাই, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, রাজাদেশে তাহার বাসা বৃক্ষচ্যুত হইয়াছে। তৎপরে সে, বৃক্ষ শাখায় বসিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল যে,—

পাখীকে যাঁর এত ভয়,
তিনি কর্‌বেন যুদ্ধে জয়!
ছি ছি!

পাখী কয়েকবার ঐ কথা বলিয়া বৃক্ষত্যাগ পূর্ব্বক উড়িয়া পলায়ন করিল।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পাখীটার রকম দেখ্‌লে?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! যদি কেহ দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবে তাহাকে দোষ অন্বেষণ করিতে হয় না, সে প্রত্যেক কার্য্যেই দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। নিন্দুককে

সন্তুষ্ট করিবার জন্য শত চেষ্টা করিলেও তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। ইতর প্রকৃতি নির্ব্বোধ লোককে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, তাহারা মনে করে যে, চেষ্টিত ব্যক্তি ভয় প্রযুক্ত তাহার সন্তুষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছে। এরূপ অবস্থায় পাখী সেরূপ মনে করিবেনা কেন? ইতরের নিন্দায় বিচলিত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, সে কথায় কর্ণপাত না করাই উচিত।

রাজা মন্ত্রীর কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

—o—

চতুর্দ্দশ গল্প।

—o—

ঝাঁক ঝাঁক লাখ্ লাখ্।
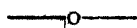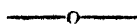
অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একদা দিবাভাগে নিজের শস্য ক্ষেত্রে মূত্রত্যাগ করিতে বসিয়া সম্মুখে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত একটী পিতলের ঘটীর মুখ দেখিতে পাইলেন। তিনি কৌতূহলী হইয়া মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক ঘটিটী বাহির করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে ঘটিটী মুসলমান বাদসাহগণের রাজত্ব সময়ের প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ, উক্ত মুদ্রা সমূহ গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মুদ্রার সংখ্যা কেবল একশত মাত্র।

ব্রাহ্মণ দিবাভাগে উক্ত মুদ্রাপূর্ণ পাত্র কিম্বা মুদ্রা গৃহে আনিলেন না, দিবাভাগে আনিলে পথে লোক দেখিতে পারে এবং

গৃহে স্বীয় পত্নীও দেখিতে পাবে, এই আশঙ্কায় দিবাভাগে তাহা গৃহে না আনিয়া সেই ক্ষেত্রের মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন, তৎপরে গৃহে আসিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণ, উক্ত ক্ষেত্রে যাইয়া উক্ত মুদ্রাপূর্ণ ঘটিটী লইয়া গৃহে আসিলেন এবং পত্নীর অজ্ঞাতসারে তাহা আপনার গোশালার দেওয়ালের ধারে পুতিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মণ দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু অসৎ ছিলেন না, তাঁহার সততার জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

ব্রাহ্মণের ধারণা ছিল যে, গোপনীয় কথা পরিপাক করিবার সামর্থ্য বিহীনা এবং নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত ও অতি রঞ্জিত করিয়া গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ শক্তিশালিনী চঞ্চল মতি স্ত্রী জাতির পেটে গোপনীয় কথা হজম হয়না। স্ত্রীলোকেরা কোন গোপনীয় কথা জানিতে পারিলে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেনা। গোপনীয় কথা তাহাদিগের অত্যন্ত ভার বোধ হয়, তাহা অতি রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিলে তবে তাহাদের শরীর হাল্‌কা বোধ হয়। গুপ্ত কথা প্রকাশ না করিয়া গোপনে রাখিতে পারে, এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি বিরল। ব্রাহ্মণী উক্ত একশত মুদ্রা প্রাপ্তির কথা জানিতে পারিলে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিবে, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। এই ধারণা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নীর নিকট উক্ত কথা প্রকাশ করিলেন না, লেখা আবশ্যক যে ব্রাহ্মণের গৃহে তাহার পত্নী ব্যতীত অন্য কেহই ছিলনা।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে ব্রাহ্মণের মত পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি স্বীয় পত্নীর নিকট উক্ত ঘটনার কথা প্রকাশ না করিয়া গোপনে রাখা অনুচিত মনে করিয়া পত্নীর নিকট প্রকাশ পূর্ব্বক

পত্নীকে সুখীনী করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি উক্ত মুদ্রা প্রাপ্তির কথা পত্নীর নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে একটা অলীক ঘটনার বিষয় পত্নীকে বলিয়া তাহা গোপন রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া, পত্নী তাহা গোপন রাখেন কিনা, পরীক্ষা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি পত্নী তাঁহার উপদেশ মতে উক্ত অলীক ঘটনার বিষয় গোপনে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয় পত্নীর নিকট প্রকাশ করিবেন, নচেৎ প্রকাশ করিবেন না।

তৎপরে একদিবস প্রত্যুষে ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ! একটা গোপনীয় কথা তোমায় বলিব যেন প্রকাশিত না হয়, প্রকাশিত হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। তুমি কথাটা পেটে রাখিতে পারিবেত?"

পত্নী অম্লান বদনে উত্তর প্রদান করিলেন, "কদাচ প্রকাশিত হইবেনা, তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "অদ্য আমি যে সময় বহির্দ্দেশে গিয়াছিলাম, সেই সময় আমার গুহ্যদেশ দিয়া একটা কাকের বাচ্ছা নির্গত হইয়াছে। কিরূপে কাক বাচ্ছা উদরে জাত হইল বুঝিতে পারিতে-ছিনা। আমার বোধ হয়, আমার পেটের মধ্যে কোন প্রকার কঠিন ব্যাধি জাত হইয়াছে, উদরাময় হইলে অনেকের উদর হইতে কৃমি নির্গত হইয়া থাকে, কাক বাচ্ছা সেইরূপ কৃমি সদৃশ। তুমি একথা কাহাকেও বলিবেনা, কারণ একথা প্রকাশিত হইলে কোন অজ্ঞান ব্যক্তি মন্ত্রবলে আমার রোগ বৃদ্ধি করিতে পারে।"

ব্রাহ্মণ পত্নী পুনরায় অঙ্গীকারবদ্ধা হইলেন যে, তিনি কাক বাচ্ছার কথা কখনও প্রকাশ করিবেন না।

ব্রাহ্মণ পত্নী উক্ত প্রকার অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের নিকট কাক বাচ্ছার কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি স্নানের সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কারণ স্নানের সময় পুকুর ঘাটে অনেক স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, সেই স্থানে সেই সকল স্ত্রীলোকের নিকট কাক বাচ্ছার কথা বলিবার সুবিধা হইবে।

স্নানের সময় উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণী স্নান করিবার নিমিত্ত পুকুর ঘাটে গমন করিলেন। তথায় কতিপয় স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, ব্রাহ্মণী তাঁহাদিগকে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে একটী গোপনীয় আশ্চর্য্যজনক কথা বলিব মনে করিয়াছি, যদি তোমরা প্রকাশ করিবেনা বলিয়া অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে বলিব।"

ব্রাহ্মণীর ভূমিকা শুনিয়া অঙ্গীকারবদ্ধা হওন বিষয়ে পটীয়সী কৌতূহলাক্রান্ত রমণীগণ অম্লান বদনে তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করিল যে, তাহারা কদাচ প্রকাশ করিবেনা।

উক্ত রমণীগণ অঙ্গাকাববদ্ধা হইলে, ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে স্বীয় স্বামীর গুহ্যদেশ দিয়া একটা কাক পক্ষী বাহির হওয়ার কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণ কাক বাচ্ছার কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণী কাক বাচ্ছার পরিবর্ত্তে কাক পক্ষী বলিলেন।

রমণীগণ তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যের ভাব প্রদর্শন করিল, তৎপরে স্নান করিয়া স্বস্ব গৃহাভিমুখে গমন করিল। পথে যাইবার সময় অন্যান্য যে সকল স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদেব সাক্ষাৎ হইল, সেই সকল স্ত্রীলোকের নিকট তাহাবা উক্ত ব্রাহ্মণের গুহ্যদেশ দিয়া কাক পক্ষী নির্গত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক অঙ্গীকাব পালন করিল।

কিন্তু তাহাদের কথার ঐক্য রহিল না, কেহ বলিল চারিটা কাক পক্ষী নির্গত হইয়াছে, কেহ বলিল দশটা নির্গত হইয়াছে, কেহ কেহ তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক নির্গত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। একটা বাহির হইয়াছে, একথা বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। তৎপরে শেষোক্ত স্ত্রীলোকগণ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের নিকট কাকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তৎসমস্ত উক্ত ব্রাহ্মণের গুহ্যদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। এইরূপে কর্ণ পরম্পরায় ব্রাহ্মণের গ্রামের রমণী মহলের সকলেই উক্ত কাক নির্গত হওন সম্বন্ধীয় ঘটনার কথা অবিলম্বে শুনিতে পাইল।

তৎপরে স্ত্রীলোকদিগের মুখে উক্ত গ্রামের পুরুষগণও ঐ ঘটনার কথা শুনিতে পাইল, তখন কাক পক্ষীর সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল, শতকের নিম্ন সংখ্যক কাকের কথা কোন পুরুষের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই।

দুই তিন দিবসের মধ্যে কর্ণ পরম্পরায় উক্ত ঘটনার কথা নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লেখা বাহুল্য যে, ক্রমে ক্রমে উক্ত ঘটনার কথা দূর দুরান্তরে যতই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল, কাকের সংখ্যা ততই বাড়িয়া উঠিল, সহস্র সহস্র কাক নির্গত হইয়াছে এইরূপ রাষ্ট্র হইল।

অবশেষে উক্ত ঘটনার কথা অতিরঞ্জিত হইয়া রাজার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শুনিতে পাইলেন যে, ঝাঁক ঝাঁক, লাক, লাক, কাক পক্ষী অনবরত ব্রাহ্মণের গুহ্যদেশ দিয়া নির্গত হইয়াছে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এমন কথা কেন প্রচারিত হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি কৌতূহলী হইয়া জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে ব্রাহ্মণের নিকট প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারী যাইয়া

দেখিলেন, ব্রাহ্মণ আপনার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লোকের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত। কাক পক্ষী দেখিতে পাইলেন না, তিনি রাজার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলেন।

কর্ম্মচারী রাজার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বরূপ ঘটনা প্রকাশ করিলে, রাজা হাস্য করিলেন এবং কাক পক্ষী সম্বন্ধীয় ঘটনা কি জন্য রাষ্ট্র হইল, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া লইলেন এবং কাক পক্ষী সম্বন্ধীয় প্রচারিত ঘটনার মূলে কিছু সত্য আছে কি না, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ উক্ত মুদ্রা পূর্ণ পাত্রটী রাজাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্য-ঘটনা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিলেন, সমস্ত সভাসদও উচ্চহাস্য করিলেন।

তৎপরে রাজা, ব্রাহ্মণকে উক্ত সত্য ঘটনা গোপন করিবার উদ্দেশ্য কি, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহারাজ! আমি জানি যে, দুই সহস্র টাকার অনধিক মূল্যের গুপ্ত ধনের উপর হুজুরের দাবি নাই, যে ব্যক্তি পাইবে তাহারই প্রাপ্য। ইহা হুজুরের রাজ সরকারের ব্যবস্থা, এরূপ অবস্থায় আমি যে একশত পুরাতন মুদ্রা পাইয়াছি, তাহা আমারই প্রাপ্য। তবে রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমি গুপ্তধন অর্থাৎ একশত রজত মুদ্রা পাইয়াছি, ইহা আমার স্ত্রীকে বলিলে সে, অন্যান্য স্ত্রীগণের নিকট একশত মুদ্রার কথা না বলিয়া, আমি অনেক টাকা পাইয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিত। পরে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইত যে, আমি লক্ষ টাকা কিম্বা তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা

পাইয়াছি। দস্যু তস্কর তাহা শুনিতে পাইলে, তাহারা অধিক ধন পাইবার আশায় আমার গৃহ লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতে পারিত এবং হয়ত আমার নিকট লক্ষ টাকা চাহিত। আমি সবে একশত মুদ্রা পাইয়াছি বলিলে তাহারা বিশ্বাস করিতনা, অধিক ধন পাইবার আশায় আমাকে যন্ত্রণা দিতে ত্রুটী করিতনা, প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে পারিত। এই ভয়ে আমি গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, স্বীয় পত্নীকে এপর্য্যন্ত বলি নাই, উক্ত ধন প্রাপ্তির কিছু দিন পরে আমি মনে করিলাম যে, স্ত্রীই আমার গৃহের গৃহিণী, তাহার নিকট গোপন রাখা উচিত নহে; তবে প্রথমে একটা অলীক আজ্‌গুবী কথা স্ত্রীকে বলিয়া তাহা গোপন রাখিতে কহিব; যদি সে তাহা গোপন রাখে, তাহা হইলে উক্ত মুদ্রার কথা কিছু দিন পরে তাহাকে বলিব। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একটি কাক বাচ্ছা আমার গুহ্যদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী, সে কথা পেটে রাখিতে পারিলনা, অন্যান্য স্ত্রীলোকগণকে কহিল। অল্পদিন পরে আমি শুনিতে পাইলাম যে, ঝাঁক ঝাঁক লাখ্ লাখ্ কাক পক্ষী আমার গুহ্যদেশ হইতে নির্গত হইতেছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, এখন বিবেচনা করুন যে, আমি একশত মুদ্রা প্রাপ্তির কথা আমার স্ত্রীকে যদি বলিতাম, তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণ লাখ লাখ হইত কিনা?"

রাজা পুনরায় উচ্চহাস্য করিলেন এবং বলিলেন যে, "বাস্তবিক, স্ত্রীলোকদের পেটে গোপনীয় কথা হজম হয় না" তৎপরে রাজা, ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়া স্বীয় পত্নীকে কহিলেন যে, "একটী কাক বাচ্ছা আমার গুহ্যদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে এই কথা তোমাকে

বলিয়াছিলাম এবং তাহা গোপন রাখিবার জন্য তোমাকে কহিয়াছিলাম। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানিতনা, এখন দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, আমার গুহ্যদেশ হইতে ঝাঁক ঝাঁক, লাখ্ লাখ্, কাক পক্ষী নির্গত হইতেছে। এরূপ রাষ্ট্র হইবার কারণ কি বলিতে পার?"

ব্রাহ্মণী লজ্জিত হইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

তৎপরে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উক্ত মুদ্রা প্রাপ্তির কথা কহিলেন, মুদ্রাও দেখাইলেন এবং ভবিষ্যতে গোপনীয় কথা প্রকাশ না করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণী সেই উপদেশ কতদূর প্রতিপালন করিয়াছিলেন, আমরা জানি না।

———o———

পঞ্চদশ গল্প।

———o———
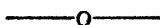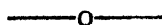
বৃদ্ধা ও কতিপয় জমীদার।

একদা, কোন মাজিষ্ট্রেট একটা হাঙ্গামার মোকদ্দমায় কতিপয় জমীদারকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিবার নিমিত্ত পুলিশের প্রতি ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলেন।

উক্ত জমীদারগণ, যে গ্রামে বাস করেন, তাহা একটী গণ্ড গ্রাম, সেই গ্রামের মধ্যে অনেক গলি আছে।

এক দিবস প্রত্যুষে জনৈক পুলিশ হেড কনষ্টেবল, কতিপয় কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে লইয়া ওয়ারেন্টের বলে জমীদারগণকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলেন। সে সময় জমীদারগণ সকলে এক স্থানে সমবেত হইয়া উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে কিয়দ্দূরে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে উঠিয়া গ্রামের মধ্যস্থিত পথ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

জমীদারগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীগণও দ্রুত পদ বিক্ষেপে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

দ্রুত পদ বিক্ষেপে অসমর্থ স্থূলোদর জমীদারগণ, কিয়দ্দূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, দ্রুত গতি সম্বন্ধে তাঁহারা পুলিশ কর্ম্মচারিগণের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। সোজা পথ ধরিয়া দৌড়িলে অনতিবিলম্বে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবেন। তাঁহারা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সোজা পথ ছাড়িয়া হঠাৎ একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গলির মধ্যে কিয়দ্দূর যাইয়া পথ পার্শ্বস্থিত একটী বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধার গৃহটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সেই গৃহ মধ্যে তাঁহাদের সকলের গোপন ভাবে অবস্থান কষ্টকর হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা উক্ত গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থিত একটা পাটের ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন এবং বৃদ্ধাকে কহিলেন যে, সে যেন পাট ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের অবস্থানের কথা পুলিশ কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রকাশ না করে। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, তাঁহাদের সাক্ষাৎ না পাইলে, তাঁহারা বৃদ্ধাকে যথেষ্ট পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিবেন।

বৃদ্ধার বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণের

গ্রেপ্তারের ভয়ে জমীদারগণ তাহার পাট ক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্ম গোপন করিয়াছেন। কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, বৃদ্ধার গৃহে জমীদারগণের প্রবেশ কিম্বা পাট ক্ষেত্রে অবস্থান দেখিতে পায় নাই।

পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, জমীদারগণকে ধৃত করিয়া কি করিবে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত বৃদ্ধার কৌতূহল জন্মিল। পুরস্কারের লোভ অপেক্ষা বৃদ্ধার কৌতূহল বলবতী হইল। সে আপনার ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথ পানে চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, তাহার গৃহের অদূরে আসিতেছে। তখন বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল যে, " কেন বল্‌ব বাবা! বল্লে আমার কি লাভ হবে? তোমরা আমার আশ্রে লুকিয়ে রয়েছ এবং প্রকাশ কর্‌তে নিষেধ করেছ, তোমাদের লুকাবার কথা কি বল্‌তে আছে। বিপদগ্রস্ত আশ্রিত লোকের কথা প্রকাশ করে দিব, আমি তেমন লোক নয়। তোমরা স্বচ্ছন্দে থাক, আমি কদাচ প্রকাশ কর্‌বনা; তোমরা আমাকে সন্দেহ করোনা, তোমরা জমীদার লোক, তোমাদের অনুগ্রহ থাক্‌লে অনেক প্রকার উপকার পেতে পার্‌ব, তোমাদের লুকাবার কথা কি বল্‌তে আছে, পুলিশের লোক আমাকে কি দিবে; তা'রা লোকের নিকট হ'তে পয়সা নিতে জানে কিন্তু দিতে জানে না। আমি কখনও তোমাদের লুকাবার কথা বল্‌বনা।"

বৃদ্ধা ঐ সকল কথা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিবার তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যেন পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, তাহা শুনিতে পায় এবং জমীদারগণকে গ্রেপ্তার করে ও সে তামাসা দেখে।

বৃদ্ধার ঐ সকল বক্‌বাজী শুনিয়া জমীদারগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা এই ভাবিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধা যেরূপ জোরে জোরে তাঁহাদের পাট ক্ষেতে লুকাইয়া থাকার কথা কহিতেছে, সে সকল কথা পুলিশ কর্ম্মচারি শুনিতে পাইলে অনায়াসে জানিতে পারিবে যে, তাঁহারা পাট ক্ষেতের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা বৃদ্ধাকে বক্‌বাজী করিতে নিষেধও করিতে পারিলেন না, কারণ পাট ক্ষেতটা একটু তফাতে রহিয়াছে। পাট ক্ষেতে থাকিয়া নিষেধ করিলে একটু জোরে বলিতে হইবে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ হয়ত তাহা শুনিতে পাইবে। তাঁহারা অগত্যা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

যখন পুলিশ কর্ম্মচারি সকল, বৃদ্ধার দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধার বক্তৃতার শেষ হয় নাই, বরং পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল।

পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, বৃদ্ধার বদন নিঃসৃত জমীদারগণের লুকাইয়া থাকার কথা শুনিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ি! জমীদারগণের কথা কি বল্‌ছ?"

বৃদ্ধা কহিল, "তেমন কিছু কথা নয় বাবা, কয়েকজন জমীদার তোমাদের ভয়ে আমার পাট ক্ষেতের ভিতরে লুকিয়ে রয়েছেন, তাঁরা সে কথা আমাকে প্রকাশ কর্ত্তে নিষেধ করেছেন; আমি সে কথা কেন প্রকাশ কর্‌বো বাবা? প্রকাশ কর্‌লে আমার লাভইবা কি? তোমরাত আমাকে কিছু দেবেনা যে, আমি তজ্জন্য প্রকাশ কর্‌ব, বরং জমীদারদের অনুগ্রহ থাক্‌লে কিছু পুরস্কার পেতে পার্‌ব। তোমরা চলে যাও বাবা, সে সকল কথা শুনে তোমাদের কি হবে?"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিল, তাহারা পাট ক্ষেত্র দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত বৃদ্ধাকে আদেশ প্রদান করিল।

বৃদ্ধা কহিল "আমি পাট ক্ষেত দেখিয়ে দিয়ে কেন বিশ্বাস ঘাতকতা করব; আমি কদাচ দেখাবনা; আমার পাট ক্ষেত্তো আর লুকাবার জিনিস নয়, আমার গৃহের পশ্চাদ্ভাগে পাট ক্ষেত আছে, ইহা কে না জানে এবং দেখেনাইই বা কে, তোমরা নিজে নিজে দেখ্‌তে পার, আমাকে কলঙ্কের দায়ী করবে কেন।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলনা। তাহারা বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগের দ্বার দিয়া পাট ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং জমীদারগণকে দেখিতে পাইয়া গ্রেপ্তার করিল ও চালান দিতে উদ্যত হইল। জমীদারগণ যথাবিধি উপায় অবলম্বন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

"পোড়ারমুখো পুলিশগুলা এসে জমীদারগুলিকে ধরে ফেল্‌লে, এ ব্যাটাদের কে নিমন্ত্রণ করেছিল যে, আমার গৃহে ঢুকে জমীদারগুলিকে ধরে টাকা আদায় কল্লে! দূর হয়ে যা ব্যাটারা!"

বৃদ্ধার বদন নিঃসৃত কটুক্তি শ্রবণ করিয়া হেড কন্‌ষ্টেবল বৃদ্ধাকে উত্তম মধ্যম দিলেন। জমীদারগণের নিকট হইতে বৃদ্ধাকে পুরস্কার লইতে হইলনা, পুলিশের প্রদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রকেই সে উপযুক্ত পুরস্কার মনে করিয়া ক্ষান্ত হইল।

ষোড়শ গল্প।

—o—
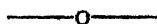
খুড়ী ও ইংরেজী শিক্ষিত ভাসুর পুত্র।

চন্দ্রশেখর নামীয় দশ বৎসরের একটী বালক মাইনর স্কুলে অধ্যয়ন করিত। সে নাপিতের ছেলে, তাহার পিতার নাম গুণমণি মান্না। গুণমণির একটী কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম কৃপাসিন্ধু।

যে গ্রামে চন্দ্রশেখরের বাস, সেই গ্রামে কিম্বা নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে স্কুল ছিলনা। তজ্জন্য গুণমণি চন্দ্রশেখরকে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী গ্রামের মাইনর স্কুলে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর ছয় মাস পর্য্যন্ত উক্ত মাইনর স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ফার্ষ্ট বুকের The Ram পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, তাহাতেই সে মনে করিত যে, তাহার ইংরাজী শিক্ষা অল্প হয় নাই, সে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

উক্ত স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ, পরস্পর ইংরাজীতে কথা বলিবার সময়, যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত, চন্দ্রশেখর তাহা শুনিয়া কয়েকটা শব্দ মনে রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিতনা। আরও সে, সময় সময় এমন ইংরাজী শব্দ সকল যোজনা করিয়া বলিত, যাহার কোন অর্থই হয় না, বরং তাহা শুনিলে হাসি আসিত।

চন্দ্রশেখর ছয় মাস অধ্যয়ন করিবার পর, পূজাবকাশের সময় গৃহে আসিল। সে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার জনক জননী ও খুড়া খুড়ী তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্ন করিতে লাগিল এবং তাহার আহারাদির বিষয় ত্রুটী হইলে পাছে সে অসন্তুষ্ট হয়, তজ্জন্য সকলেই সতর্কতা অবলম্বন করিল।

চন্দ্রশেখর যে সময় গৃহে আসিয়াছিল, সে সময় তাহার খুড়ী গর্ভবতী ছিল। চন্দ্রশেখর তাহা জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইল।

একদা, চন্দ্রশেখর তাহার খুড়ার নিকট আহারে বসিয়াছিল এবং তাহার খুড়ী অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছিল। ডাইল, ভাজা, চড়চড়ি, মাছের ঝোল প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যঞ্জনের পাত্র চন্দ্রশেখরের অন্নের থালার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছিল। চন্দ্রশেখর মনের আনন্দে আহার করিতেছিল।

চন্দ্রশেখরের আহারের সময় তাহার খুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, ডাইল কেমন হয়েছে বাবা?

চন্দ্রশেখর উত্তর করিল, "ভেরীগুট্ ফাইন্"

খুড়ী বুঝিতে পারিলনা, তবে তাহার বিশ্বাস হইল যে, ডাইল ভাল হইয়াছে বলিয়া চন্দ্রশেখব প্রকাশ কবিল।

তৎপরে খুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, মাছের ঝোল কেমন হয়েছে বাবা?

চন্দ্রশেখর উত্তর করিল, "ভেরী মিষ্টি"

খুড়ী বুঝিল, মাছেব ঝোল মিষ্টি হইয়াছে বলিয়া চন্দ্রশেখব প্রকাশ করিল।

তৎপরে খুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, চড়চড়ী কেমন হয়েছে বাবা?

চন্দ্রশেখব কহিল, "বেষ্ট্ স্থইট"

চন্দ্রশেখর উক্ত প্রকার বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় উত্তর প্রদান করিলে, খুড়ী কহিল, "বাবা! তুমি ইংরাজী উত্তর দিতেছ, আমিতো ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

চন্দ্রশেখর কহিল, "হুঁ হুঁ খুড়ী! তুমি ইংরাজী জান না, কিম্বা ইংরেজের সহিত কখনও থাক নাই; যদি ইংরাজী জান্‌তে কিম্বা ইংরেজের সঙ্গে থাকৃতে, তাহ'লে আমি যে সকল ইংরাজী কথা বলেছি, সে সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌তে। এখন যদি জোর করে একটা ইংরাজী কথা বলি, তা হ'লে ধাঁ করে তোমার গর্ভপাত হয়ে যাবে।"

চন্দ্রশেখরের কথা শুনিয়া খুড়ী ভীতা হইল এবং বলিল, "না বাবা! জোর করে ইংরাজী বলোনা, অনেক দেবতার আরাধনা করায় তবে আমার গর্ভ হয়েছে, আমার আশা আছে যে, ভগবানের অনুগ্রহে অল্প দিনের মধ্যে পুত্র মুখ দেখে সুখী হ'ব। যদি তোমার জোর ইংরাজী কথা শুনে গর্ভপাত হয়, তাহ'লে আশা ভরসা সব নির্ম্মূল হবে।"

চন্দ্রশেখর কহিল, "না আর ইংরাজী বল্‌বনা, তোমার ব্যঞ্জন সমস্ত ভাল হয়েছে।"

খুড়ী আনন্দিতা হইল এবং পাছে চন্দ্রশেখর বিরক্ত হইয়া জোর ইংরাজী কথা বলিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলনা।

অল্প দিনের মধ্যে উক্ত কথা, ছাত্র মহলে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সকলেই চন্দ্রশেখরকে বিদ্রুপ করিতে লাগিল। তৎপরে চন্দ্রশেখর খুড়ীকে আর ইংরাজী কথা শুনাইলনা।

সপ্তদশ গল্প।

---o---

ধানের নাতি, চাউলের ব্যাটা।

কোন গ্রামে কৈবর্ত্ত জাতীয় একটী দরিদ্র বাস করিত। সে মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কমল নাম্নী একটী বুদ্ধিমতী সুশীলা রমণী তাহার পত্নী।

কমলের দুইটী শিশু সন্তান ছিল, কমল বহু কষ্টে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত।

কমলের স্বামী অসুস্থতা প্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক হেতু কোন দিন মজুরী করিতে যাইতে না পারিলে, তাহার পরিবারবর্গের অতিশয় কষ্ট হইত। কমলের শিশু সন্তানগুলি যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কমলকে খাবার চাহিত, তখন কমলের চক্ষু ছল ছল করিত। সে অনন্যোপায় হইয়া কোন কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে খুদ চাহিয়া আনিয়া তাহাই সিদ্ধ করিয়া শিশু সন্তানগুলিকে খাওয়াইত। কাহারও নিকট বিনামূল্যে চাউল চাহিতনা, বিনামূল্যে চাউল চাহিতে তাহার লজ্জা হইত।

কমল দরিদ্র পত্নী ছিল বটে, কিন্তু তাহার সৎস্বভাব প্রশংসনীয় ও অন্যের অনুকরণীয় ছিল, তজ্জন্য সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত।

একদা কমলের স্বামী অসুস্থ হওয়ায়, কমলের গৃহে অন্নাভাব হইল। কমল শিশু সন্তানগুলির জন্য খুদ চাহিয়া আনিবার জন্য জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিল। প্রতিবেশীর গৃহকর্ত্রী সে দিবস ধান সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিল, ধান শুষ্ক হইলে তাহা ভানিয়া চাউল তৈয়ার করিয়া রাঁধিয়া খাইবে বলিয়া

বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কারণ সে দিবস তাহার গৃহে চাউল ছিলনা। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর অসাবধানতা প্রযুক্ত বিস্তর কাক পড়িয়া সেই সিদ্ধ ও অর্দ্ধ শুষ্ক ধান্যের অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল, সুতরাং তাহার গৃহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউলের অভাব ঘটিল।

গৃহকর্ত্রী অবশিষ্ট সিদ্ধ ধান্য শুষ্ক হইলে পর তাহা ভানিয়া চাউল করিয়াছিল। এমত সময় জনৈক দেব পূজক ব্রাহ্মণ আসিয়া দেব সেবার জন্য চাউল চাহিল ও মূল্য দিতে উদ্যত হইল।

দেব সেবার জন্য চাউল আবশ্যক শুনিয়া গৃহকর্ত্রী মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণকে সেই চাউলগুলি বিক্রয় কবিল। দেবতার কথা শুনিয়া সে চাউল না দিয়া থাকিতে পারিলনা।

তৎপরে গৃহকর্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্ব দিবসেব সঞ্চিত খুদ-গুলি সিদ্ধ করিয়া সকলকে খাওয়াইবে ও নিজে খাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত করিল। এমত সময় কমল খুদ চাহিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হইল।

কমল যে সময় গৃহকর্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল, সে সময় গ্রামান্তরের কতিপয় স্ত্রীলোক, গৃহকর্ত্রীর নিকট বসিয়াছিল। কমলকে দেখিয়া গৃহকর্ত্রী বুঝিতে পারিল যে, কমল খুদ চাহিতে উপস্থিত হইয়াছে, কারণ কমল সময় সময় তাহার নিকট খুদ চাহিয়া লইয়া যাইত।

উক্ত স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে প্রকাশ্যরূপে খুদ চাহিতে কমলের লজ্জা বোধ হইল। বুদ্ধিমতী কমল, তাহাদের সাক্ষাতে খুদের কথা স্পষ্টরূপে না বলিয়া এইরূপ বলিল যথা,—

ধানেব নাতি, চাউলের ব্যাটা
দিতে পার্‌বে কি দু মুঠা?

গৃহকর্ত্রী কমলের প্রশ্ন শুনিয়া মনে করিল যে, উপবিষ্টা স্ত্রীলোকগণের সাক্ষাতে খুদের কথা স্পষ্টরূপে বলিতে কমলের লজ্জা বোধ হওয়ায় সে প্রকারান্তরে খুদ চাহিতেছে। তাহাতে সেও স্পষ্টরূপে খুদের কথা না বলিয়া নিম্নলিখিতমতে উত্তর প্রদান করিল

যথা,—ঠাকুর দাদায় খেয়েছে কাগে,
বাবা লেগেছে ঠাকুর ভোগে!
নাতিই আজ আমাদের সম্বল,
দিতে পার্‌বনা ভাই কমল!!

বুদ্ধিমতী কমল, গৃহকর্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল এবং নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তৎপরে কমল অন্য উপায়ে অন্নের সংস্থান করিল।

———o———

অষ্টাদশ গল্প।

———o———

পরকাল খাওয়া।

একটী বৃদ্ধা দরিদ্র স্ত্রীলোকের শশিভূষণ নামীয় একটী পুত্র স্কুলে অধ্যয়ন করিত। সে কিছুদিন বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া, পরে জননীর অর্থাভাব প্রযুক্ত স্কুলের বেতন দিবার অসামর্থ্য নিবন্ধন বিদ্যাধ্যয়ন করণে বিরত হয়।

উক্ত বিধবার গৃহের সম্মুখেই রাজ পথ, সেই পথ দিয়া অনেক ছাত্র ঐ স্কুলে অধ্যয়ন করিতে যাইত।

শশিভূষণ স্কুলে যাওয়া স্থগিত করিয়া, প্রত্যহ গৃহের দ্বারের এক পার্শ্বে বসিয়া ইতর শ্রেণীর বালকগণের সহিত তাস, পাশা খেলিতে আরম্ভ করিল। যে সকল বালক তাহার গৃহের সম্মুখস্থ পথ দিয়া স্কুলে যাইত, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার মানসে, সে তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া কৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার নিকট বসাইত এবং মিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাদের খাওয়াইত। তৎপরে তাহাদিগকে পান তামাক খাওয়াইয়া তাস, পাশা খেলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিত, অল্প বুদ্ধি বালকেরা তাহার প্রদর্শিত কৃত্রিম ভালবাসায় বিমুগ্ধ হইয়া তাস, পাসা খেলিত, তাহারা আর স্কুলে যাইতনা। যথা সময় স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তাহাদের পিতা মাতা এবিষয় জানিত না।

শশিভূষণ উক্ত বালকদের জন্য যে সকল মিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিত, তাহার মূল্য জননীর নিকট হইতে লইত, পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে জননীও তাহা দিতে বাধ্য হইত।

শশিভূষণ কতিপয় দিবস ঐরূপ করায়, তাহার জননী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শশিভূষণকে কহিল, "এই সকল বালকগণের জন্য মিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে যত পয়সা খরচ হইতেছে তাহা স্কুলের বেতন অপেক্ষা বেশী। যদি মিষ্ট দ্রব্যের জন্য বেশী পয়সা খরচ করিতেছ, তবে স্কুলে যাইয়া বেতন দিয়া পড়া শুনা করিবার ক্ষতি কি ছিল?"

শশিভূষণ কহিল "মা! বিরক্ত হইওনা, চিরদিন মিষ্ট দ্রব্য দিতে হইবেনা; বালকগণকে একবার বিগড়াইয়া দিতে পারিলে আর মিষ্ট দ্রব্য দিতে হইবেনা। তখন মিষ্ট দ্রব্য না দিলেও বালকেরা আমার সঙ্গী হইয়া তাস পাশা খেলায় মত্ত হইবে ও পড়া শুনা ছাড়িয়া দিবে। আমি বালকগণকে মিষ্ট দ্রব্য খাওয়াইতেছি বটে,

কিন্তু আমি যে উহাদের কিছু খাইতেছিনা, ইহা মনে করিওনা, আমিও বালকগণের অতি উত্তম দ্রব্য খাইতেছি।

বৃদ্ধা কহিল কই! আমিতো তোম্ম কিছু খাওয়া দেখিতেছিনা! শশিভূষণ কহিল, তাহা দেখিবার জিনিস নহে অথচ উত্তম জিনিস। সেই জিনিস্‌টি পরকাল, আমি উহাদিগকে খাওয়াইতেছি মিষ্টি, কিন্তু খাইতেছি উহাদের পরকাল। উহারা পড়া শুনা করিয়া বড় লোক হইলে আমাকে মানুষ বলিয়া মনে করিবেনা, ঘৃণা করিবে, তাহাতে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে উহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছি।”

গুণবান পুত্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং পুত্রের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিল। লেখা আবশ্যক যে, বৃদ্ধার ও তাহাব পুত্রের উক্ত কথাবার্ত্তার সময় ঐ সকল বালক তাহাদের নিকটে ছিলনা, বালকগণের অসাক্ষাতে ঐ সকল কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল।

——o——

ঊনবিংশ গল্প।

——o——
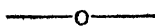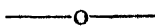
আমরা পাঁচ জনেই সমান।

জনৈক মৃতদার কুলীন ব্রাহ্মণ একটা মুচী জাতীয়া যুবতীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণটী যুবক ও নিঃসন্তান।

মুচিনীর সহিত আসক্ত হওয়ায়, দেশে ব্রাহ্মণের কলঙ্ক রটিত হইল, সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইল, তিনি অতিশয় লজ্জা ও অপমান বোধ করিতে লাগিলেন, সমাজচ্যুত হইয়া তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও ভোগ করিতে হইল।

কিয়দ্দিবস পরে, ব্রাহ্মণ মুচিনীকে সঙ্গে লইয়া দেশত্যাগী হইলেন, তিনি অতি দূরবর্ত্তী একটী দেশে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেই দেশে উক্ত মুচিনী, ব্রাহ্মণী বলিয়া পরিচিতা হইল, ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবাহিতা পত্নী বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

উক্ত দেশের লোকেরা ব্রাহ্মণকে দেশত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণ কহিলেন, কোন কারণে স্বদেশের রাজার সহিত তাঁহার মনান্তর হওয়ায় রাজা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন, অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উক্ত দেশের লোকেরা ব্রাহ্মণের ঐ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

ব্রাহ্মণ তথায় নানা প্রকার ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক মুচিনীর সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের ঔরসে মুচিনীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল, ব্রাহ্মণ সেই সন্তানের নাম রাখিলেন "কুলধ্বজ"।

কুলধ্বজ পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে, ব্রাহ্মণ তাহার বিদ্যাধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিলেন। কুলধ্বজ বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কুলধ্বজ মুচিনীর গর্ভজাত হইলেও তাঁহার বুদ্ধি সামান্য

ছিলনা, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করতঃ বিংশ বর্ষ সময়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন ও একটী উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী পাইলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

কুলধ্বজের জনক জননী, তাঁহার উন্নতি লাভের সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য কুলীন বংশজাতা পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কুলীন ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, অকুলীন ব্রাহ্মণের কেহও কন্যাদানে সম্মত হইলেন না, বিদেশাগত অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সন্তানকে কোন্ ব্রাহ্মণ কন্যা সম্প্রদান করিবে? কুলধ্বজের জনক জননী কেবল সেই বিষয়ে চিন্তিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিক দিন চিন্তা ভোগ করিতে হইলনা, কুলধ্বজ অল্পদিন মধ্যে নিজেই পাত্রী ঠিক করিয়া লইলেন।

কুলধ্বজ চাকুরী লাভ করিবার কতিপয় মাস পরে, একটা অতি সুন্দরী বাজিকরী ও নৃত্যকারীণী কুলধ্বজের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর বাজি ও নৃত্য প্রদর্শন করিল। কুলধ্বজ তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রণয়িনী করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে কুলধ্বজ স্বীয় জনক জননীর নিকট এই অলীক সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি একটী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সংবাদ পাঠ করিয়া কুলধ্বজের জনক জননী অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্রবধুর মুখ দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন এবং পুত্র সহ অনতিবিলম্বে গৃহে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া পুত্রকে পত্র লিখিলেন।

যথাসময়ে জনক জননীর পত্র কুলধ্বজের হস্তগত হইল, কুলধ্বজ আনন্দিত হইয়া গৃহে যাইবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি জনক জননীর সন্তুষ্টি সাধন জন্য নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর দ্রব্য অনেক ক্রয় করিলেন, জনকের জন্য সুদৃশ্য মখমল বস্ত্র ও জরী সংযুক্ত এক জোড়া চর্ম্ম পাদুকা ক্রয় করিলেন। তৎপরে উক্ত দ্রব্য সমূহ ও নব প্রণয়িনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

• কুলধ্বজ বাজিকরী লাভ করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে দূর দেশাগত অজ্ঞাত কুলশীল এক ব্যক্তি কুলধ্বজের পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছিল। সে আপনাকে কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহার নাম "হরি" বলিয়াছিল, কুলধ্বজের পিতা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে কৈবর্ত্ত নহে, তাহার জননী সাঁওতাল ও পিতা জোলা মুসলমান ছিল, তাহার জনক জননী উভয়ে পরলোক গমন করায় সে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে আসিয়া চাকুরী অন্বেষণ করিতেছিল, তাহার পিতা মাতার জীবিতাবস্থায় শৈশবে তাহার ত্বকচ্ছেদ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সে মুসলমানের পোষাক পরিধান করিত এবং দাড়ি রাখিয়াছিল, পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ার পর সে দাড়ি কামাইয়া হিন্দুর মত বস্ত্র পরিধান করিয়া চাকুরীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল। তখন তাহাকে দেখিলে হিন্দু বলিয়াই বোধ হইত, কুলধ্বজের পিতার খান্‌সামার আবশ্যক থাকায়, তিনি ঐ ব্যক্তিকে খান্‌সামার কার্য্যে নিযোগ করিয়াছিলেন।

কুলধ্বজ স্বীয় প্রণয়িণী সহ গৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহার

জনক জননী অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাদের আনন্দের দুইটী প্রধান কারণ ছিল। প্রথম কারণ এই যে, পুত্র মুচিনীর গর্ভজাত হইয়াও কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার পাণি গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুত্রবধূটী পরমা সুন্দরী।

কুলধ্বজ গৃহে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ জনক জননীর সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইলেন, তৎপরে জনক জননীর জন্য আনীত দ্রব্য সকল জনক জননীকে অর্পণ করিলেন। জনক জননী তত্তৎ দ্রব্য দর্শনে আনন্দ লাভ করিলেন ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঐ সকল দ্রব্য দেখিবার পর, কুলধ্বজের জননী, কুলধ্বজের পিতার জন্য আনীত চর্ম্মপাদুকা দুইটী হস্তে লইয়া তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিরীক্ষণ করণ সমাপ্ত হইলে পুত্রকে কহিলেন, "যে উপানৎকার এই চর্ম্মপাদুকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে অভিজ্ঞ নহে। যেখানে যেরূপ সেলাই করা উচিত ছিল, তাহা করিতে পারে নাই, কয়েক স্থানে সেলাই করিতে ছাড়িয়া গিয়াছে। এই চর্ম্মপাদুকা অল্প দিন ব্যবহার করিলে, সেলাই সমস্ত খুলিয়া যাইবে ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, তবে চর্ম্মপাদুকা দুইটী অতি সুদৃশ্য হইয়াছে।"

জননীর কথা শুনিয়া কুলধ্বজ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তিনি মনেমনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, "আমার আনীত অনেক মূল্যবান দ্রব্য থাকিতে, জননী কেবল চর্ম্মপাদুকা দুইটী হস্তে লইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিলেন কেন? তাঁহার ব্যবহার্য্য মূল্যবান শাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য রহিয়াছে, সে সকল দ্রব্য হস্তে না লইয়া কিম্বা নিরীক্ষণ না করিয়া, তাঁহার অব্যবহার্য্য জুতা জোড়াটী নিরীক্ষণ করিলেন কেন? উপানৎ

নির্ম্মাতার সেলাইয়ের কার্য্য ভাল হয় নাই জানিলেন কিরূপে? সেলাই সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিলেনইবা কেমন করিয়া?"

কুলধ্বজ মনেমনে এইরূপ আন্দোলন করিলেন বটে, কিন্তু জননী যে মুচির মেয়ে, এ সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইলনা, তিনি মনেমনে বলিতে লাগিলেন যে, "বোধহয় জননী বড় মানুষের মেয়ে, তাঁহার পিতার ব্যবহৃত অনেক জুতা দেখিয়াছেন, তাই জুতা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।"

কুলধ্বজ সে সময় জননীকে কিছু বলিলেন না, কিছুদিন গত হইলে তৎসম্বন্ধে জননীকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু জননীর জুতার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় চিন্তা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল।

জননী পুত্রের আনীত দ্রব্য সকল যত্ন সহকারে যথা স্থানে রাখিয়া দিলেন, সে দিবস আনন্দে অতিবাহিত হইল।

পর দিবস বউ ভাতের আয়োজন হইল, পুত্রবধূ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে পিতা পুত্র, ভোজনের নিমিত্ত যথা স্থানে উপবেশন করিলেন, পুত্রবধূ উপযুক্ত পাত্র সমূহে অন্নব্যঞ্জন আনিয়া শ্বশুরের ও প্রণয় ভাজনের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন, পিতা পুত্রে আনন্দে আহার করিতে লাগিলেন। মুচিনী মহোদয়া নিকটে দাঁড়াইয়া পুত্রবধূর পরিবেশনের শৃঙ্খলা দেখিতেছিলেন। তিনি শৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন, শ্বশুরও সন্তোষ লাভ করিলেন, কুলধ্বজতো পূর্ব্ব হইতেই সন্তুষ্ট।

পুত্রবধূ দ্বিতীয় বার যে সময় থালায় অন্নব্যঞ্জন লইয়া শ্বশুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল, সেই বাদ্যধ্বনি পুত্রবধূর কর্ণে

প্রবিষ্ট হইবামাত্র পুত্রবধূ পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তালে তালে পা ফেলিয়া অঙ্গ হেলাইতে হেলাইতে একবার ঘুরিয়া পড়িলেন। তৎপরে হঠাৎ সাবধান হইয়া অন্নব্যঞ্জন দিতে লাগিলেন।

বাজিকরীর এবম্বিধ কার্য্যের প্রতি, শাশুড়ী কিম্বা কুলধ্বজ কেহই লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা সে সময় কথোপকথনে ব্যাপৃত ছিলেন, কেবল শ্বশুর লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং পুত্রবধূর তালে তালে পদ ক্ষেপণ যে নৃত্যের সদৃশ, তাহা কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জনের থালা আনিয়া ঘুরফের করায় কাকতালির ন্যায় তালে তালে পা পড়িয়াছিল, কি পুত্রবধূ যথার্থই নৃত্য করিয়াছিল, তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। ঠিক করিতে না পারিলেও, তাঁহার মনে একটা খট্‌কা প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মনকে কিয়ৎক্ষণ আন্দোলিত করিতে লাগিল, তিনি তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে কুলধ্বজের পিতা মুখ প্রক্ষালন করিয়া বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন এবং পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া পুত্রবধূর উক্ত আচরণের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কুলধ্বজের পিতা, কুলধ্বজকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বিশ্রাম গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রকে তাঁহার কার্য্যস্থলের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র যথাযথ উত্তর দিলেন।

পিতা পুত্রের ঐ সকল কথোপকথন সময় হরি কৌতূহল প্রযুক্ত উক্ত বিশ্রাম গৃহের বাহিরে কপাটের নিকটে দেওয়ালে গা ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। কুলধ্বজের জননীও উক্ত গৃহের পার্শ্বের একটী প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন।

কার্য্যস্থল সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তার পর কুলধ্বজের পিতা কুলধ্বজকে কহিলেন, "বাপু! একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, প্রকৃত উত্তর দিবে, জনকের নিকট কিছু গোপন করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে। তুমি প্রকৃত উত্তর দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিব।"

কুলধ্বজ সত্য বলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! বল দেখি, আমার পুত্রবধূটী কি বাস্তবিক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা?

প্রশ্ন শুনিয়া কুলধ্বজ লজ্জিত হইয়া অবনতবদনে বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। এতদ্দর্শনে পিতা কহিলেন, "ভয় নাই, সত্য বল, যাহাতে পুত্রের কলঙ্ক হয়, এমন কথা পিতা কখনও প্রকাশ করেন না, তজ্জন্য নিশ্চিন্ত হও।"

কুলধ্বজ কহিলেন "পূজনীয় পিতঃ! আমি আপনার নিকট কদাচ মিথ্যা বলিবনা, সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলিব, কিন্তু অগ্রে আমার একটী নিবেদন শুনিতে হইবে, তৎপরে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। জনক যেমন পুত্রের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করেন না, পুত্রও সেইরূপ জনকের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করেনা।"

পিতা কহিলেন "তোমার নিকট কিছুই গোপন করিবনা, যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার প্রকৃত উত্তর পাইবে।"

কুলধ্বজ কহিলেন "আমার জননী কোন্ জাতীয়া এবং আপনিইবা কোন জাতীয়? অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিলে সুখী হইব।"

পিতা কহিলেন "আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার জননী ব্রাহ্মণ কন্যা নহেন কিম্বা আমার বিবাহিতা পত্নী নহেন। তিনি মুচির কন্যা। তিনি মুচীব কন্যা এবং আমার উপপত্নী হইলেও

দীর্ঘকাল আমার নিকট থাকিয়া বিবাহিতা পত্নী স্বরূপে ব্যবহৃতা হইতেছেন। তাঁহার আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে, আমার যদি অন্য স্ত্রী থাকিত, তবে তোমার জননী উপপত্নী বাচ্যা হইতেন, কিন্তু আমার যখন অন্য পত্নী নাই, তখন তোমার জননীকেই বিবাহিতা পত্নী বলিতে হইবে। তুমি মুচিনীর গর্ভজাত হইলেও ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি মুচি বলিয়া পরিগণিত হইবেনা, ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত হইবে, ইহা শাস্ত্র সম্মত, রাবণ—রাক্ষসীর গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ময়দানব তাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র—রাবণকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শ করিয়াছিল, রামচন্দ্র তজ্জন্য প্রায়শ্চিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তুমি মুচি বলিয়া গণ্য হইতে পারনা, আমি অকপটে প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিলাম, এখন বল দেখি, তোমার জননীর জাতি সম্বন্ধে তোমার সন্দেহের উদয় হইল কেন?"

কুলধ্বজ স্বীয় জননীর চর্ম্মপাদুকা সম্বন্ধীয় মন্তব্যের কথা প্রকাশ করিয়া, তাহাতেই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে পিতা কুলধ্বজকে, পুত্রবধূর জাতির কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন।

কুলধ্বজ কহিলেন "আপনার পুত্রবধূ বাজিকর কন্যা ও বাজিকরী, তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা নহেন, নীচ জাতীয়া। এখন বলুন দেখি, আপনার পুত্রবধূ ব্রাহ্মণ কন্যা নহেন, আপনার মনে এরূপ সন্দেহের সঞ্চার হইবার কারণ কি?"

পিতা কহিলেন " পুত্রবধূ যখন অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে-ছিলেন, সেই সময় প্রতিবেশীর গৃহে বিবাহের বাদ্যধ্বনি হওয়ায়, পুত্রবধূ তাহা শুনিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিয়াছিলেন। তোমরা সেদিকে লক্ষ্য কর নাই, আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমার কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা হইয়াছিল যে, পুত্রবধূ নৃত্যকারিণী এবং বেশ্যা কিম্বা অন্য কোন ইতর লোকের কন্যা, তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা নহেন। আমার দেশের লোক সকলেই জানে যে, তোমার জননী মুচির কন্যা, এদেশে এবং অন্য দেশেও আমরা অজ্ঞাত কুলীন, এরূপ অবস্থায় কুলীন ব্রাহ্মণ তোমাকে কন্যাদান করিবে কেন? তুমি তোমার পত্রে কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়াছ লিখিয়া থাকায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি আপনাকে কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকায়, সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কুলীন ব্রাহ্মণ তোমাকে কন্যাদান করিয়াছে। বর্ত্তমান, এখানে পুত্রবধূর নৃত্য দেখিয়া সন্দেহ জাত হইয়াছে।

তৎপরে পিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, " পুত্রবধূ বাজিকরী হইলেও দুঃখের কোন কারণ নাই, তুমি যখন মুচিনীর গর্ভজাত, তখন পুত্রবধূ বাজিকরী হইলে তাহাতে ক্ষতি কি?"

এই কথা বলিবার পর ব্রাহ্মণ নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, যথা—

বাপ্ হ'লেন কুলীন ব্রাহ্মণ, মা হ'লেন মুচিনী।
ছেলে হ'লেন কুলধ্বজ, বউ বাজিকরি॥
চার্‌জনে মিল্ হয়েছে ভাল।
দোষের মধ্যে কৈবর্ত্ত ব্যাটার জাত্ গেল॥

ব্রাহ্মণ উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিবার পর কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত হরি, তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিল, যথা—

আমি আধা মুসলমান, কৈবর্ত্ত কেবল ভাণ,
আমার নিকট আছে তার অকাট্য প্রমাণ।
আমার জাত যায় নাই বাবু! আমরা পাঁচ জনেই সমান,
আমরা পাঁচ জনেই সমান॥

তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইয়া হরির পিতা মাতার জাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, হরি প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমাদের বেশ্ মিল হইয়াছে, আমাদের বৃত্তান্ত যেরূপ অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সেইরূপই থাকুক।"

হরি কহিল "প্রকাশিত হইবেনা, প্রকাশিত হইলে আমাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই।"

লেখা বাহুল্য যে, উক্ত বৃত্তান্ত অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিল।

—o—

বিংশ গল্প।

—o—

নন্দ নন্দন ও বিস্‌মিল্লা।

যদি কোন সময় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয় এবং কোন লোক যদি উভয় পক্ষেব মন যোগাইয়া চলিবাব চেষ্টা কবে, কোনও

পক্ষকে না ছাড়ে, তবে লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে যে, "এ লোকটী দুইদিকে আছে, 'নন্দ নন্দন ও বিস্‌মিল্লা' উভয়েরই ভজনা করে, কাহাকেও ছাড়ে না" কিন্তু "নন্দ নন্দন ও বিস্‌মিল্লা" এই বাক্যটী কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, অনেকে তাহা জানে না। অতএব উক্ত কথার উৎপত্তির বিষয় আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদা একটী চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ তুলসী মালাধারী বৈষ্ণব "নন্দকে নন্দন ভজলেও মন বিস্‌মিল্লা কহো" এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে পথে পথে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতেছিল।

বৈষ্ণবের ঐ কথা শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া জনৈক গৃহস্থ, তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া লইয়া কহিল, "বাবাজি! তোমার বেশভূষা দেখিয়া বুঝিতেছি যে, তুমি বৈষ্ণব, 'নন্দ নন্দন' যাহা বলিতেছ, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে উপযুক্ত কথা, কিন্তু হিন্দু হইয়া বিস্‌মিল্লার নাম উচ্চারণ করিতেছ কেন?"

বৈষ্ণব কহিল "বাবা! আমি যদি কেবল 'নন্দ নন্দন' বলি, তাহা হইলে মুসলমানেরা ভিক্ষা দিবেনা, কেবল 'বিস্‌মিল্লা' বলিলে হিন্দুদের অনেকেও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভিক্ষা দিবেনা। যদি উভয়ের নামোচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থী হই, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ভিক্ষা দিবে, তজ্জন্য হিন্দুর দেবতা 'নন্দ নন্দন' ও মুসলমানের দেবতা 'বিসমিল্লা,' এই উভয়ের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা চাহিয়া থাকি এবং কৃতকার্য্যও হইয়া থাকি।"

বৈষ্ণবের কথা শুনিয়া গৃহস্থ হাস্য করিল এবং কহিল, "উভয় সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ভিক্ষা আদায়ের পক্ষে, এটি নূতন ফন্দি দেখিতেছি, ফন্দিটী মন্দ নয়।"

এই কথা বলিয়া গৃহস্থ, বৈষ্ণবকে কিছু ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়া দিল। বৈষ্ণব "নন্দকে নন্দন ভজলেও মন বিস্‌মল্লা কহো" আবৃত্তি করিতে করিতে পথে পথে বেড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

শুনা যায়, তদবধি ঐ কথার প্রচলন হইল। কথাটা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানিনা, যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।
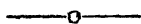
একবিংশ গল্প।
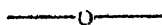
কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল।

পূর্ণচন্দ্র নামীয় একটী কৃতবিদ্য রূপবান যুবকের সহিত এক দেশের রাজমন্ত্রীর একটী সুন্দরী বিদুষী অপ্রাপ্ত যৌবনা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে মন্ত্রী কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, পূর্ণচন্দ্র তাহাকে গৃহে আনিবার জন্য চৈত্র মাসের মধ্যভাগে একদিবস একাকী মন্ত্রী ভবনে গমন করিলেন। একাকী যাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি অনুরোধ করিলে মন্ত্রী পাল্‌কী করিয়া স্বীয় কন্যাকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল।

পূর্ণচন্দ্র মন্ত্রীর গৃহে যাইবার সময় মন্ত্রীর বাস গ্রামের নিকট-বর্ত্তী পথিপার্শ্বস্থিত একটী পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে

পাইল যে, কতিপয় স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে করিয়া পুষ্করিণীতে যাইতেছে। তাহারা পূর্ণচন্দ্রকে চিনিত, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র তাহাদিগকে চিনিতেন না।

পূর্ণচন্দ্র যাইবার অল্প দিন পূর্ব্বে মন্ত্রী কন্যা সতীত্ব হারাইয়াছিলেন। তিনি একটী ভৃত্যের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

উক্ত কুম্ভকক্ষা রমণীগণ পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া মন্ত্রী কন্যার অসচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে কোন কোন রমণী পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ রূপবান স্বামী বর্ত্তমান সত্ত্বে একটা ভৃত্যের সহিত মন্ত্রী কন্যা প্রণয়াসক্তা হইয়া থাকায় মন্ত্রী কন্যার নিন্দা করিতে লাগিল; এবং বর্ত্তমান মরণই মন্ত্রী কন্যার পক্ষে সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর বলিয়া মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

দূরদৃষ্ট প্রযুক্ত উক্ত রমণীগণের ঐ সকল কথা পূর্ণচন্দ্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। পূর্ণচন্দ্র মনের দুঃখে অবসন্ন হইয়া একটী বৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন, চতুর্দ্দিক তাঁহার অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল, দুঃখাতিশয্য প্রযুক্ত তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে গড়াইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদিত হইল, তিনি লুপ্ত সংজ্ঞা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি মনেমনে বলিতে লাগিলেন, "রাজমন্ত্রী আমার শ্বশুর, আমার স্ত্রী সুন্দরী ও বিদুষী, আমিও শিক্ষিত; আমার সব ভাল, কেবল কপাল মন্দ।"

পূর্ণচন্দ্র মনেমনে উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং "সকল ভাল, কপাল মন্দ" এই কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে মন্ত্রী ভবনের দিকে চলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি মন্ত্রী ভবনে উপনীত হইলেন এবং মন্ত্রীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, মন্ত্রী আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ণচন্দ্র কেবল এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, "সকল ভাল, কপাল মন্দ।"

তৎপরে মন্ত্রীর আদেশ অনুসারে তিনি আসনে উপবেশন করিলে, মন্ত্রী ব্যস্ত হইয়া "কি মন্দ হইয়াছে ?" জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূর্ণচন্দ্র প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ না করিয়া, কেবল "সকল ভাল, কপাল মন্দ" এই কথাই বলিলেন।

তৎপরে মন্ত্রী তাঁহাকে যত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সেই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া, প্রত্যেক কথায় কেবল এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, "সকল ভাল, কপাল মন্দ।"

জামাতার কথা শুনিয়া মন্ত্রী মনে করিলেন যে, জামাতা পাগল হইয়াছেন, মন্ত্রী অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু মনোগত ভাব ব্যক্ত না করিয়া, জামাতার স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিলেন। জামাতা স্নানাহার করিলেন, কিন্তু "সকল ভাল, কপাল মন্দ" এই কথাটী ছাড়িলেন না, পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী রাজ সভায় যাইয়া রাজ সকাশে জামাতার উক্ত অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা দুঃখিত হইলেন এবং রাজবৈদ্যকে পূর্ণচন্দ্রের চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন।

রাজবৈদ্য অবিলম্বে মন্ত্রীর গৃহে যাইয়া, পূর্ণচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, পূর্ণচন্দ্র কহিলেন, "সকল ভাল, কপাল মন্দ" পরে রাজবৈদ্য তাঁহাকে যত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়া, প্রত্যেক কথায় কেবল এই উত্তর দিলেন যে "সকল ভাল, কপাল মন্দ।"

রাজবৈদ্য সপ্তাহকাল পূর্ণচন্দ্রের চিকিৎসা করিলেন কিন্তু কোন ফল হইলনা, পূর্ণচন্দ্রের সেই একই কথা। কেবল "সকল ভাল, কপাল মন্দ"। এ ব্যাধির নিদান অন্য প্রকার, কবিরাজের চিকিৎসায় ফল হইবে কেন?

কবিরাজ রাজার নিকট পূর্ণচন্দ্রের অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, "মন্ত্রীর জামাতা মন্ত্রীর গৃহে থাকায় চিকিৎসার সুবিধা হইতেছেনা; আজ আমি তাঁহাকে আমার গৃহে লইয়া যাইব, সেখানে থাকিলে অধিকাংশ সময় তাঁহার আচরণ দেখিতে পাইব ও উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে পারিব।"

রাজা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, মন্ত্রীও আপত্তি করিলেন না।

তৎপরে পূর্ণচন্দ্র রাজবৈদ্যের গৃহে নীত হইলেন, বৈদ্যের গৃহের একটী প্রকোষ্ঠ, তাঁহার অবস্থান জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, বৈদ্য তথায় তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

রাজবৈদ্যের পত্নী যুবতী ও সুন্দরী, রাজবৈদ্যের প্রথমা স্ত্রীর পরলোক হওয়ায় তিনি উক্ত সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। রাজবৈদ্য ও তাঁহার উক্ত পত্নী লইয়া তাঁহার সংসার, তাঁহার গৃহে ভৃত্য ছিলনা, কেবল একটা দাসী ছিল।

রাজবৈদ্যের পত্নীর স্বভাব ভাল ছিলনা, তিনি জনৈক যুবক প্রতিবেশীকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, সেই যুবক রাজ-বৈদ্যের অনুপস্থিতি সময় রাজবৈদ্যের গৃহে যাতায়াত করিত এবং বৈদ্য পত্নীর সহিত কিয়ৎক্ষণ হাস্য কৌতুক করিয়া অভিলষিত কার্য্য সমাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

পূর্ণচন্দ্র কিছুদিন রাজবৈদ্যের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসিত

হইলেন, কিন্তু ফল হইলনা; পূর্ণচন্দ্র সেই " সকল ভাল, কপাল মন্দ " কথাটি ছাড়িলেন না। যখন তিনি একাকী বসিয়া থাকেন, তখন নীরব থাকেন, মানুষ দেখিলেই " সকল ভাল, কপাল মন্দ " বলিতে আরম্ভ করেন।

পূর্ণচন্দ্রের ব্যাধির উপশম হইতেছেনা দেখিয়া, রাজবৈদ্য চিন্তিত হইলেন, তাঁহার চিন্তার কারণ এই যে, তিনি রাজার নিকট অদক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রকে ঘোর পাগল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীও পূর্ণচন্দ্রকে পাগল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। রাজবৈদ্য আর কিছুদিন বিশেষ চিকিৎসা করিবেন, তাহাতে পূর্ণচন্দ্র আরোগ্য লাভ করিতে না পারিলে রাজ সকাশে নিজের অসামর্থ্য বিষয় জ্ঞাপন করিবেন, মনেমনে এইরূপ স্থির করিয়া বিশেষভাবে চিকিৎসা করণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কতিপয় দিবস পরে রাজবৈদ্য একদা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলেন, স্বীয় পত্নীকে বলিয়া গেলেন যে, সে দিবস তাঁহার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইবে, অধিক রাত্রি হইবে, পত্নী আনন্দিত হইলেন, ও গুপ্ত প্রণয়ীকে তাহা জানাইলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, কবিরাজ পত্নীর উক্ত প্রণয়ী যুবক মহানন্দে কবিরাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কবিরাজ পত্নীর সহিত রঙ্গরসে মত্ত হইল। সে যে সময় কবিরাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইল, তাহার কিঞ্চিৎ পরে পূর্ণচন্দ্র গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে উপবেশন করিয়াছিলেন। প্রণয়ী যুবক কবিরাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, পূর্ণচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া " সকল ভাল, কপাল মন্দ " বলিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক পূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্রকে কবিরাজ গৃহে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিল এবং পূর্ণচন্দ্রের কথা শুনিয়া ও

তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, পূর্ণচন্দ্রের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, ঘোর উন্মাদ।

প্রণয়ীর সহিত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম্ভালাপ হইবার পর, কবিরাজ পত্নী প্রণয় ভাজনের জন্য পায়স, মোহনভোগ প্রভৃতি কয়েক প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন, পরে প্রণয় ভাজনকে স্বীয় শয়ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে লইয়া গিয়া তথায় সেই সকল দ্রব্য আহার করিতে দিলেন। প্রণয়ী আহার করিতে আরম্ভ করিলে, কবিরাজ পত্নী তাহার নিকট বসিয়া খোস গল্প করিতে লাগিলেন, পূর্ণচন্দ্র পাগল, এই বিশ্বাস থাকায়, যুবক যুবতী সঙ্কোচ করিলেন না।

পূর্ণচন্দ্র সেই সময় কবিরাজ পত্নীর শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বারের সম্মুখে যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক উক্ত প্রণয় বিমিশ্রিত ঘটনা দেখিতে লাগিলেন এবং "সকল ভাল, কপাল মন্দ" বলিতে লাগিলেন।

উক্ত বিভৎস ঘটনা দর্শনে পূর্ণচন্দ্র মনেমনে বলিতে লাগিলেন যে, "আমার একার পত্নীই যে ভ্রষ্টা হইয়াছে তাহা নহে, আমার পত্নীর সদৃশ পাপীয়সীর ও আমার সদৃশ হতভাগ্যের সংখ্যা বোধ হয় জগতে বিরল নহে।

যুবকের আহার মাঝামাঝি হইয়াছে, এমত সময় কবিরাজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি সদর দ্বারে বারম্বার যষ্ট্যাঘাতপূর্ব্বক দ্বার খুলিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে পত্নীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কবিরাজের ডাক শুনিয়া কবিরাজ পত্নী ভীতা হইলেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া প্রণয়ীকে খিড়কির দ্বার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন এবং প্রণয়ীর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্য সমূহ ক্ষিপ্রহস্তে ভোজন পাত্রে সাজাইতে লাগিলেন। সাজান শেষ হইলে, হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্বামীর নিকট যাইয়া দ্বারোম্মোচন করিয়া দিলেন।

কবিরাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পত্নীকে দ্বারোন্মোচনের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভ্রষ্ট চরিত্রা রমণীগণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও কৈফিয়তের অভাব প্রায়ই হয়না। কবিরাজ পত্নী প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের সাহায্যে হঠাৎ এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, "একটা ছোঁড়া তোমাকে অনতিদূরে আসিতে দেখিয়াছিল, সে কার্য্যোপলক্ষে আমার নিকট আসিয়া আমাকে সেই সংবাদ দিয়াছিল, রাত্রি অধিক হইয়া থাকায়, আমি সেই ছোঁড়াটার কথা শুনিয়া তোমার জন্য পাত্রে খাদ্য দ্রব্য সাজাইতেছিলাম। তুমি গৃহে আসিয়া সত্বর আহার করিতে বসিবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত, তজ্জন্য দ্বারোন্মোচন করিবার বিলম্ব হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্য সাজাইতেছিলাম, শেষ না হইলে ছাড়িয়া আসিব কিরূপে? আজ উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমিও ক্লান্ত হইয়া থাকিবে; অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আহার করিয়া শয়ন কর।"

কবিরাজ, পত্নীর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন এবং পত্নী তাঁহার জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তৎপরে কবিরাজ পত্নী, স্বীয় স্বামীর হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিলে কবিরাজ হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া স্বীয় পত্নীর প্রদত্ত ভোজন পাত্রে সজ্জিত, জারের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্য সকল পরমানন্দে আহার করিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্র কবিরাজের গৃহ প্রবেশের পূর্ব্বে হইতে যে, "সকল ভাল, কপাল মন্দ" বলিতেছিলেন, ইহা লেখা বাহুল্য।

পূর্ণচন্দ্র ঐ সকল ঘটনা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনেমনে

বলিতে লাগিলেন যে, "কবিরাজ পত্নী অতি ভয়ঙ্কর রমণী, ইহার সদৃশ পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিলেও পাপ হয়। অমূল্য সতীত্ব রত্ন হারাইয়া এবং স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াও সন্তুষ্ট হইলনা, অবশেষে উপপতির উচ্ছিষ্ট, স্বীয় স্বামীকে ভোজন করাইতে বাধ্য করিল, পাপীয়সীর কিঞ্চিৎমাত্রও ভয় কিম্বা সঙ্কোচ হইলনা! আমার পত্নী ও কবিরাজ পত্নী, উভয়েই ভ্রষ্ট চরিত্রা হইলেও এবং কবিরাজ ও আমি উভয়েই দুর্ভাগ্য হইলেও, কবিরাজের ও আমার দৌর্ভাগ্যের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। কারণ আমার পত্নী ভ্রষ্টা হইলেও আমি বিবাহের পর হইতে তাহাকে স্পর্শও করি নাই কিম্বা তাহার উপপতির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করি-নাই; কেবল সাধারণের নিকট ঘৃণিত ও লজ্জিত হইয়াছি মাত্র। লোকে বলিতেছে যে, আমি পাপীয়সী মন্ত্রী কন্যার স্বামী। অতএব আমার দৌর্ভাগ্য অপেক্ষা কবিরাজের দৌর্ভাগ্য অধিক, "কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল।"

পূর্ণচন্দ্র উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া, আপনার মানসিক দুঃখের লঘুতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়া "সকল ভাল, কপাল মন্দ" এই বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কবিরাজের ও তৎপত্নীর শ্রুতি গোচরে, ও অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, "কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল।"

পূর্ণচন্দ্রের মুখ নিঃসৃত "কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল," এই কথা শুনিয়া দুষ্ট-বুদ্ধি-সম্পন্না কলুষিত চরিত্রা, চতুরা কবিরাজ-পত্নী মনেমনে বলিতে লাগিল যে, "পাগলে সময় সময় এক একটা খাঁটি মূল্যবান কথা বলিয়া থাকে ও সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্র স্বীয় পত্নীর দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়া থাকিবে, হয়ত সেই

জন্যই পাগল হইয়াছে। উহার বিবাহের পর হইতে পত্নীর সহিত উহার সাক্ষাৎ হয় নাই, কখনও শ্বশুরালয়ে আসে নাই। উহার পত্নীর উপপতির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য উহাকে খাইতে হয় নাই, আমার আচরণ দেখিয়া এবং আমার স্বামী আমার জারের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন দেখিয়া, পূর্ণচন্দ্র বোধহয় মনেমনে আমার স্বামীর সহিত তাহার নিজের তুলনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, আমার স্বামী অপেক্ষা সে ভাল। তজ্জন্যই বোধহয় সে 'কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল' এই কথা বলিতেছে; ইহা না হইলে হঠাৎ 'কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল' এরূপ ভাব উহার মনে উদিত হইবে কেন? এবং সে বলিবেইবা কেন?"

কবিরাজ পত্নী ঐ সকল কথা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ ভীতা হইল। পাগল, পাগলামী করিতে করিতে পাছে পাগলামীর ঝোঁকে তাহার আচরণের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহার এই ভয় হইল। সে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

পত্নীর জার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজনে রত কবিরাজ মহাশয়, পূর্ণচন্দ্রের মুখ নিঃসৃত নূতন কথা শুনিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিলেন, "পাগল আর একটা নূতন বুলি ধরিয়াছে।"

কবিরাজ পত্নী মৃদু হাস্যাস্যে কহিলেন, "পাগলে কিনা বলে, যখন যেরূপ খেয়াল উঠে, তখন সেইরূপ বলিয়া থাকে।"

তৎপরে কবিরাজ মহাশয় আহার সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিলেন, ক্লান্তি প্রযুক্ত শীঘ্র নিদ্রাকৃষ্ট হইলেন।

রজনী প্রভাত হইলে কবিরাজ মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। তখন "কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল" এই শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি সে কথায় কাণ না দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কবিরাজ পত্নী অতিশয় বিরক্ত হইলেন, মনেমনে পূর্ণচন্দ্রকে এই গালি দিতে লাগিলেন যে, "সর্ব্বনেশের মুখে আর কিছু কথা নাই, কেবল সেই কথা! মরণ নাই!"

কবিরাজ মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজভবনে গমন করিলেন, এবং পূর্ণচন্দ্রের উক্ত প্রকার বুলির কথা রাজাকে জানাইলেন।

রাজা কহিলেন "পূর্ণচন্দ্র তোমার গৃহে থাকিয়া কিছুদিন চিকিৎসিত হইলেন, কিন্তু কোন ফল হইলনা, আমি পূর্ণচন্দ্রকে রাজ বাটীতে আনিব এবং তাঁহার আচরণ' আমি স্বয়ং দেখিব, আমার রাজভবনে যে সকল উন্মাদ নাশক তৈল রহিয়াছে, সেই সকল তৈল পূর্ণচন্দ্রকে ব্যবহার করিতে দিব, তাহাতে যদি উপকার না হয়, তবে তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য পাঠাইব।"

কবিরাজ আপত্তি করিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ণচন্দ্র রাজ-ভবনে আনীত হইলেন, কিন্তু "কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল" এই কথাটী ছাড়িলেন না; বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। রাজা, রাজভবনের খিড়কির দিকে দাসীগণের অবস্থানের জন্য যে কয়েকটা গৃহ ছিল, তাহারই একটা গৃহ পূর্ণচন্দ্রের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দাসী অন্যত্র রহিল, পূর্ণচন্দ্র সেই গৃহে অবস্থান করিলেন।

রাজা একটা উন্মত্ততা নাশক তৈল পাত্র হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈল বাহির করিয়া তাহা ভৃত্যকে দিয়া প্রত্যহ দুইবার পূর্ণচন্দ্রের মস্তকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন এবং প্রত্যেক বারে যে পরিমাণ তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে, ভৃত্যকে দেখাইয়া দিলেন, ভৃত্য সেইরূপ মর্দ্দন করিতে লাগিল।

উক্ত রাজার সাতটী রাণী ছিলেন, স্ত্রীর সংখ্যা অধিক হইলে, যেরূপ বিষময় ফল ফলিবার সম্ভাবনা, রাজভবনে সেই ফল ফলিয়াছিল। উক্ত রাণীগণের মধ্যে দুইটী যুবতী রাণীর চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা পূর্ণচন্দ্রের রূপে বিমুগ্ধ হইয়া, প্রত্যহ পূর্ণচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং হাস্য কৌতুক করিয়া ও বীভৎস অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া পূর্ণচন্দ্রকে কুপথে লইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সচ্চরিত্র পূর্ণচন্দ্রকে উন্মার্গগামী করিতে পারেন নাই।

স্খলিত-চরিত্রা রাণীগণের অত্যাচার, পূর্ণচন্দ্রের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তথায় আর কিছুদিন অবস্থান করিলে, অসচ্চরিত্রা-রাণীগণের অত্যাচারে তাঁহার চরিত্র রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। "ঘৃতকুম্ভসমা নারী" এই কথাটী তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "বহু বিবাহ ঝক্‌মারি।"

রাজা শুনিতে পাইলেন যে, পূর্ণচন্দ্রের বুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া "বহু বিবাহ ঝক্‌মারী" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন, রাজা তাঁহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র কহিলেন, "আমি পাগল নই, আমার কথা শ্রবণ করুন।"

তৎপরে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় পত্নীর ও কবিরাজ পত্নীর ও রাণীদ্বয়ের আচরণের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া রাণীগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া রাজভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন এবং রাণীগণের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ ঘটনার পর হইতে অনেকে তামাসা ছলে বলিয়া থাকেন যে, " কবিরাজকে চেয়ে আমি কিছু ভাল।"

—o—

দ্বাবিংশ গল্প।

—o—
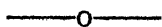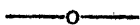
জোর্‌সে আস্তে।

বঙ্গদেশের কোন জেলায় জনৈক ইংরেজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে শুভাগমন করিয়া বঙ্গদেশে হাকিমী করিতেছিলেন। তিনি বাঙ্গালা কিম্বা হিন্দী ভাষা ভালরূপ বলিতে পারিতেন না কিম্বা বুঝিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা সামান্যরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, একদা জনৈক অপরাধীর ত্রিশ ঘা বেত্রাঘাত দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে অপরাধীর অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতেছিল। যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত করিতেছিল, সে ক্ষিপ্রহস্তে আঘাত করিতেছিল, সে চারি পাঁচ বার বেত্রাঘাত করিয়াছে, এমত সময় উক্ত মাজিষ্ট্রেট তাহাকে কহিলেন, " জোর্‌সে আস্তে।"

আইনে লিখিত আছে, বেত জোরে মারিবে কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে না মারিয়া থামিয়া থামিয়া মারিবে। মাজিষ্ট্রেট বেত্রাঘাতকারীকে ইহাই বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উক্ত "জোর্‌সে আস্তে" বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার যাহা বুঝাইয়া

দেওয়া আবশ্যক, উক্ত "জোর্‌সে আস্তে" কথা দ্বারা তাহা বুঝান হইল, কিন্তু বেত্রাঘাতকারী, মাজিষ্ট্রেটের উক্ত আদেশের ভাব বুঝিতে পারিলনা, কারণ জোর্‌সে ও আস্তে, এই দুইটী কথা পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। সে মনেমনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, "সাহেব জোরে মারিতে বলিতেছে অথচ আস্তেও বলিতেছে, ইহার কোন্ হুকুমটী তামিল করি?"

বেত্রাঘাতকারী অবশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে, প্রত্যেক বার জোরে বেত্রাঘাত করিলে অপরাধীর বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া দয়াবান সাহেব বোধহয় একবার জোরে আর একবার আস্তে মারিতে বলিতেছেন।

উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া বেত্রাঘাতকারী এক একবার খুব জোরে ও এক একবার অতি আস্তে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষিপ্রতা ত্যাগ করিতে পারিলনা।

চারি পাঁচবার উক্ত প্রকার বেত্রাঘাত করিবার পর সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বেত্রাঘাতকারীকে কহিলেন, "বুড়বক্ জোর্‌সে আস্তে বেত লাগাও, হাম্‌রা হুকুম মাফিক কাম হোতা নেহি।"

সাহেবের হুকুম শুনিয়া বেত্রাঘাতকারী বেত্রাঘাত স্থাপিত করিয়া সাহেবকে কহিল, "খোদাবন্দ! গোলাম হুজুর্‌কা হুকুম সমজ্‌নে সেক্তা নেহি।"

সাহেব এই কথা শুনিয়া বেত্রাঘাতকারীর হাত হইতে বেত ছাড়াইয়া লইয়া যেরূপ আঘাত করিতে হইবে, বেত্রাঘাতকারীর পৃষ্ঠ-দেশে সেইরূপ আঘাত করিলেন।

বেত্রাঘাতকারী কুপিত হইয়া সাহেবের হাত হইতে বেত ছাড়াইয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সাহেবের গাত্রে দুই বেত লাগাইয়া দিল।

তখন "হাঁহাঁ" করিয়া নিকটস্থ লোক সকল বেত্রাঘাতকারীকে ধরিয়া ফেলিল। বেত্রাঘাতকারী তাহাদিগকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, সাহেব "পাকৃড়ো পাকৃড়ো" বলিতে লাগিল, অনেকে দৌড়িল, কিন্তু কেহই ধরিতে পারিলনা, সে প্রাণ ভয়ে বেগে দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল।

অবিলম্বে এই কথা জেলার মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে গেল। তিনি সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, উক্ত সাহেবকে তিরস্কার ও বেত্রাঘাত-কারীকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

—o—

ত্রয়োবিংশ গল্প।

—o—
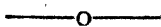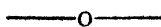
গাছে না উঠ্‌তে উঠ্‌তে এককাঁদি।

কোন একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করামাত্র, সেই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইলে, কিম্বা যে কার্য্য হঠাৎ করা উচিত নহে সেই কার্য্যটী হঠাৎ করিলে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, "গাছে না উঠ্‌তে উঠ্‌তে এককাঁদি" কিন্তু এই কথাটী দেশ মধ্যে কেন প্রচলিত হইল, অনেকে তাহা জানেন না। অতএব সাধারণের অবগতির জন্য তৎসংক্রান্ত বিবরণ যাহা আমরা শুনিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পাঁচুর পিতা শ্যাম জন্মান্ধ। সে পাকা তালের মণ্ডে প্রস্তুত পিষ্টকাদি খাইতে ভালবাসিত। তাহার খিড়কির দ্বারে অদূরবর্ত্তী পুকুর পাইড়ে একটা তাল গাছ ছিল।

পাঁচু যখন ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইল, সেই সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিবস পাঁচুর পিতা পাঁচুকে উক্ত বৃক্ষ হইতে তাল পাড়িতে কহিল।

পাঁচু ডাংপিটে ছেলে, সে কোন কার্য্যে ভয় করিতনা। তাহার পিতা তাল পাড়িতে বলামাত্র সে তাহাতে সম্মত হইল, তাহাদের মধ্যে তাল পাড়া সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, পাঁচু অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া তাল বৃক্ষের তলায় লইয়া যাইবে, অন্ধ একটা ঝুড়ী লইয়া তথায় বসিয়া থাকিবে, পাঁচু তাল গাছে উঠিয়া এক একটা তাল পাড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিবে; তাল পতনের শব্দ হইলে অন্ধ সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া করিয়া তালের নিকট যাইয়া তাহা কুড়াইয়া ঝুড়ীতে রাখিবে। আট দশটা তাল সংগৃহীত হইলে পর অন্ধ পাঁচুকে নামিয়া আসিতে কহিলে, পাঁচু নামিয়া আসিবে।

উক্ত প্রকার বন্দোবস্ত হইবার পর, পাঁচু অন্ধের হাতে একটা ঝুড়ী দিল। তৎপরে অন্ধের হাত ধরিয়া তাল বৃক্ষের তলায় লইয়া গেল।

তৎপরে পাঁচু গাছে উঠিল, অন্ধ ঝুড়ী ধরিয়া গাছের তলায় বসিয়া রহিল।

পাঁচু অতি ক্ষিপ্রতার সহিত গাছে উঠিতে লাগিল, অল্প সময়ের মধ্যে সে কাঁদির নিকটবর্ত্তী হইল। অন্ধ মনে করিল, পাঁচু তাল গাছের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এমত সময় চঞ্চল মতি পাঁচু অসাবধানতা প্রযুক্ত বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার হস্ত পদের ও পাঁজরার অস্থি সমূহ ভগ্ন হইয়া গেল, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

পাঁচু ভূপতিত হওয়ায় "দুম্" শব্দ হইলে অন্ধ মনেমনে

আন্দোলন করিতে লাগিল যে, পাঁচু তাল কাঁদির নিকট পর্য্যন্ত যায় নাই, তাল পড়িল কিরূপে? শব্দে বোধ হইতেছে, কেবল একটা তাল পড়ে নাই, আস্ত কাঁদিটাই পড়িয়াছে, বোধহয় কাঁদিটা আপনা আপনিই বৃক্ষচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কাঁদির গোড়া ইন্দুরে কাটার দরুণ হউক কিম্বা অত্যন্ত ভার প্রযুক্ত হউক কাঁদিটা বৃক্ষচ্যুত হইয়াছে।"

এই কথা মনে করিয়া সে পাঁচুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, গাছে না উঠ্‌তে উঠ্‌তে এক কাঁদি!

অন্ধ এই কথা বলিবার পর কোনও উত্তর পাইলনা, সে সন্দিহান হইল। মনে করিল বুঝি পাঁচু পড়িয়া গিয়াছে, সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পাঁচু যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিল এবং হাতড়াইতে লাগিল। অত্যল্পক্ষণ হাতড়াইবার পর বিগত প্রাণ পাঁচুর মৃতদেহ তাহার হস্তস্পৃষ্ট হইল। সে পাঁচুর অঙ্গে হাত বুলাইয়া টিপিতে লাগিল, তাহাতে জানিতে পারিল যে, পাঁচুর শরীরের অস্থি সমূহ চুর্ণীভূত হইয়াছে। সে পাঁচু পাঁচু বলিয়া বারম্বার ডাকিল কিন্তু উত্তর পাইলনা, অবশেষে সে পাঁচুর শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষার জন্য তাহার নাকে হাত দিল, তাহাতে জানিতে পারিল যে, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ, তাহার তাল খাইবার সাধ পূর্ণ হইল। তখন সে পাঁচুকে মৃত নিশ্চয় করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনি, পাঁচুর জননী ও নিকটতম প্রতি-বেশিগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে, অন্ধের একমাত্র যষ্টি স্বরূপ পাঁচুর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, পাঁচুব জননী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তৎপরে প্রতিবেশিগণ অন্ধের মুখে সমস্ত কথা শুনিল এবং অন্ধকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

—o—

চতুর্ব্বিংশ গল্প।

—o—
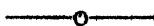
টুপী সেলামৎ রহে।

একদা একখণ্ড জমী লইয়া গোপজাতীয় একব্যক্তির সহিত একজন মুসলমান দরজীর মোকদ্দমা হইয়াছিল। যে বিচারকর্ত্তার বিচারাধীনে সেই মোকদ্দমা রহিয়াছিল, দরজী তাঁহার খান্‌সামার সাহায্যে তাঁহাকে একটী মূল্যবান টুপী উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিল। বিচারকর্ত্তা তাহার অনুকূলে ডিক্রী দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

অল্পদিবস পরে উক্ত টুপী সম্বন্ধীয় ঘটনার কথা গোপের কর্ণগোচর হইল। গোপ মনে করিল যে, দরজীর জয় নিশ্চিত, সে বড় চিন্তিত হইল, অবিলম্বে সে উক্ত বিচারকর্ত্তাকে একটী দুগ্ধবতী মহিষ উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিবে বলিয়া উক্ত খান্‌সামার দ্বারা প্রস্তাব করিল। বিচারকর্ত্তা মহিষের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গোপের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন, তিনি খান্‌সামাকে এই উপদেশ দিলেন যে, গোপ কতিপয় ভদ্রব্যক্তির সাক্ষাতে তাঁহার অনুগত একব্যক্তির হস্তে মহিষটী অর্পণ করিয়া মূল্য লইবে, তৎপরে রাত্রিকালে সেই অনুগত ব্যক্তির হস্তে গোপনে মূল্য

প্রত্যর্পণ করিবে। তাহা হইলে তাঁহার উৎকোচ গ্রহণের কথা প্রকাশিত হইবেনা। খানসামার সাক্ষাতে সেই অনুগত ব্যক্তিকেও বিচারকর্ত্তা ঐরূপ উপদেশ দিলেন, অবিলম্বে উপদেশ অনুসারে কার্য্যও সম্পন্ন হইল। বিচারকর্ত্তা খানসামা দ্বারা গোপনে গোপকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহার জয় নিশ্চিত, গোপ আনন্দিত হইল।

দরজী উক্ত মহিষ দেওয়া জানিতে পারিলনা, এবং কোন পক্ষের উকীল মোক্তারও উক্ত টুপী কিম্বা মহিষ দেওয়ার কথা জানিতে পারিলেন না।

অবধারিত দিবসে, দরজী ও গোপ, উভয়েই আপনার আপনার জয় নিশ্চিত মনে করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বিচারকর্ত্তা উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণের পর, উকীলগণের সওয়াল জবাব আরম্ভ হইল। তাঁহাদের সওয়াল জবাব সময়, দরজী বিচারকর্ত্তাকে টুপীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, কয়েকবার ইঙ্গিতে এই কথা বলিল যে, "হুজুর! টুপী সেলামৎ রহে।" এই কথার অর্থ, পদ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকুক।

বিচারকর্ত্তা দরজীর সেই কথা বলিবার কারণ বুঝিলেন। গোপও বুঝিতে পারিল, কিন্তু অন্য কেহ বুঝিতে পারিলনা। সকলেই মনে করিল যে, দরজী হাকিমকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

দরজী পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলায়, গোপের তাহা অসহ্য হইল। সে দরজীর মুখপানে চাহিয়া ক্রোধভরে দরজীকে কহিল, "টুপী সেলামৎ রহে, টুপী সেলামৎ রহে, কাহেকে চিল্লাতাহে ক্যাওয়াস্তে? টুপী চলা গেয়া ভয়সাকা চুতড়মে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহিষের দ্বারা টুপী দেওয়া বিফল হইয়াছে।

গোপের এই কথা বলিবার কারণ হাকিম ব্যতীত অন্য কেহ

বুঝিতে পারিলনা। সকলেই মনে করিল যে, দরজীর কথা গোপের অসহ্য হওয়ায় গোপ রাগ করিয়া এই কথা বলিতেছে। হাকিম গোপকে ধমক দিয়া চুপ করিবার জন্য কহিলেন।

বিচারে গোপের ডিক্রী হইল। কারণ টুপীর মূল্য অপেক্ষা মহিষের মূল্য অনেক বেশী।

কিছুদিন পরে, উক্ত উভয়বিধ উৎকোচ প্রদানের কথা বাজারে রাষ্ট্র হইল। দরজী কাঁদিতে লাগিল, অনেক দিন পর্য্যন্ত বাজারের অনেকে ঐ সকল হাস্যোদ্দীপক কথা কহিয়া আমোদ করিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিল, "টুপী সেলামৎ রহে" কেহ কেহ বলিল, "টুপী চলা গেয়া ভয়সাকা চুতড়মে।"

হাকিম ঐ সকল কথা শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জা হইলনা।

পঞ্চবিংশ গল্প।

প্রেমচাঁদ মাইতি মোক্তার।

মেদিনীপুর জেলার থান্দার পরগণার মধ্যে প্রেমচাঁদ মাইতি মোক্তারের বাস। ব্যবহারাজীব সম্বন্ধীয় ১৮৬৫ সালের ২০ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে, প্রেমচাঁদ মেদিনীপুর সদরে মোক্তারী করিত।

থান্দার পরগণার অধিবাসীরা, সাধারণতঃ যে প্রকার বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে, তাহা কদর্য্য। তাহারা এমত কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে, যাহা বাঙ্গালী কিম্বা অন্য কোনও দেশের লোক ব্যবহার করেনা।

আইনের সহিত প্রেমচাঁদের সম্বন্ধ ছিলনা। সম্বন্ধ না থাকিলেও, সে দুই চারি খানা আইন খরিদ করিয়া নিকটে রাখিত। সে লেখাপড়াও জানিতনা, বাঙ্গালাতে কেবল আপনার নামটী দস্তখত করিতে পারিত এবং বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিত।

দেশে প্রেমচাঁদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। তাহার প্রসার মন্দ ছিলনা, দেশের প্রায় সকলেই মনে করিত যে, প্রেমচাঁদ জনৈক জাঁহাবাজ মোক্তার।

বেণী নামে তাহার একটী মোহরর ছিল। বেণী সে সময়ের কার্য্যোপযোগী লেখাপড়া জানিত। বেণীই প্রেমচাঁদের দক্ষিণ হস্ত ছিল, সে মোওয়াক্কেল ভুলাইবার কার্য্যে বেশ মজবুত ছিল।

১৮৬০ সালের ৪৫ আইন (দণ্ডবিধি আইন) প্রচলিত হইবার প্রায় এক বৎসর পরে, একটী মোকর্দ্দমায় প্রেমচাঁদ যেরূপ মোক্তারী করিয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইব।

শ্যাম গাঁতাৎ নামীয় একব্যক্তি, হরি গুছাৎ নামীয় একটী যুবকের বাঁশ ঝাড়ের কয়েকটা বাঁশ, বলপূর্ব্বক কাটিয়া লওয়ায় হরি মেদিনীপুরে নালিশ করিতে গিয়াছিল। সে প্রেমচাঁদের বিশেষ পরিচিত ও স্বজাতীয়। তজ্জন্য সে অন্য কোথাও না যাইয়া প্রেমচাঁদের বাসায় উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়াই প্রেমচাঁদ বুঝিল যে, একটি শিকার আসিয়াছে। সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল

এবং কৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিল, হরি কুশল জ্ঞাপন করিল।

তৎপরে প্রেমচাঁদ স্বীয় ভৃত্যকে হরির পদ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিল। ভৃত্য জল আনিয়া দিল, হরি পদ প্রক্ষালন করিল।

প্রেমচাঁদের একটী উপপত্নী ছিল। প্রেমচাঁদ তাহাকে হরির জন্য আওল কশমের জলযোগের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিল। উপদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল, হরি জলযোগ করিল। প্রেমচাঁদের আতিথেয়তা ও যত্ন দেখিয়া হরি আনন্দে গলিয়া গেল।

জলযোগের পর, প্রেমচাঁদ হরিকে নিকটে বসাইয়া অতি মধুর স্বরে খান্দারী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, " বাপু! কিনি আস্‌ছু ?"

হরি কহিল, "আমার পুকুর পাইড়ে যে বাঁশ ঝাড়টা আছে আপনি দেখ্‌ছন্‌ত?"

প্রেমচাঁদ বলিল " হুঁ, দেখছিনিত কি? তার কি হ'ল ?"

হরি বলিল, "সেই বাঁশ ঝাড় হ'তে শ্যাম গাঁতাৎ দশটা বাঁশ জোর কর্য়া কাইট্যা লিছে।"

প্রেমচাঁদ এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে কহিল " কি বল্লু! জোর কর্য়া কাইট্যা লিছে! আমি তোকে আপনার ছাল্যার মত ভালবাসি, শ্যালা তোর বাঁশ কাইট্যা লিছে!"

হরি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল " না কাইট্যা নিলে, মোর গায়ে না লাগ্‌লে কি আমি আপন্‌কার কাছ্‌কে দৌড়্যা আস্‌তি?"

প্রেমচাঁদ হরির গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল " কাঁদিস্‌নিক, আমি থাক্‌তে কাঁদবি কিনি? শ্যামা শ্যালাকে

আমি একবার ভাল কর‍্যা শিখাব, এবার গাঁতাতের পো প্রেমচাঁদকে ভাল কর‍্যা চিন্‌বে। যদি সেই শ্যালাকে জিহল না করাই, তবে আমি আর মুক্তিয়ারী করবনিক। আমি যেমন তেমন বাজে মুক্তিয়ার নয় বাপা! আমি প্রেমচাঁদ মাইতি মুক্তিয়ার।"

হরি কহিল আইগাঁ * সউ জিন্তেত আপনকার কাছ্‌কে আস্‌ছি। তা না হইলে কিনি আপনার কাছ্‌কে আস্‌তি? আপনি এ ছেঁউড়টাকে † যতটা দয়া করমিন্‌, আর কি কেউ ততটা দয়া কর্‌বে? আপনি যদি শ্যামাকে জব্দ কর‍্যা না দিমিন্‌, তবে আমি আর সেখানে থাক্‌তে পার্‌বনিক, অন্থি দেশে উঠ্যা যাব।"

প্রেমচাঁদ কহিল, কিনি উঠ্যা যাবি? সইখানে থাক্‌বি। অথন্‌ হইচে কুম্পানির মুলুক, তার আমি আছি তোর পক্ষে, কুন্‌ শ্যালার এমন সাদ্দি যে, তোকে উঠ্যা দিবে? যে রকম নইতন দঁড়বিধি আইন হইচে, আর যে রকম জাণ্টো সাহেব ‡ জুটেছে, শ্যামা শ্যালাকে গাড্যা দিবনি! দেখ্‌বি দঁড়বিধি?"

এই কথা বলিয়া প্রেমচাঁদ "ওরে বেণ্যা লিয়ায়ত দঁড়বিধি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সে বেণীকে "বেণ্যা" বলিয়া ডাকিত।

বেণী নিকটে একটা কুঠরীতে বসিয়াছিল। প্রেমচাঁদের সাদর সম্বোধন শুনিবামাত্র, দণ্ডবিধি আইন লইয়া উপস্থিত হইল।

তৎপরে প্রেমচাঁদ তাহাকে কহিল, "অউ বাবুর দশটা বাঁশ,

---

* আজ্ঞা।

† পিতৃ মাতৃহীন।

‡ জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্যাম গাঁতাৎ কাইট্যা লিছে, ফৌদারি কর্‌তে হ'বে, খুল্‌ত সাতশ বায়াত্তর ধারা।

দণ্ডবিধি আইন ৫১১ ধারাতে সম্পূর্ণ, কিন্তু মোক্তার ৭৭২ ধারা বাহির করিতে অনুমতি দিল।

বেণী তৈয়ারি মোহরর, হুকুম প্রাপ্তিমাত্র সে দণ্ডবিধি খুলিয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। গোটাকতক পাতা উল্‌টাইবার পর কহিল, "হুঁ, সাতশ বায়াত্তর ধারা পাইছি।"

প্রেমচাঁদ কহিল, ধারাটা পড়্যা বাবুকে শুনাত।

বেণী পড়িতে লাগিল।" সে যাহা শুনাইল, তাহা এই, যথা, "যদি কেহ বলপূর্ব্বক কাহারও বাঁশ কাটিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার পায়ে বেড়ী সহিত ছয় মাস জিহল * হইবে ও হাজার টাকা জরীমানা হইবে। বেত সাজাও হইতে পারিবে।"

তৎপরে প্রেমচাঁদ, হরিকে কহিল, শুন্‌লু বাপা! য্যাতে শ্যামা শ্যালা আর বাঁচ্‌বে? এখন বল্‌ত কটী টাকা আন্‌ছু?

হরি কহিল, আইগা দশটী টাকা আন্‌ছি।

প্রেমচাঁদ কহিল, দূর্ বেটা! দশটী টাকায় কি হবে? দশ টাকাতে সন্ধ্যার বাতিকে কুলাবেনিক, সউ যে, জাণ্টো সাহেবের কাছে পেশ্‌কার বুস্যা † থাকে, সউ একাত লিবে পাঁচ টাকা, তার-পর আর্‌দালী আছে, কোর্ট বাবু আছে, মোহরী আছে, আমি আছি, দশ টাকায় কি হবে বাপা? আমাকে না হয় কিছু কম দিবু, তুই ঘরের ছাল্যা, আমি কি তোর কাছ থাক্যা বেশী লিব?

---

* জিহল—জেল।

† বুস্যা—বসিয়া।

হরি বলিল, তবে ক টাকা হ'লে হবে ?

প্রেমচাঁদ মনেমনে হিসাব করিয়া কহিল, "যত কম কর বাপা! পচিশটী টাকার কমে হবেনিক।"

হরি বলিল, আইগা আমিত আর বেশী টাকা আনিনি।

প্রেমচাঁদ কহিল, তার জিন্নে চিন্তা নাই, তুই ঘরের ছাল্যা তুই কি বাকি পনর টাকা পবে দিতে পারবিনি? তোকে কি অবিশ্বাস আছে? বাকি টাকার একটা তমশুক লিখ্যা দিবি।

* হরি প্রেমচাঁদের অপরিমিত অনুগ্রহ অনুভব করিয়া সহর্ষে কহিল, "আইগা তবে সউ কথা হউ, আমি সিটাম কাগজে * দলিজ † লিখ্যা দিব।

তৎপরে ষ্ট্যাম্প কাগজ আনীত হইল, হরি সেই কাগজে পনর টাকার তমশুক লিখিয়া দিল এবং দশটী টাকা প্রেমচাঁদের হস্তে দিল। সে দিবস হরি প্রেমচাঁদের বাসায় রহিল। পর দিবস দরখাস্ত লেখা হইল। প্রেমচাঁদ, বেণীকে দরখাস্তের মোসাবিদা বলিয়া দিল, বেণী দরখাস্ত লিখিল, মোসাবিদা এইরূপ যথা;—

"হরি গাঁতাৎ আমার বাঁশ ঝাড় থাক্যা দশটা বাঁশ জোর কর্‌্যা কাইট্যা লিছে। সে বলে যে, তার সিয়াঁর ‡ বাঁশ, কিন্তু সে কথা মিথ্যা। আমার সিয়াঁর বাঁশ, আমাকে গরিব দেখ্যা জোর কর্‌্যা আমার বাঁশ কাইট্যা লিছে। তাকে যদি দণ্ড দেওয়া না হয়, তবে এখন যেমন আমার বাঁশ কাইট্যা লিছে, পরে তেম্নি অন্যের কাইট্যা লিতে পারবে। একদিন আমাদের জমীদারের গাছ জোর কর্‌্যা কাইট্যা লিতে পারবে। এইরূপ সাহস বিদ্ধি

* সিটাম – ষ্টাম্প কাগজ।
† দলিজ – দলীল।
‡ সিয়াঁ।—সীমা।

হইলে একদিন গৌরমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করতে চাইবে। অতএব ধর্ম্মাবতার! শ্যাম গাঁতাৎকে তলব কর‍্যা তাকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা হয়। প্রকাশ থাকে যে, জরীমানাতে সে জব্দ হবেনিক, তাকে জিহল দিতে আজ্ঞা হয়।"

মোসাবিদা অনুসারে বেণীর দরখাস্ত লেখা শেষ হইল, প্রেমচাঁদ ও হরি আহার করিলেন। তৎপরে মোক্তাব প্রেমচাঁদ, হরিকে সমভিব্যাহারে লইয়া জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইল ও দরখাস্ত দাখিল করিল।

প্রেমচাঁদ পূর্ব্ব হইতে জানিত যে, এরূপ দরখাস্ত জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাহ্য করেন না। দরখাস্ত দাখিল হইলে দেওয়ানীতে নালিশ করিবার উপদেশ দিয়া দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। ইহা জানিয়াও প্রেমচাঁদ দরখাস্ত দাখিল করিল, তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, একেবারে দেওয়ানীতে নালিশ করিলে কেবল একবার মেহনৎ আনা পাইবে। প্রথমে ফৌজদারীতে দরখাস্ত করিয়া তৎপরে দেওয়ানী করিলে, দুইবার টাকা পাইবে, তাই অকারণ ফৌজদারীতে দরখাস্ত করিল।

জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত শুনিয়া হাসিলেন। তৎপরে হরির সরাসরি এজাহার লইয়া নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করতঃ হরিকে দেওয়ানী করিতে হুকুম দিলেন। এস্থলে লেখা আবশ্যক যে, হরি নির্ব্বোধ, পল্লীগ্রামে বাস করে, পূর্ব্বে কখনও মোকদ্দমা করে নাই কিম্বা কোন হাকিমের নিকট যায় নাই, সুতরাং হাকিমের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ও হাকিমকে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় জানেনা। সে হাকিমকে সেলাম করিলনা, কিম্বা হুজুর ধর্ম্মাবতার বলিলনা।

হাকিম প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার পর প্রেমচাঁদ, হরিকে দেখাইবার ও শুনাইবার জন্য হাত নাড়িয়া গলাবাজি করিয়া আসামী তলবের প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন ফল হইলনা।

নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হওয়ায় এবং প্রেমচাঁদের হাত নাড়া ও গলাবাজি শেষ হওয়ায়, প্রেমচাঁদ বিচার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিল, বাহিরে আসিয়া প্রেমচাঁদ হরিকে অতি বিষণ্ণভাব প্রদর্শন করিল, যেন তাঁহার কতই ক্ষতি হইয়াছে।

তৎপরে প্রেমচাঁদ কৃত্রিম ক্রোধের ও দুঃখের ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক হরিকে কহিল, "দূরহ শ্যালা! তোর দোষে মোকদ্দমাটা গেল। আমি কখন কোন মোকদ্দমায় হারিনি, আজ তোর জিন্যে হার্‌তে হ'ল। আমার নিন্দা হবে, আজ সকালে উঠ্যা তুই শ্যালাটার মুখ দেখ্‌ছিনি. তাউ হার্‌লি। শ্যালা কালমুখ, শ্যালা যদি কথা বল্‌তে না জান্থু এবং আদব কায়দা না জান্থু, তবে ঝক্‌-মার্‌তে মোকদ্দমা কোর্‌তে আস্‌ছিলু কিনি?"

হরি প্রেমচাঁদের কথার ভাব বুঝিতে পারিলনা, তবে এইমাত্র বুঝিল যে, তাহার কথা কহিবার কোন ত্রুটী হইয়াছে; তাই নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হইল।

অর্থব্যয় হইল, অথচ ফল হইলনা এবং প্রেমচাঁদের মুখের গালাগালি শুনিতে হইল, ইহাতে হরি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া প্রেমচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আইগা কি দোষে নালিশ্‌টা ঢিস্‌মিস্‌ হয়্যা গেল? আমি কি কল্লি?"

প্রেমচাঁদ কহিল, "শ্যালাটি কচি খোকা কিনা, তাউ ভাল কথা বলতে শিখ্‌নূনি। আরে শ্যালা! হাকিমকে সেলাম কত্তে হয়,

হুজুর ধর্ম্মাবতার বল্‌তে হয়, এগুলা জান্‌নি? এগুলা শিখাতে হয়? তুই সেলাম না কত্তে, হুজুর, ধর্ম্মাবতার না বল্‌তে, হাকিম রাগ করা্যা নালিশ টিস্‌মিস্ কল্লো; নাইত কি এমন সাচ্চা মোকদ্দমা যাইত, আমি দরখাস্তের যেমন মুসাবিতা করা্যা দিছ্‌নি, শ্যামা শ্যালার কি ছটা মাস জিহল না হইয়া যাইত, তুই শ্যালাটী এমন বকা বল্যা আগু জান্‌লে, আমি তোর মোকদ্দমায় হাত দিতিনি। তোর নালিশ টিস্‌মিস্ হইলে আমার বয়্যা যাত, আমার কেবল অপমানটা গায়ে বড় লাগ্‌ছে। আমার শ টাকা ক্ষিতি হলে আঁমার যতটা দুঃখু না হতো, তোর মোকদ্দমাটা যাওয়ায় আমার ততটা দুঃখু হইছে। শ্যালার মুখে লাথ্ মারতে মন হয়ঠে, মোকদ্দমাত গেল, এবার কলা খা! এবার ঘরে যায়া শ্যামার জুতা খাবি যা! প্রেমচাঁদ মাইতি মোকদ্দমা হার্‌ল! কম লজ্জার কথা! লোকের কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা হয়ঠে।”

হরি নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিল, সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। পরে প্রেমচাঁদকে কহিল, “বাবু আমিত মুক্ষু মানুষ, সেলাম কত্তে হয় জানিনি, হুজুর, ধর্ম্মাবতার বল্‌তে জানি বটে, কিন্তু গয়া হাকিমকে দেখ্যা ভয়ে সব ভুল্যা গেনি, অখন্ কিছু উপায় নাই?”

এই কথা বলিয়া হরি, প্রেমচাঁদের পদতলে পড়িয়া গেল। এতদ্দর্শনে প্রেমচাঁদ দয়ার ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, “উঠ্ বাপা উঠ্! উপায় কি নাই, ঢের আছে। আমি কি শ্যালাকে সহজে ছাড়্যা দিব মনে কর্‌ছু? মোকদ্দমাটা হার্যা যাতে তোর্ গায়ে যত লাগেনি, আমার গায় তত লাগ্‌ছে। এবার দেওয়ানী তম্বুরপাতি রুজু কর্‌বো, তোর কাছেত টাকা নাইক, তুই কুড়ি টাকার এক খানা তমশুক লেখ্যা দে, কাল তম্বুরপাতি রুজু কর্‌বো।”

তৎপরে হরি ২০৲ টাকার তমসুক লিখিয়া দিলে পর, প্রেমচাঁদ হরিকে লইয়া বাসায় ফিরিল।

বাসায় আসিয়া প্রেমচাঁদ হরিকে কহিল, "গালাগালি দিনি বল্যা কি রাগ কর্‌ছু বাপা? আমি তোর হিতের জিন্নে ছুকথা বক্‌ছি, তাতে দুঃখ করিস্‌নিক। এবার তোর জ্ঞান হবে।"

পর দিবস তমুরপাতির আরজী লেখা হইল এবং স্মল কজ কোর্টে দাখিল হইল, দাবি ১০৲ টাকা।

আরজী দাখিল হইলে পর বিচারের দিন পড়িল। প্রেমচাঁদ হরিকে বিদায় করিয়া দিল, হরি কতকটা মনের দুঃখে ও কতকটা সুখে বাটী ফিরিল।

অবধারিত দিবসে হরি তমশুক বাবত টাকা ও সাক্ষী সহ প্রেমচাঁদের নিকট উপস্থিত হইল। প্রেমচাঁদ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া স্মল কজ কোর্টে উপস্থিত হইল। প্রতিবাদীও সাক্ষী সহ উপস্থিত, এবার হরির সৌভাগ্য বশতঃ তমুরপাতিব মোকদ্দমা হরির পক্ষে ডিক্রী হইল। হরির আনন্দের সীমা রহিলনা, প্রেমচাঁদও অত্যন্ত আনন্দিত হইল, উভয়ের আনন্দের কারণ যে পৃথক পৃথক, তাহা লেখা বাহুল্য।

বাসায় প্রত্যাগত হইয়া প্রেমচাঁদ, হরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "দেখ্‌লু বাপা! প্রেমচাঁদ মাইতির মোক্তারী কেমন? আমার মনে এই দুঃখুটা রয়্যা গেল যে, শ্যামা শ্যালাকে জিহলটা দিতে পার্‌লিনি। যা হুউক ভগবান মান্‌টা রাখ্‌লেন, বাপা! টাকা বেশী খরচ হ'ল এবং অল্প টাকা ডিক্রী হ'ল বটে, কিন্তু মান্‌টার দাম কত বল্‌ দেখি! মান্‌টাব দাম লাখ্‌ টাকা।"

হরি প্রেমচাঁদের মিষ্ট বাক্যে আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। তৎপরে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, প্রেমচাঁদ একজন অসাধারণ মোক্তার, তাহার প্রসারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

---o---

ষড়বিংশ গল্প।

---o---
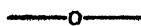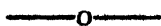
চুটী পাকড়্কে ইয়েঃ পাঁও পাকড়্কে।

অনেক বহু দ্রব্য গুণজ্ঞ সন্ন্যাসী কোন দ্রব্য সংযোগে লৌহকে স্বর্ণ করিতে পারিতেন। তিনি গোপনে সময় সময় স্বর্ণ প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় পূর্ব্বক যে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহা নিজের কার্য্যে ব্যয় কবিতেন না, দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। নিজে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতেন, সন্ন্যাসীর অবস্থানের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিলনা, তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিতেন।

একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে একটী মুসলমান ভূপতির রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তদীয় প্রাসাদের অনতিদূরে অবস্থান করিলেন। কতিপয় দিবস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ দীন দরিদ্রকে বিতরণ করিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ এইরূপ করায়, কর্ণ পরম্পরায় তাহা নবাবের গোচর হইল। নবাবের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, বোধ হয় সন্ন্যাসী স্বর্ণ প্রস্তুত কবিতে জানে, কিম্বা তাহার নিকট অনেক স্বর্ণ রহিয়াছে।

নবাব এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন। সন্ন্যাসী নবাবকে চিনিতেন না, তিনি নবাবকে তাঁহার নিকট যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নবাব কহিলেন, "তুমি বোধ হয় সোণা তৈয়ারি করিতে জান?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, তোমার এমন সন্দেহ হইল কেন?

নবাব কহিলেন, তুমি সময় সময় অনেক স্বর্ণ বিক্রয় কর শুনিয়াছি, এত সোণা পাও কোথায়?

সন্ন্যাসী বলিলেন, যদি বলি সোণা তৈয়ারি করিতে জানি?

নবাব কহিলেন, তবে তুমি সোণা তৈয়ার করিতে জান?

সন্ন্যাসী বলিলেন, হাঁ, জানি।

নবাব কহিলেন, সোণা তৈয়ার করিবার কৌশল আমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। আমি এ রাজ্যের নবাব।

সন্ন্যাসী বলিলেন, না, শিখাইবনা।

নবাব সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মনে করিলেন যে, সন্ন্যাসী দাম্ভিক; সোণা তৈয়ার করিতে জানে বলিয়া গর্ব্বিত হইয়াছে। তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "না শিখাইলে জেলে পূরিব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "জেলে যাইবার আপত্তি নাই, তোমাকে শিখাইবনা।"

নবাব তাঁহাকে জেলে পাঠাইয়া দিলেন, সন্ন্যাসী জেলে রহিলেন।

তৎপরে নবাব প্রত্যহ প্রত্যুষে কারাগৃহে যাইয়া সন্ন্যাসীকে সোণা তৈয়ার করিবার উপায় বলিয়া দিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতে

লাগিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী সে উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। কতিপয় দিবস এইরূপ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায়, নবাব দুঃখিত হইলেন।

নবাব দেখিলেন, বল প্রয়োগে কিছু হইলনা, তখন তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি একদিবস স্বীয় গুম্ফ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া হিন্দুবেশে সজ্জিত হইলেন এবং রাত্রিকালে কারাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে তথায় যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ছদ্মবেশী নবাব, সন্ন্যাসীকে কহিলেন, "নবাবের দুর্ম্মতি হইয়াছে, সাধু সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহার আসন্নকাল সমুপস্থিত, আমি সাধু সন্ন্যাসীদিগের জনৈক ভক্ত। আপনার কষ্টের কথা শুনিয়া, কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া, গোপনে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে যে কোন প্রকারে পারি আপনাকে মুক্ত করিয়া দিব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি চোর নহি, আমি গোপনে পলায়ন করিবনা। সন্ন্যাসীর পক্ষে কারাগৃহ ও লোকালয় ও বৃক্ষের তল সবই সমান।"

ছদ্মবেশী নবাব, সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া কৃত্রিম দুঃখের ভাব প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে তিনি সন্ন্যাসীর পদসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, সন্ন্যাসী বারম্বার নিষেধ করাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। সন্ন্যাসী মনে করিলেন যে, এব্যক্তি সত্য সত্য জনৈক ভক্ত ও পর দুঃখ কাতর।

কিয়ৎক্ষণ পদসেবা করিয়া ছদ্মবেশী নবাব সন্ন্যাসীকে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ছদ্মবেশী নবাব প্রত্যহ রাত্রিকালে সন্ন্যাসীর নিকট

যাইয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। সপ্তাহকাল এইরূপ করায়, সন্ন্যাসীর দয়া হইল, তিনি একদা গভীর নিশিথে ছদ্মবেশী নবাবকে কহিলেন, "তুমি জনৈক প্রকৃত ভক্ত, আমি তোমার কিছু উপকার করিব, কিন্তু আমি যে উপকার করিব, তাহা প্রকাশ করিওনা।"

ছদ্মবেশী নবাব কহিলেন, "আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ সন্ন্যাসী ভক্ত ছিলেন; আমিও সন্ন্যাসী ভক্ত। সন্ন্যাসীদিগের আশীর্ব্বাদেই আমাদের উন্নতি।"

সন্ন্যাসী আনন্দিত হইয়া গোপনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন, এবং ছদ্মবেশী নবাবকে সোণা প্রস্তুত করিবার উপায় শিখাইয়া দিলেন। নবাব অতীব আনন্দিত হইয়া সন্ন্যাসীর পদধুলি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৎপরদিবস নবাব সন্ন্যাসীর কথিত উপায়ে গোপনে কতকটা সোণা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করিলেন না।

সেই দিবস রাত্রিকালে নবাব কৃত্রিম শ্মশ্রু ও গুম্ফ সংযোগে মুখমণ্ডলকে প্রকারান্তরিত করিলেন। ঠিক নবাবের মত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইলেন, তৎপরে কারাগৃহ হইতে সন্ন্যাসীকে স্ব সমীপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রহরীকে অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল।

সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে কহিলেন, "আপনিত সোণা তৈয়ার করিবার কৌশল শিখাইলেন না, কিন্তু আমি অন্য সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বিস্মিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নীরবে নবাবের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। নবাব ঈষৎ

হাসিলেন, তখন সন্ন্যাসী নবাবকে চিনিতে পারিলেন, প্রকৃত ঘটনা জানিতে তাঁহার বাকি রহিলনা। তখন সন্ন্যাসীও ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, "চুটী পাকড়্ কে ইয়েঃ পাঁও পাকড়্ কে?" অর্থাৎ জটে ধরিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছ, কি পায়ে ধরিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছ?

নবাব, সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আরও কহিলেন, "বাস্তবিক, জটে ধরিয়া যে কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়া যায়, পায়ে ধরিয়া অনায়াসে তাহা করিতে পারা যায়।"

ক্ষমাগুণ সম্পন্ন সন্ন্যাসী, নবাবকে ক্ষমা করিলেন, লেখা বাহুল্য যে, নবাব সন্ন্যাসীকে মুক্তিদান করিলেন।